নমঃ পরমদৈবত-শ্রীমদম্বায়ৈ সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ।

গঙ্গেশ।

"কিং গবি গোত্ব মুতাগবি গোত্বং
চেদ্ গবি গোত্ব মনর্থকমুক্তং।
অগবিচ গোত্বং যদি ভবদিষ্টং
ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্ ॥"

(গঙ্গেশ-সিদ্ধি-প্রসিদ্ধিঃ)

৺সর্ব্বমঙ্গলা-সভার সম্পাদক
সুপ্রসিদ্ধ-ধর্ম্মতত্ত্বপ্রচারক পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য
বিরচিত।

সহকারি-সম্পাদক—
শ্রীদানবারি গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৫। আশ্বিন।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা।

১০ নং শম্ভু চন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ঠন্‌ঠনে
নূতন আর্য্যমিশন যন্ত্রে মুদ্রিত।

গঙ্গেশ।

কিং গবি গোত্ব মুতাগবি গোত্বং
চেদ্ গবি গোত্ব মনর্থক মুক্তং।
অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টং
ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্ ॥

উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যা বিবরণ ও তাৎপর্য্য পাঠকবর্গ গঙ্গেশের যথাস্থানে অবগত হইবেন। গঙ্গেশের—সিদ্ধি সাধনার—প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপে এই শ্লোকটি শত শত বৎসর হইতে ভারতীয় গুরু-সম্প্রদায় সাধক-সম্প্রদায় এবং অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের কণ্ঠে কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি,—কেন? ,কিসের জন্য? কোথা হইতে, কাহার কণ্ঠে এ শ্লোকের উৎপত্তি, অনেকেই তাহার কোন সন্ধান সংবাদ কিছু মাত্র রাখেন না। বহিদৃশ্যে—নৈয়ায়িকী ভাষায় বাক্চাতুর্য্যের আমোদময় একটি শ্লোক না শ্লোক, এই পর্য্যন্তই অনেকের ধারণা, কিন্তু বটবীজাকার এই একটি শ্লোকের মধ্যে যে এমন দিগ্‌দিগন্ত-বিসারী অভ্রভেদী বিশাল বৃক্ষের ন্যায় গঙ্গেশের বিশ্ববিজয়ী অদ্ভুত অলৌকিক সিদ্ধি-সাধন-কীর্ত্তিকলাপ নিগূঢ় ভাবে নিহিত আছে, তাহার সন্ধান সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ জানিলেও সাধারণ-সমাজে প্রায় কেহই অবগত নহেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাহা হউক, এই বীজে জলসেক করিয়াই আমরা আজ গঙ্গেশ-সুরতরু-চ্ছায়ায় সন্তৃপ্ত, তাই সংসার-সন্তপ্ত পথশ্রান্ত সাধন-পথিক ভাই সাধক! তোমাকেও দু-দণ্ডের জন্য এই স্থানে বসিয়া মনঃপ্রাণ সুশীতল করিতে বলি!—আর বলি ভাই! তুমিই একবার প্রাণের কপাট খুলিয়া বল!—

যে গঙ্গেশের সিদ্ধি-সাধন-ব্যাপার এইরূপে করুণাময়ীর কৈবল্য-ধামে উন্মুক্ত দ্বারে উপনীত, সেই গঙ্গেশ, গৌতম-দর্শন ন্যায়-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া "গঙ্গেশ উপাধ্যায়" নামে প্রসিদ্ধ, এ কথা মনে করিতেও আজ এই সিদ্ধি-সাধন-বার্ত্তা—পর্য্যন্ত-বিবর্জ্জিত আমাদিগের ন্যায় অধঃপতিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের বস্তু-বিচার-শক্তি দেখিয়া আপনাকে আপনি শত শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় কি না? গঙ্গেশ প্রসিদ্ধ কি প্র-সিদ্ধ, এই অসিদ্ধ অসাধক সমাজে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য কয় জনের আছে? যাহার যাহা সাধনা, সে তাহারই সিদ্ধি বুঝিয়া থাকে, সেই অনুসারে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজ বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে যে সাধনায় মত্ত হইয়াছেন, গঙ্গেশের পক্ষেও তাঁহারা সেই সাধনার সিদ্ধিই বুঝিয়াছেন। জানি—এ বঙ্গভূমিতে তাহার জন্য দুঃখ করিতে নাই। অগাধ-জলচারী মহামীন যেমন পরিণামে আপন ভারে আপনি অচল হইয়া মহানদীর তীরস্তরে ভূ-গর্ভে চির-শয্যায় শয়ন করে—তদ্রূপ কত শত গঙ্গেশ আজীবন নিজ তত্ত্বময় জীবনে বিচরণ করিয়া পরিণামে ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে আপন ভারে আপনি বিভোর হইয়া নর-নয়নের অজ্ঞাতসারে বঙ্গভূমির এই বিস্তীর্ণ অঙ্ক-শয্যায় অনন্ত সমাধি গ্রহণ করিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাহার সংখ্যা বা সন্ধান পায়।

তবুও বলি—ভাই সাধক! তুমিও যদি গঙ্গেশকে কেবল "গঙ্গেশ উপাধ্যায়" বলিয়াই জানিয়া থাক, তবে সে দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই, তাই ভাই! তোমার জন্য আজ গঙ্গেশের এই দৃশ্যপট-উন্মোচন। তুমি একবার নিজ-লোচন উন্মীলিত করিয়া গঙ্গেশের এই তত্ত্ব-মধুর মত্ত-মূর্ত্তি নিজ-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়া লও—আমিও আমার একজন ইহ-পর লোকের সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী দেখিয়া যাই।

শ্রীশিবচন্দ্র দেবশর্ম্মা

শ্রীশ্রীশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা

বিজয়তে।

পরিহার।

ভাই সাধক! মায়ের সোহাগের ছেলে গঙ্গেশের জন্মান্তরীণ-সাধনার সিদ্ধিবৃত্তান্ত এই প্রচারিত হইল। অভিনয়ে প্রদর্শন করিবার উপায় থাকিলেই বঙ্গদেশে তাহার নাম নাটক হইয়া থাকে। বস্তুতঃ গঙ্গেশ নাটক নহে, তবে ইচ্ছা করিলে দৃশ্যচিত্ররূপে উপস্থিত করা যায় এই মাত্র। অনেক কল্পিত উপন্যাস নবন্যাসের ছায়া লইয়া আজ কাল অনেক নাটক অভিনীত হইতেছে; কিন্তু দুঃখ এই যে, মানবজীবনের শীর্ষ-স্থানীয় আদর্শ-সিদ্ধসাধক মহাপুরুষগণের অলৌকিক সিদ্ধিসাধনাপূর্ণ পবিত্র ঘটনাবলীর সংবাদ সাধারণ-সমাজের শ্রবণ নয়ন হৃদয় হইতে কত শত যোজন দূরান্তরে ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিল, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সন্ধানও লইলেন না; সেই দুঃখেই আজ ৺সর্ব্বমঙ্গলা-সভার উদ্দেশ্যসাধনে নিয়তব্রত শিবপুরস্থ সাধক-সমাজের বিশেষ অনুরোধে গঙ্গেশের অলৌকিক সিদ্ধিসাধনাচিত্রের এই অভিনব অবতারণা। কি পুস্তক পাঠে, কি সঙ্গীতে, কি অভিনয়ে সকল প্রকারেই গঙ্গেশের তপঃসিদ্ধিপ্রভাব যাহাতে সাধারণ-সমাজে বিপুল বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হয়, তাহার জন্যই গঙ্গেশের চিত্র অভিনয়ের উপযোগিতায় চিত্রিত হইল। নাটক শব্দ শাস্ত্রসিদ্ধ।—অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে নাটক রচনা করিতে হইলে তাহার যে সকল সন্ধিবন্ধন ও আনুষঙ্গিক নানা রসের অবতারণার প্রয়োজন, গঙ্গেশের সিদ্ধিবৃত্তান্তে একতঃ তাহা অসম্ভব; কারণ ইহা উপন্যাস বা কোনরূপ কল্পিত গল্প নহে, গঙ্গেশের জীবনে ইহা সত্য সংঘটিত ঘটনা। সেই সত্য রক্ষা করিয়া যত টুকু যাহা করিতে পারা যায়, এ ক্ষেত্রে তত টুকুই লেখকের অধিকারের সীমা, রসপুষ্টির জন্য তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই জন্য রসের অনুগত হইয়া গঙ্গেশের চরিত্র চিত্রিত হইবার নহে; কিন্তু গঙ্গেশ-চরিত্রের অনুগত হইয়াই, গঙ্গেশের রসে রসিক

হইয়াই গঙ্গেশের কথা অবতারণা করিবার কথা। তাই বলিতেছি—গঙ্গেশকে নাটক বলিয়া বুঝিবার বা বলিবার কিছু নাই। দ্বিতীয়তঃ,—এ সংসারে যাঁহারই জীবনের যে কোন ঘটনাই হউক্ না কেন, তাহাকে আর নূতন করিয়া নাটক বলিবারই বা কি আছে? ভাবিতে গেলে—ভাই! নাটক করিতেই আসিয়াছি, নাটক করিতেই বসিয়াছি, ইহার মধ্যে আবার নূতন নাটক লিখিবারই বা কি আছে? তাই, সকল নাটক ভুলিয়া গিয়া, গঙ্গেশকে লইয়া নটবর-রমণীর উদ্‌ভ্রান্ত-নৃত্যলীলা গুরুমুখে যাহা শুনিয়াছি—আজীবন প্রাণে প্রাণে পোষণ করিয়াছি, প্রাণগত উপহারস্বরূপে তাহাই আজ সাধক-সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ভাষা ভাব রসমাধুর্য্য—ছন্দোবন্ধ চিত্রনৈপুণ্য ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ গঙ্গেশের জীবনে আমার হয় নাই। কারণ, সকল রসের পর্য্যবসান যে রসে হয়, গঙ্গেশের জীবন সেই রসেরই মত্তমধুকর। যে চরণারবিন্দ হইতে এ রসমকরন্দ নিত্য নির্গলিত, সে রসে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়া সেই কমলের সেই সরোবরে চিরশয্যায় শয়ন করিয়া স্বয়ং চৈতন্যময় হইয়াও শবরূপ সাজিয়াছেন, তাঁহার সে অপরূপ রসের কথা তুলিয়া আর কায কি ভাই! এ রসের কথা যে লেখে সেও পাগল, যে শোনে সেও পাগল, যে বোঝে সে যে পাগল সে কথা আর বলিবার অপেক্ষা কি আছে? তাই ভাই! যার বাবা পাগল, মা পাগল, দাদা পাগল, ভাই পাগল, লোকে তাহাকে পাগল বলিলে তাহাতে আর তাহার ভয় কি? আরও এক কথা ভাই! যে সকল পাগলের জন্য এ সকল পাগলামি, তুমি যদি তাঁহাদের কেহ হও, আর গঙ্গেশ পড়িয়াও গঙ্গেশের লেখকের সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি তোমার প্রাণে জাগে, তবে ভাই! ইহা তোমার পড়িয়া কায নাই। গঙ্গেশ কেবল পাগলেরই নিজস্ব সম্পত্তি; পাগল না হইয়া ভাই! ইহা তুমি পড়িও-ও না, দেখিও-ও না, ইহাই আমার শেষ পরিহার-প্রার্থনা!!

তোমাদিগেরই পথের ভিখারী—
তোমাদিগেরই গঙ্গেশের দাস।

ভাই গঙ্গেশ।

প্রাণের ভাই গঙ্গেশ আমার! জানি তোমাকে "ভাই" না বলিয়া দাদা বলায় অনেক লাভ আছে; কিন্তু ভাই! কি করিব? তুমি আমার বাল্য-সখা। সেই বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তোমার যে মূর্ত্তি দিনরাত্রি নয়নে নয়নে দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে ভাই! তোমাকে "ভাই" না বলিয়া দাদা বলা আমার অসাধ্য। গঙ্গেশ! আমি যদি তোমাকে সর্ব্বশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত; শত সহস্র ছাত্রের অধ্যাপক, বয়ঃপ্রবীণ গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়া কখনও ভাবিতাম বা দেখিতাম, তাহা হইলে "ভাই" কেন ভাই! দাদা! তোমাকে দাদার দাদা বলিয়াও দেখিবার কথা ছিল; কিন্তু ভাই! যে দিন হইতে গুরুমুখে তোমার জন্মজন্মান্তরীণ-সাধনার সিদ্ধি-বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, সেই দিন সেই সময় হইতেই জানি না কেন ভাই! তুমি এ দীনদুঃখীর দুঃখময় জীবনের চিরসহচর হইয়াছ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলীর অধিনায়ক এবং দ্বারকার অধীশ্বর হইলেও ব্রজবালকের দৃষ্টিতে চিরকালই সেই রাখাল-সখা!—তাই অনুভূত বিষয়ের অনুভবতত্ত্ব অনুভব-কর্ত্তার অধিকার-সাপেক্ষ। আমি যে দিন গুরুমুখে তোমার যে বয়ঃক্রমে যে সিদ্ধিসাধনার অনুরূপ অপরূপ বালকমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিয়াছি, সে দিন তোমার সে মূর্ত্তির বয়ঃসংখ্যা, আর আমার সেই দিনের সেই বয়ঃসংখ্যা দুইই একরূপ ছিল। তুমি শত শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ হইলেও সর্ব্বপ্রথমে আমার হৃদয়ে মহাসিদ্ধ—বালকমূর্ত্তিতেই দর্শন দিয়াছিলে; অসম্ভব হউক, সম্ভব হউক সে বিচারের অধিকার তখন আমার ছিল না। একতঃ তোমার সেই অলৌকিক সাধনা-সিদ্ধির প্রলোভন; দ্বিতীয়তঃ তোমার সেই মাতৃ-প্রেমমন্থর স্বভাব-সুন্দর মধুরমূর্ত্তিতে সমবয়স্কতা-নিবন্ধন ভ্রাতৃভাবের আকর্ষণ কিছুতেই আমি এড়াইতে পারি নাই।—তাই ভাই! তোমাকে "ভাই" না বলিয়া এক দিনের জন্যও দাদা বলিবার প্রবৃত্তি আমার আদৌ হয় নাই। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত যখনই তোমাকে ভাবিতেছি, তখনই দেখিতেছি——প্রজ্বলিত চিতানলের

মধ্যস্থলে জ্যোতির্ম্মণ্ডলমণ্ডিতা পুত্রবাৎসল্যচঞ্চলা উদ্‌ভ্রান্ত-নৃত্যময়ী মুক্তকেশী মা আমার, আর তাঁহারই সম্মুখে—আনন্দময়ীর আনন্দ-বিভোর, মা বলিয়া বাহু তুলিয়া কোলে উঠিতে অগ্রসর ভাই তুমি ব্যগ্রভাবে দণ্ডায়মান। তোমার সে মূর্ত্তি দেখিয়া দাদা বলিয়া ডাকিতে পারে, এমন পাষাণপ্রাণ এ জগতে কাহার্ আছে তাহা জানি না! যদি কাহারও থাকে থাক্, আমার ত ভাই! তাহা নাই। তোমাকে দাদা বলিয়া আমি মায়ের ছোট ছেলেটি হইয়া মায়ের কোলে উঠিব, আর তুমি ভাই! আমার দাদা হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিবে; একতঃ এ দৃশ্য আমার প্রাণে সহ্য হইবার নহে যে, তোমাকে নামাইয়া দিয়া আমি মায়ের কোলে উঠিব; দ্বিতীয়তঃ আমারও তাহাতে ক্ষতি বই লাভ কিছু নাই। কেন না, আমি মায়ের কোলে উঠিলে কেবল মাকেই দেখিতে পাইব, আর তোমাকে মায়ের কোলে উঠাইয়া দিয়া আমি নিম্নে দাঁড়াইয়া থাকিলে মাকে আর তোমাকে এক সঙ্গে দুজনকেই দেখিতে পাইব। তাই বলি—ভাই! তুমি ভাই থাক। মা তোমাকে কোলে করিয়াছেন, মায়ের কোলে উঠিবার অধিকার পাইয়াছ, তুমি মায়ের কোলের ছেলে কোলেই থাক, আমি তোমার দাদা হইয়া নিম্নে দাঁড়াইব—মায়ের সোহাগ ছাড়িয়া দিয়া বাবার সোহাগে প্রাণ মাতাইব—এ দেহ ধরাতলে লুটাইয়া বাবার সোহাগে তাঁহার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিব—বাবার বক্ষঃস্থলে মায়ের চরণতলে এ মস্তক আমার সেই দিন স্থান পাইবে,—ভাই গঙ্গেশ! সেই দিন আমি ধন্য হইব!! মায়ের কোলে উঠিলে এ সাধ আমার কখনও পূরিবে না, তাই ভাই! আমি ধরাতলে থাকিয়া বাবার বক্ষঃস্থলে ছুটিয়া পড়িয়া মায়ের চরণতলে "জয় মা!" বলিয়া এ সাধের জীবন ঢালিয়া দিব!—ভাই রে! লোকে ভাই হইয়াও যে সোহাগ পায় না, আমি তোমার দাদা হইয়াও সে দিন সে সোহাগ পাইব!!

ভাই রে—তোর্—
কি জানি কে?

—

জয় মা !

অবতারণা।

ভৈরব-ঘাটে—ভৈরবী।

রক্তবস্ত্র-পরিহিতা, অস্থিমালা-রুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিতা, বামহস্তে নর-কপাল—দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, ললাটে সিন্দূরের অর্দ্ধচন্দ্ররেখা, ভাবোন্মত্তা মুক্তকেশী ভৈরবীর—(গান গাহিতে গাহিতে) প্রবেশ।

গান। (১)

আহা মরি ! কি হেরিলাম !
তাণ্ডবরস-বিবশা—বিবসনা ত্রিভঙ্গিনী !
কিবা, রসনে দশনে, মধুর হসনে,
ত্রিনয়নে ঘন-অপাঙ্গিনী ॥

ললিত-লাবণ্যে কলিতমাধুরী দ্বিরদ-গমনে নীরদ-সুন্দরী,
রদ-বিদলিত—অধর-গলিত,—
দর-সুধাধারা—সৌদামিনী ॥

কিবা দল মল গলিত চিকুর আকুল চকোরকুল কি বিধুর !
হেরি—চরণচন্দ্রমা, চাতক চতুর—
ধাইছে (হেরি) নবকাদম্বিনী ॥

ব্যোম ব্যোমপদে পদে ব্যোমকেশ ব্যোমবসনে দোলে এলোকেশ,
আবেশ-হিল্লোলে উড়ে লাজ-লেশ,
(তাই কি) পদে প'ড়ে শিব হেরে উলঙ্গিনী ॥

গীতান্তে ধ্যানাবস্থায়—"মা ! মা !" ধ্বনি ও নৃত্য করিতে করিতে

গান। (২)

কার্ ঘরের আদরের নিধি তুই মা আমার এলোকেশী।
এত—অনাদরে থাকিস্ তবু দেখে বোধ হয় ত্রিলোকেশী॥

শ্মশানের সব ছাই ভস্ম উড়ে গিয়ে লেগেছে গায়।
তবু—কি অপরূপ জ্যোতির্ম্ময়রূপ, ঝরিছে লাবণ্য তায়॥

কেউ কোথা নাই একাকিনী, দেখে বোধ হয় কতই বা দুখ?
তবু—বিম্বাধরে ধরে না হাসি, ধরাতে যেন ধরে না সুখ॥

যোগিজনে হৃদয়াসনে ধ্যানে পায় না যে চরণ।
তোর্—শিবা সনে ঘোর শ্মশানে সেই চরণে বিচরণ॥

কেবল নয়, শিবা সনে শিবাসনে কখনও বা শবাসনে।
শিব-হৃৎ—পদ্মাসনে যোগাসনে ব'স্ মা! একবার যোগা সনে॥

অথবা—কায নাই ব'সে, বেড়াও নেচে ইচ্ছাময়ি! ইচ্ছা যেরূপ।
এলোকেশ—দুল্‌বে ভাল, খেল্‌বে ভাল, সাজ্‌বে ভাল তায় কালোরূপ॥

মা তোর্ ঐ—এলোচুলে হেলে দুলে ঢ'লে পড়া ভাবের সনে।
আমি—যাই মা! গ'লে, চরণতলে—"জয় মা!" ব'লে এ জীবনে॥

আ মরি! মরি! এত কি রূপের মাধুরী মা!—ও ভুবনভরা রূপের ছটায় নয়ন মন যে মাতিয়ে যায়! কালোরূপে এলোকেশে এত কি শোভা হয় মা!! শরদের শ্যাম-আকাশে শশী যদি মা! শ্যাম হ'ত, সেই শ্যাম-শশী ললাটে ধ'রে পূর্ণিমা যদি দেখা দিত, আর সেই উজ্জ্বল শ্যাম-সুধাকরের মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ছায়াময়ী মেঘমালা যদি হেলে দুলে খেলা ক'র্‌ত, আবার সে শরদ্—সে শশী—সে পূর্ণিমা এ সবই যদি নিত্য পদার্থ হ'ত, তবেই

একদিন শতাংশের একাংশের সাধ মিটায়ে বল্‌তে পার্‌তাম—এলোকেশের মাঝে আমার এলোকেশী কেমন সাজে !!

হায় ! হায় মা ! এই শ্মশানেই এক দিন তুই তেম্‌নি ক'রে সেজে আবার তেম্‌নি ক'রে নেচেছিলি ! সেই শ্মশান আজও এই তেম্‌নি ভাবেই প'ড়ে আছে ; কিন্তু মা ! তোর্—"শিবা সনে ঘোর শ্মশানে সেই চরণে বিচরণ" আর ত এখন দেখি না মা !—বুঝেছি মা !—সে বিচরণ তোমার শ্মশানেও নয়, মশানেও নয়—শবাসনেও নয়, শিবা সনেও নয়, জীবের হৃদয়াসনে তুমি এসে না ব'স্‌লে এ নিদয় শ্মশানে তোমার চরণদর্শন. কে পায় মা !—হা শ্মশান ! তুমি সেই—ভারতের শ্মশান ! -এ জগতের সকল শ্মশানই শবকঙ্কালে ভূষিত হয়, ভারত-শ্মশান ! তুমিই কেবল শ্মশান হ'য়েও জগদম্বার চিরসোহাগের জীবন্ত সন্তান সকল কোলে ক'রে নাচাইতে, এ গৌরব এ জগতে কেবল তোমারই ছিল। আজ সেই সকল কোলের ছেলেকে মা কোলে তুলেছেন, তাই তোমার দেহ আজ মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন, কোলের ছেলে হারিয়ে শ্মশান ! তুমিও আজ অচৈতন্য ! কোলের ছেলে কোলে তুল্‌তে মা-ও আমার আর আস্‌বেন না, তুমিও আর হাস্‌বে না ! আনন্দে আনন্দময়ী আর মা আমার শ্মশানে নাচ্‌বেন না, সে নৃত্যভরে ঘুমের ঘোরে—হায় রে শ্মশান ! তুমিও আর জাগ্‌বে না !!—

গান। (৩)

এই কি রে সেই—মায়ের আমার——
চিরসোহাগের— ভারতশ্মশান !
ত্যজি কৈলাস— কৈবল্যধাম,
এই ছিল মায়ের নিত্য নৃত্য-লীলা স্থান ॥

কি ব্রহ্মা কি শঙ্কর, মায়ের চির-কিঙ্কর,
চক্রধর আজ্ঞাধর, ত্যজি নিজ নিজ স্থান—
মায়ের চরণের সঙ্গে সঙ্গে, ভাসি সেই প্রেমতরঙ্গে,
যথায় আসি মুক্তকেশীর তাণ্ডব-গানে দিতেন তান ॥

দিয়ে আনন্দে করতালী, গাইতেন জয় জয় কালী ;
সেই শবময় চৈতন্যভূমি, হায় শ্মশান ! শ্মশান তুমি,
হারিয়ে শ্মশানবাসিনীর সেই সাধের অধিষ্ঠান ॥

আজ, মায়ের সব যত ছেলে, উঠেছে মায়ের কোলে,
নাই রে কেউ আর,— তাই আঁধার,
আজ সেই জ্যোতির্ম্ময়ীর ব্রহ্মজ্যোতির অন্তর্দ্ধান ॥

নাই শঙ্কর সর্ব্বানন্দ, (নাই) বিরূপাক্ষ ব্রহ্মানন্দ,
নাই সে গঙ্গেশ, যার তরে কেঁদেছিল মায়ের প্রাণ।
হা গঙ্গেশ ! বাপ্ তুই কোথায়, সেই ভৈরব ঘাট এই রে হায় !
কোথা দেব বিজয়-ভৈরব ! এই কি তোমার শেষ বিধান !!

(গীতান্তে)—হা দেব ! তুমিও আজ নিরুত্তর ?—না !—আবার কার্ও সে সৌভাগ্যের দিন নিকটে এসেছে ? এ ভৈরব-ঘাটের অধিকারের মধ্যে আবার কি কোন ছেলেকে মায়ের কোলে তুলে দিতে সোহাগ ক'রে আন্তে গিয়েছ ? আ মরি ! মরি ! করুণাময় ! এই গুণেই তুমি বিশ্বগুরু ; বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনাথ, বিশ্বময়, বিশ্বপিতা—এ সকল নামের গৌরবও তত নয়,—বিশ্বমাতার নিয়োগে আজ বিশ্বগুরু নামের গৌরব যত !! দেবদেব দিগম্বর ! তোমার কোন নামেই তোমার প্রাণ আর তেমন গলে না—শরণাগত ভীত সাধক “জয় গুরো ! শ্রীগুরো !” ব'লে ডাক্‌লে “মাভৈঃ মাভৈঃ” রবে তুমি ব্যাকুল প্রাণে যেমন ধাবিত হও !! তাই না দেব ! গঙ্গেশের জন্মান্তরেও তুমি তাকে ভুল্‌তে পার নাই। হায় রে ! হায় ! ভৈরব-ঘাটে এসে আজ্ কেবল গঙ্গেশের কথাই মনে প'ড়্‌ছে ! সেই শ্মশান, সেই প্রান্তর ; কিন্তু যেন সবই শ্মশান, সবই বন,—এখন কেবল হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ! হায় ! হায় রে ! এই বনেই সেই বাঘের মুখে গঙ্গেশের আমার প্রথম পরিচয়। ঐ ত সেই বন, যাই না একবার দেখে আসি ! না—আর কি দেখ্‌তেই

বা কোন্ প্রাণে যাব ? গেলে ত কেবল সেই সকল কথাই মনে পড়্বে ! না—তবুও যাই ! বিস্মৃতির পট উঠে গেলেই স্মৃতির চিত্র জেগে উঠ্বে, মুহূর্ত্তের জন্যও ত সেই অভিজ্ঞানে গঙ্গেশকে আবার দেখ্তে পাব। আহা ! বাছার আমার সেই কি সুন্দর বাল্যবিক্রম ! কি সুন্দর অভয়ভাব ! আর সর্ব্বোপরি সেই কি সুন্দর জন্মান্তর-সাধনার প্রভাব !! ধন্য দেব বিজয়-ভৈরব ! ধন্য গুরো করুণাময় ! ধন্য ধন্য মায়ের আমার মহামন্ত্র-সাধনার জয় !!!

গান। (৪)

জয় জয় জয় করুণাময় জয় বিজয়-ভৈরব।
জয় ভীত-চকিত-সাধকসুত-ভীতিহরণ-মাভৈঃ-রব ॥

জয় ভুবন-পরমগুরু—কুলগুরুকুলগৌরব।
জয় ভব-রৌরব-তারণ-গুণ-সৌরভ কুলগৌরব ॥

জয় সাধককুলরাধিত পদ—বাধিতকলিকৈতব।
জয় জয় শিবচন্দ্র হৃদয়—পদপল্লব-বৈভব ॥

(করতালী দিয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

নমঃ পরমদৈবত-শ্রীমদম্বায়ৈ সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ ॥

গঙ্গেশ।

প্রথম দৃশ্য।

বনমধ্যে অশ্বত্থমূলে জটাজূটমণ্ডিত ভস্মভূষিত ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী।

(গঙ্গেশকে ক্রোড়ে করিয়া কাষায়-বসন-পরিহিতা রুদ্রাক্ষশঙ্খ-সিন্দূরমাত্র-ধারিণী মহামায়ার প্রবেশ।)

মহামায়া। (সন্ন্যাসীকে প্রণামপূর্ব্বক এক পার্শ্বে অবস্থান ও অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ)।

গঙ্গেশ। (মহামায়ার অঞ্চল ধরিয়া) মা! আয় মা! আর এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? চল্ না—বাড়ী যাই!

মহা। (হস্তসঙ্কেতে নিবারণ)

গঙ্গেশ। চল্ না মা!—

(মহামায়া কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ নিষেধ)

গঙ্গেশ। (বনবিভাগে দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক সোল্লাসে হাতে তালী দিয়া) মা! মা! মা! ঐ দেখ্ মা!—দেখ্ মা! কেমন সুন্দর বাঘের বাচ্ছা!

(হস্ত-সঙ্কেত পূর্ব্বক) গান। (৫)

ঐ দেখ্ মা! বাঘের বাচ্ছা আমি গিয়ে ধ'র্ব ওটায়।
দৌড়ে গিয়ে চ'ড়্ব ঘাড়ে দেখি বেটা কম্‌নে পালায়॥

নেচে নেচে ঐ বেড়াচ্ছে, (আবার) দৌড়ে গিয়ে ঐ দুধ্ খাচ্ছে।
ঐ দেখ্ মা! দাঁত বের্ ক'র্‌ছে, (উঃ) ভয় দেখাচ্ছে বেটা আমায়॥

লেজ নাড়্‌ছে ঘুরে ঘুরে, ভাব্‌ছে আমি কত দূরে,
এই দেখ্ বেটা ধর্‌লাম তোরে, আয়্ আয়্ আয়্ মা শীগ্‌গির আয়॥

(গীতান্তে)

আমি ওটাকে ধ'রে আনি মা! ধ'রে আনি!

[প্রস্থান।]

মহামায়া। (সচকিতে) হা জগদম্বে! এ কি বিপদ! (গঙ্গেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া) হাঁ রে গঙ্গেশ! করিস্ কি? করিস্ কি? এ দিক্ আয়! ঐ দেখ্ ওর্ মা ব'সে আছে। (গঙ্গেশের হস্তধারণ)

গঙ্গেশ। আছে তাই কি? ছেড়ে দে মা! আমায় ছেড়ে দে! আমি ওটাকে ধ'র্‌বই ধ'র্‌ব।

মহামায়া। হাঁ রে অবোধ! একে বাঘের বাচ্চা, তাতে ওর্ মা র'য়েছে সম্মুখে, ওকে তুই ধর্‌বি কি ক'রে? তা হ'লে যে, ওর্ মা এখুনই তোকে মেরে ফেল্‌বে।

গঙ্গেশ। কেন? তুইও ত আমার মা আছিস্, তুই ঠেকাতে পার্‌বিনে?

মহামায়া। হাঁ রে অবোধ!—ও যে বাঘ!

গঙ্গেশ। দূর হ বেটি! বাঘ দেখে তোর্ এত ভয়? আগে জান্‌লে আমি তোর্ সঙ্গে আস্‌তাম না। লোকে বলে আমার বাবা যেখানে গিয়েছে, সেখানে কত বাঘ ভালুক আছে, আর তুই বেটী আমার মা হ'য়ে বাঘ দেখে এত ভয় করিস্? আমি ওটাকে ধ'র্‌বই ধ'র্‌ব! এই দেখ্ তুই—বাঘে আমার কি করে? (সবেগে মায়ের হাত ছাড়াইয়া আঁচল ছিঁড়িয়া পালাইবার চেষ্টা।)

মহা। (আলুলায়িতকেশে অতি ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবে কাতর কণ্ঠে) হাঁ মা সর্ব্বমঙ্গলে! কি কর্‌লে মা! এর্ পরে তোমার মনে আর কি আছে মা! একমাত্র অঞ্চলের নিধি গঙ্গেশ আমার, তাও বুঝি আজ অঞ্চল ছিঁড়ে পালিয়ে যায় মা! আমি যে আর কিছুতেই ধ'রে রাখ্‌তে পারিনে। হায়! হায়! আমার সকল সাধ বুঝি মিট্‌ল মা! এই জন্যই কি আজ সাধ ক'রে মহাপুরুষকে দর্শন ক'র্‌তে পাঠিয়েছিলে? এ কালান্তক যমের সম্মুখে গেলে বাছা আমার কি আর ফিরে আস্‌বে? (গঙ্গেশকে লক্ষ্য করিয়া) হাঁরে গঙ্গেশ! দোহাই বাপ্! তোর্ হাতে ধরি, এ সংসারে আমার বল্‌তে কেউ নাই বাপ্! আমার মাথা খাস্ বাপ্! যাস্‌নে—যাস্‌নে!!

[মায়ের হাত ছাড়াইয়া গঙ্গেশের সবেগে প্রস্থান।]

মহা। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) হাঁ মা! তোর্ মনে এই ছিল মা! আরে গঙ্গেশ! কি ক'র্‌লি রে! (উচ্চৈঃস্বরে) তারা! তারা! রক্ষা কর মা! (সবেগে সন্ন্যাসীর চরণে পতন ও মূর্চ্ছা।)

সন্ন্যাসী। (সচকিতে ক্ষুব্ধভাবে) তারা! তারা!—(চরণতলে মহামায়াকে দর্শন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ ও গঙ্গেশের লক্ষ্যে সবেগে দৌড়িয়া গিয়া তাহার কর ধারণ করিয়া) কোথা যাও বাপ্! সম্মুখে যে বাঘ!

গঙ্গেশ। (তীব্র দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া সাহঙ্কারে)—তুমি না সন্ন্যাসী?

সন্ন্যা। (কিছু ক্ষণ গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) কে তুমি বাপ্!

গঙ্গেশ। আমি সন্ন্যাসীর ছেলে! আমার বাবা কত শত বাঘের মধ্যে থাকে।

সন্ন্যা। (মহামায়ার দিকে তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ করিয়া) ওখানে ঐ যে মা-টি প'ড়ে আছেন, উনি তোমার কে?

গঙ্গেশ। বাঃ! তুমিও মা বল্‌লে? ও যে আমার মা। এখন থেকে তবে আমিও তোমাকে দাদা ব'লে ডাকব।

সন্ন্যা। তা ডেকো! এখন চল—আগে মার কাছে যাই!

গঙ্গেশ। সে কি সন্ন্যাসী দাদা! তা হবে না, আমি যে ঐ বাঘের বাচ্চাটাকে ধ'র্‌ব। আগে ওটাকে ধ'রে আনি, তার পর মার কাছে যাব।

সন্ন্যা। বল কি ভাই! ঐ যে ওর্ মা ব'সে রয়েছে, এখনি তোমাকে খেয়ে ফেল্‌বে।

গঙ্গেশ। তুমি সন্ন্যাসী তবে চোক্ বুঁজে ব'সে ব'সে কর কি?

সন্ন্যা। ভাই রে! আমি চোক বুঁজে ব'সে ব'সে তোমারি ঐ বাঘ ঠেকাচ্ছিলাম, নইলে কি ভাই! তুমি এতক্ষণ এখানে থাকৃতে?

গঙ্গেশ। তবে আবার কি? এখনও ঠেকাও না!

সন্ন্যা। ছি ভাই! মায়ের ছেলেকে কি মায়ের কোল-ছাড়া ক'র্‌তে আছে? ঐ দেখ—তুমি এয়েছ দেখে তোমার মা কেমন হ'য়ে প'ড়ে আছেন। ছি ভাই! মায়ের অমন দুঃখ দেখ্‌তে নাই। চল—চল! আগে মাকে উঠাই-গে। ওরা নিরপরাধ বনের পশু, ওদের উপর কোন অত্যাচার ক'র্‌তে নাই।

গঙ্গেশ। ওরা তবে মানুষ খায় কেন?

সন্ন্যা। কৈ? তোমাকে, আমাকে ত খায় না?

গঙ্গেশ। তুমি যে সন্ন্যাসী।

সন্ন্যা। না ভাই!—না, মনে হিংসা না থাকৃলে এ সংসারে কেউ কাকেও হিংসা করে না। সে কথা এখন থাক্, চল—তুমি চল! আগে মায়ের কাছে যাই। (গঙ্গেশের হাত ধরিয়া মহামায়ার নিকটে গমন ও উপবেশন)। (মহামায়ার লক্ষ্যে) মা! মা!—উঠ মা! উঠ! (সসম্ভ্রমে মহামায়ার মস্তকে হাত দিয়া) মা! মা! উঠ মা! উঠ মা! উঠ!!

মহা। (সুপ্তোত্থিতবৎ সসম্ভ্রমে উঠিয়া সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে ব্যগ্রস্বরে) হায়! কি হ'ল দেব! আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! দয়া ক'রে দেখ—এতক্ষণ আমার গঙ্গেশের কি ঘট্‌ল?

সন্ন্যা। (পাশ ফিরিয়া গঙ্গেশের পিঠে হাত দিয়া) এই নাও মা! তোমার গঙ্গেশ। (গঙ্গেশকে উঠাইয়া মহামায়ার ক্রোড়ে দান)

মহা। (অতি আগ্রহে গঙ্গেশকে বক্ষে ধরিয়া) বাপ্‌রে! এই ত অভাগীর সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছিলে? ভাগ্যে মহাপুরুষ রক্ষা করলেন! (গঙ্গেশকে লইয়া সন্ন্যাসীর পদতলে পড়িয়া) দেব! কেবল গঙ্গেশকে রক্ষা কর নাই, গঙ্গেশের উপলক্ষ্যে আজ এ হতভাগিনীর জীবন রক্ষা করলে!

সন্ন্যা। (সহাস্যে) মা! যে গঙ্গেশ তোমার! তোমার গঙ্গেশকে গঙ্গেশ নিজেই রক্ষা ক'র্‌ছেন।

মহা। (গঙ্গেশের লক্ষ্যে) বাবা! ঠাকুরকে প্রণাম কর!

গঙ্গে। (হাসিয়া মায়ের মুখের দিকে হাত ঘুরাইয়া) ওমা! ও আমার দাদা হয়।

মহা। হ'লেন—দাদাই হ'লেন, তুই প্রণাম কর্ না!

গঙ্গে। প্রণাম ত তুইই কর্‌লি?

মহা। কি দুরন্ত ছেলে বাপ্! আচ্ছা! প্রণাম আমিই কর্‌ছি। (প্রণাম পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে) আশীর্ব্বাদ কর বাবা! এ পাগলের দুরন্তপণা যেন ক্ষান্ত হয়!

সন্ন্যা। ও মা! ও আশীর্ব্বাদ আমি কর্‌তে পার্‌ব না। তোমার গঙ্গেশের দুরন্তপণা আর পাগ্‌লামী, দিন দিন বাড়্‌বে বৈ আর কম্‌বে না,—এই আমার সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ।

মহা। সে কি বাবা! ওর্ পাগ্‌লামীতে যে সংসার অস্থির।

সন্ন্যা। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি মা! ওর্ পাগলামীতেই একদিন এ সংসার সুস্থির হবে।

মহা। বল কি বাবা! একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ—একে ও-নিজেই পাগল, তার পর আবার তোমার আশীর্ব্বাদ! তা হ'লে যে, এক তিলার্দ্ধও ও-কে আমি রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না।

সন্ন্যা। মা! ওকে রক্ষা কর্‌বেন জগদম্বা; ও ছেলে কেবল তোমার ছেলে নয়, তুমি নিশ্চয় জেনো—ও সেই ত্রিজগতের মায়ের সোহাগের ছেলে। মায়ের কোল ছেড়ে খেলা কর্‌তে—মায়ের মহিমা প্রচার কর্‌তে ভূতলে এসেছে। এ তোমার ছেলে নয় মা! জন্মান্তর-

সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এ বালক এই মনুষ্য-দেহেই দেবদুর্ল্লভ-মহাসিদ্ধি লাভ করবে, ইহাও তুমি নিশ্চয় জেনো! —অঙ্গস্পর্শ মাত্রেই ওর দৈবশক্তি আমি সম্পূর্ণ অনুভব করেছি। নইলে কি মা! মানুষের ছেলে কখনও সাহস ক'রে বাঘের ছেলে ধর্‌তে বাঘিনীর মুখে দৌড়ে যায়? সে কথা এখন থাক্, আমি আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি মা! আমি একজন উদাসীন সন্ন্যাসী, পর্য্যটনের পথে এক দিনের জন্য এই বনমধ্যে অশ্বত্থমূলে এসে ব'সেছি, তুমি সম্ভবতঃ জনপদবাসিনী কুলকামিনী, এ বিজন-বনমধ্যে আমার নিকটে কেন এসেছ মা! আমি ত তা কিছু জান্‌তে পারি নাই।

মহা। দেব! তুমি মানবদেহধারী হ'য়েও মর্ত্ত্যলোকে দেবতা, তোমাকে দর্শন কর্‌তে—প্রণাম কর্‌তে আস্‌তে ত সকলেরই অধিকার আছে; তার পর আমি অতি হতভাগিনী, এমন সংসার-নির্ম্মুক্ত মহাপুরুষকে দর্শন কর্‌তে আস্‌তেও স্বার্থের অভিসন্ধি ক'রে এসেছি।

সন্ন্যা। মা! যে ভুবনপাবন পুত্রের গর্ভধারিণী তুমি, তোমার মত সৌভাগ্য-শালিনী জননী এ জগতে আর কে আছেন তা জানি না। হতভাগিনী হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব মা! অতি শীঘ্রই সেই নিজ পরিচয় তুমি নিজেই পাবে, এখন বল—আমার নিকটে তোমার কি স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা?

মহা। (অধোবদনে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন।)

সন্ন্যা। ও কি মা! কাঁদ কেন? কেঁদ না মা! যা মনে থাকে নিঃসঙ্কোচে নিষ্কপটে তা আমাকে বল, যদি তোমার কোনও উপকার আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে আমি তা অবশ্য ক'র্‌ব।

মহা। (গদগদ স্বরে) দেব! বল্‌তেই এসেছি; কিন্তু সে কথা আমার বল্‌বার নয়।

সন্ন্যা। মা! যে কথাই হ'ক না কেন? জেনো আমি তোমার দ্বিতীয় গঙ্গেশ, আমার নিকটে কোন কথা বল্‌তে লজ্জা সঙ্কোচ ক'রো না।

মহা। (গঙ্গেশকে নির্দ্দেশ করিয়া) বাপ্! এই বালকের বয়ঃক্রম যখন

এক বৎসর, সেই সময় হ'তে আমি সনাথা হ'য়েও অনাথা, সধবা হ'য়েও বিধবা, জীবিতা হ'য়েও মৃতপ্রায়া। এখন এর্ বয়ঃক্রম আট-বৎসর, এই সাত বৎসর আমার এ সর্ব্বনাশ ঘটেছে।

সন্ন্যা। হাঁ মা! তোমার অঙ্গে ত এখনও সধবার চিহ্ন, তবে কি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছেন ?

মহা। দেব! তা কি উপায়ে জান্‌ব, তিনি ত তাঁর ধর্ম্মকার্য্যে আমাকে সহচারিণী করেন নাই? আমি হতভাগিনী কেবল কান্‌তেই এসে-ছিলাম, কেঁদে কেঁদেই এ জীবন শেষ কর্‌লাম!

গান। (৬)

বল্‌ব কি দেব দয়ার নিধান! (আমার) বিধির বিধান যা ঘটেছে!
হারিয়ে—জীবনধন, পতিরতন,
এখনও পাপ-জীবন আছে॥
(জীবন-মীনের জীবন আছে, জীবন হারা হ'য়ে)

সন্ন্যাসী আমার স্বামী, তাঁর ধর্ম্মের কণ্টক আমি,
(সেই অপরাধে)
আজ্, ত্যজে আমায় গেছেন তিনি তাঁর পথে।
আমি, জানিনা দেব! এ তাপ হ'তে, (এখন) শান্তি পাই
গেলে কোন্ পথে?
(আর ত সহেনা সহেনা, পতিবিরহ-বেদন)
সতীর পথ সেই পতিপদে, সে পথ কত দূরে আছে?
(আমায় ব'লে দাও, ব'লে দাও, যদি দয়া হ'য়ে থাকে)
(অভাগিনী পাপিনী ব'লে)

আমি, মনে ভাবি এ পাপ-জীবন, জীবনে আজ দেই বিসর্জ্জন,

(কিন্তু কি করি!)
অনাথ সন্তান আছে অঞ্চল ধরি!
এখন. আমি যদি ত্যজি জীবন, ওর্ আঁধার হবে এ তিন ভুবন,
(গঙ্গেশ জানেনা জানেনা, আমা বই কারেও)
বাছার আমার, "আমার" বল্‌তে (আর) কে আছে সংসারের মাঝে॥
(এমন কেহ নাই কেহ নাই, বাছার পানে ফিরে চায়।)

সন্ন্যা। কেন মা! কাঁদ কেন? তুমি পুত্রবতী; মনুষ্য-ঋণ, পিতৃ-ঋণ পরিশোধ ক'রে দৈব-ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি যাত্রা করেছেন; উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রই জন্মগ্রহণ ক'রেছে, তুমি সেই পুত্রের সৌভাগ্যশালিনী প্রসূতী, তোমার কাঁদ্‌বার কোন কথা নাই। ওঃ!—এই জন্যই গঙ্গেশ বল্‌ছিল—আমি সন্ন্যাসীর ছেলে। তা মা! ভালই হ'য়েছে। দেখি মা! তোমার হাত দেখি!——

মহা। (বামকরতল প্রদর্শন)

সন্ন্যা। (তীব্রদৃষ্টিতে হস্তরেখা পরীক্ষাপূর্ব্বক) মা! তোমার কাঁদ্‌বার দিন ফুরিয়ে এল; যা কেঁদেছ, সেই তোমার শেষ কান্না। মা তোমাকে অতি শীঘ্র শ্রীচরণে স্থান দিচ্ছেন, দিন অতি নিকটে মা! আমার কথা বিশ্বাস কর মা! গঙ্গেশের জন্য দুঃখ ক'রো না, ও তোমার ত্রিলোকবিজয়ী কুলকুমার, অতি শীঘ্র ত্রিলোক-জননী এই মর্ত্ত্য-লোকে নিজে এসে ওকে কোলে ক'র্‌বেন, এ সংসারে অতুল বিপুল কীর্ত্তিশালী হ'য়ে গঙ্গেশ তোমার চিরজীবী হবে। আর এক কথা মা! আজ হ'তে তিন দিনের মধ্যে কৈলাসের মণিমন্দিরে তোমার জন্য মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে। মা! পরমপথচারী তোমার পতি ধন্য! মুক্তকেশীর মুক্তিদ্বারে তুমিও ধন্য হ'তে চ'ল্‌লে, জন্মান্তর-সাধন বলে পুত্রও তোমার ধন্য ধন্য হবে। এর্ পর আর সুখসৌভাগ্য গৌরবের কথা কি আছে মা!

তোমাদের এই ধন্যতা দেখে শুনে আজ আমিও মা! ধন্য হলেম!!

মহা। (সবেগে সন্ন্যাসীর পদগ্রহণপূর্ব্বক) বাবা! আজ তোমার মত পুত্র পেয়ে আমিও, ধন্য ধন্য হ'লেম! এ মৃত্যু-সংবাদ যে আমার কি আনন্দের, তা আমি ব'লে বুঝাতে পারি না! পতির সংবাদ পাব ব'লে তোমার নিকটে এসেছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আজ তোমার নিকটে আমার সংবাদই পতিকে দিতে ব'লে চল্‌লাম। বাবা! যদি কথনও তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তবে এ দাসীর কোটী কোটী প্রণাম তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে জানিয়ে বল্‌বে—এই আমার শেষ বিদায়!! গঙ্গেশের আমার এ সংসারে আমার বল্‌তে আর কেউ রইল না! (অঞ্চলে অশ্রুমোচন ও রোদন)

সন্ন্যা। একি মা! তুমি বিশেষ জ্ঞানবতী ব'লেই তোমাকে আমি এ সংবাদ বল্‌লাম, তাতে কাতর হ'লে কেন মা!

মহা। বাবা! মৃত্যুসংবাদে আজ আমার মৃতপ্রাণে জীবন এসেছে, এ আসন্ন-মৃত্যু দেহেও সহস্রগুণ বলের সঞ্চার হয়েছে; কিন্তু বাপ্! আমার অঞ্চলের নিধি, সোহাগের ধন, অনাথ গঙ্গেশের আর আমার বল্‌তে কেউ রইল না! (পুনর্ব্বার অশ্রুমোচন)

সন্ন্যা। মা! তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর, সেই ভবদুঃখনিহন্ত্রী নিজে এসে কোলে ক'রে তোমার গঙ্গেশের সকল দুঃখ দূর ক'র্‌বেন!—মা! তোমার গঙ্গেশের প্রসাদে এ সংসারে অনেকের দুঃখ মোচন হবে। আর তোমাকে কি বল্‌ব মা! গঙ্গেশের জন্য তুমি এক তিলার্দ্ধও ভেব না—কেঁদ না!!

মহা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) দেব! তুমি দয়ার নিধি, তাই আমার একটি দয়ার প্রার্থনা!—

সন্ন্যা। কি প্রার্থনা? বল মা!

মহা। বাপ! যদি আমার গঙ্গেশের অদৃষ্টে সেই সৌভাগ্যই লেখা থাকে,

তবে ত বাবা! তুমি ব'ল্‌ছ তা অতি শীঘ্রই হবে; যদি তাই হয় বাবা! তবে যে কয়েক দিন মা এসে আমার এই মা-হারা ছেলেটাকে কোলে না করেন, সে কয়েক দিন বাবা! তোমাকে আমার গঙ্গেশের উত্তর সাধক হ'য়ে থাক্‌তে হবে। আমি ওর্ পিতার মুখে শুনেছি, উত্তর সাধক মহাপুরুষ গুরু না থাক্‌লে অতি মহাত্মা সাধকদের ও বিপদ ঘ'টে থাকে, তাতে ও ত দুর্দ্দান্ত অবোধ বালক, জানি না ওর্ অদৃষ্টে কি ঘট্‌বে? তাই বাবা! আমার শেষ প্রার্থনা—গঙ্গেশের রক্ষার জন্য তোমাকে ওর্ উত্তর সাধক হ'তেই হবে।

সন্ন্যা। (সহাস্যে) মা! সাধকেরই উত্তর-সাধক প্রয়োজন, ও ত তোমার স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ সন্তান, ওর্ উত্তর-সাধকের প্রয়োজন কি? তবুও মা! তোমারও আজ্ঞা, আমারও সৌভাগ্য! কিন্তু মা! সে সৌভাগ্য ঘট্‌বার উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ কি আমাকে ক'রেছ? বিনা সাধনায় সিদ্ধিদর্শনই বা কার্ ভাগ্যে ঘ'টে থাকে? তথাপি তোমার গঙ্গেশের সে সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে অন্ততঃ সে সংবাদ জেনেও আমি ধন্য হ'য়ে যাব! মা! তুমি এখন তোমার গঙ্গেশকে কোলে করে গৃহে ফিরে যাও। এ তিন দিন মা! মায়ের ধ্যানে, মায়ের জ্ঞানে, মায়ের নাম-মহিমা গানে দিন রাত্রি কাটিও। মা! তোমার এ পুণ্যদেহে বিশেষ কিছু ব্যাধি হবে না, ভয় ক'রো না মা! অভয়া মা আস্‌ছেন তোমার জন্য। আমি তোমার সে সুখসৌভাগ্যের সময় উপস্থিত হ'য়ে তোমার মুখেই শুন্‌ব—আমি' যা বল্‌লাম তা সত্য কি না?

মহা। (গঙ্গেশের হাত ধরিয়া) বাপুরে! আমার অঞ্চলের নিধি সর্ব্বস্বধন মা-হারা গঙ্গেশ তুই, ঐ ত শুন্‌লি বাপ! তোর্ জন্য জগতের মা-আস্‌ছেন।

গঙ্গে। জগতের মা,—কে মা?

মহা। যখন আস্‌বেন তখনই তাঁকে দেখিস্।

গঙ্গে। তিনি ত জগতের মা, তিনি এলেই বা আমার কি? না এলেই বা আমার কি? তিনি ত আর আমার মা নন্?

মহা। হারে নির্ব্বোধ! যিনি জগতের মা, তিনি কি আর তোর্ মা নন্?

গঙ্গেশ। আরে! সে যে জগতের মা; জগৎ আমার কে যে, তার মা আমার মা হবে?

সন্ন্যা। আ মরি! মরি! ভাই সাধক! এম্‌নি প্রাণের এম্‌নি আব্‌দার নিয়েই তুমি সংসারে এসেছ! জগতের মা কেন ভাই! তোমার মা হবেন? অথবা তোমার মাকেই বা কেন তুমি জগতের মা হ'তে দেবে? কি আর বল্‌ব ভাই, চিরজীবী হয়ে তুমি এই রূপেই জগৎকে পদতলে দলিত ক'রে জগদম্বার জয়পতাকা জগতে উড়াও! তোমার মাকেই জগতের লোকে মা বলে ডাকুক্!

গঙ্গেশ। হাঁ সন্ন্যাসী দাদা! এই কথাই ঠিক্!

সন্ন্যাসী। তা বই কি ভাই!

মহা। তা ত ঠিক্ হ'ল; হাঁরে পাগ্‌লা! আর একটা কথা ঠিক্ ক'রে রাখ্।—সে দিন তোর্ সে মা এলে যদি তাঁকে চিন্‌তে না পারিস্, তবে তখন তোর্ এই দাদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিস্, উনি তোকে চিনিয়ে দেবেন।

গঙ্গেশ। বা!—মজার কথা! এই বল্‌ছ আমার মা, আবার বল্‌ছ আমিই তাঁকে চিন্‌তে পার্‌ব না? তুমিও ত আমার মা, তোমাকে চিন্‌ছি কি করে?

সন্ন্যাসী। ভালা মোর ভাই! এমন নইলে কি মায়ের ছেলে হয়?

গঙ্গেশ। (মায়ের অঞ্চল ধরিয়া) হাঁ মা! সে মা আমার যখন আস্‌বে, তখন তুই কোথায় থাক্‌বি মা!

মহা। (গদগদস্বরে) কেন গঙ্গেশ! সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্ রে?

গঙ্গেশ। তুই যে বল্‌ছিস্—সন্ন্যাসী দাদা দেখিয়ে দেবে।

মহা। না বাবা! তা না; এই ত শরীরের অবস্থা, কখন কি হবে কিছু ত বলা যায় না? তা যাই হ'ক বাবা! আমিও তখন তোর্ সেই মার কাছেই থাক্‌ব। দিনে কি রাত্রে তা ত জানি না;

যদি রাত্রে হয়, আর তখন আমি ঘুমিয়ে থাকি, তা হলে আর তোকে চিনিয়ে দে'বো কি করে?

গঙ্গেশ। এই না বল্‌ছিস্—সে মার কাছে থাক্‌বি, তবে আবার ঘুমোবি কি ক'রে? (সবিস্ময়ে) হাঁ মা! তুই কি তখন আমাকে ছেড়ে সেই মার কাছে গিয়ে থাক্‌বি?

মহা। না—বাবা!—না, তোমার কাছেই থাক্‌ব।

গঙ্গেশ। তা হ'লে আমি তোকে ঘুমোতে দে'বো কেন?

সন্ন্যাসী। বার বার এই বার; ভালা মোর ভাই! ঐ কথাটি যেন আগা-গোড়া ঠিক্ থাকে। (মহামায়ার প্রতি) এমন ছেলে পাও নাই মা! যে, কোথাও গিয়ে ঘুমোবে!

গঙ্গেশ। দেখ সন্ন্যাসীদাদা! তুমি এই বেলা শুনে রাখ, মাকে কিন্তু আমি তখন ডেকে ডেকে ঘুমোতে দেব না।

সন্ন্যাসী। ভাই রে! তোমার মা ত ঘুমোবার মা নয়; মা-হারা ছেলের মা যে হয়, তার্ কি আবার ঘুম থাকে? আহা! গঙ্গেশ রে! আমি ভেবে ঠিক্ পাইনে,—তোকে ভাই বলি,—কি দাদা বলি?

গঙ্গেশ। (সহাস্যে করতালী দিয়া) ওমা! শুন্‌ছিস্ মা! সন্ন্যাসীদাদা আমাকে দাদা ব'লে ডাক্‌লে। তুই আবার না আমাকে বল্‌ছিলি ওকে প্রণাম কর্‌তে?

সন্ন্যাসী। তাই ত দাদা! দেখ ত ভাই! কি অন্যায়!!

মহা। না বাবা! তোমার দাদা তোমাকে সোহাগ ক'রে দাদা বল্‌ছেন।

গঙ্গেশ। না—তা না, আমি সত্যিই ওর দাদা। তুই যদি তা না বলিস্ ত তোর্ এই কাপড়ের আঁচল ছিঁড়ে দেব-এখনি।

সন্ন্যাসী। তাই ত দাদা! ভাগ ক'রে তুমি অর্দ্ধেকটা আঁচল ছিঁড়ে আমায় দাও; একাই তুমি সব আঁচল ধরে থাক্‌বে কেন?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ! তাই বুঝি! আমি ছিঁড়ে ফেলে দেবো।

সন্ন্যাসী। হা জগদম্বে! এ রাজ্যেও দায়ভাগ আছে?

মহা। হাঁরে পাগ্‌লা! শোন্! অমন্ ক'রে পাগ্‌লামি করিস্‌নে।

গঙ্গেশ। কি মা!

মহা। বাবা আমার, লক্ষ্মী আমার, তোমাকে একটি কথা ব'লে দেই—এই কথাটি বাবা! সত্য সত্যই মনে ক'রে রেখো। তুমি ত কাকেও ভয় কর না; কিন্তু বাবা! যে দিন তুমি বড় ভয় পাবে,, যে দিন তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে কেউ আর আস্‌বে না বাপ্‌!—আমি যেখানেই কেন না থাকি, তোমার সে মায়ের কথাও যদি মনে না থাকে, তবে যত পার সে সময়ে তুমি আমাকে ডেকো! ভয়ে যদি মুখেও ডাক্‌তে না পার, তবে মনে মনেও আমাকে ডেকো!

গঙ্গেশ। তা তুই শুন্‌তে পাবি?

মহা। তা পাব।

সন্ন্যাসী। মনেও এমন স্থান নাই রে ভাই! তোমার মা যেখানে শুন্‌তে না পান।

গান। (৭)

(ভাই রে!) তোমার মা শুন্‌তে না পান এমন স্থান নাই ত্রিভুবনে।
মা আমাদের বিশ্বশ্রবা রন ভবনে বনে মনে॥

গোপনে আপন মনে, কথা কয় রে কত জনে,
মা ম্যোদের তথায় গিয়েও—
কান পেতে সে কথা শোনে॥

মুখের কথার কথা কি ভাই! মনের কথাও মা-ছাড়া নাই,
যারা বলে মানিনা মাকে
তারাও মানে মনে মনে॥

শ্রবণ-মনন-দর্শন-শক্তি, মা মোদের সেই আদ্যাশক্তি,
মানি বা না মানি শক্তি
না মানাও সে শক্তির গুণে॥

(গীতান্তে মহামায়ার প্রতি) মা! সূর্য্যদেব অস্তে গেলেন, ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল, আর এ সময়ে এখানে থাকা উচিত নয়, গঙ্গেশকে কোলে ক'রে গৃহে যাও মা! চল!—বনের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আমি তোমাদিগকে সঙ্গে ক'রে রেখে আস্‌ছি।

মহামায়া। (সন্ন্যাসীর প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে) বাবা! যা আদেশ করলে তাতে আমার সূর্য্যদেব ত সত্য সত্যই—অস্তে চল্‌লেন, সন্ধ্যা ত নিকট হ'য়ে এল, চার্‌দিকে আঁধারে ঘিরে ধর্‌ল, সম্মুখে সেই কালরাত্রি! বাবা! আজ এ বনের প্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন সঙ্গে ক'রে রেখে যাচ্ছ, মনে রেখো—তোমার এ হতভাগিনী—মায়ের কথা, সে দিনেও বাবা! এ সংসার-বিজন-বন হ'তে আমাকে বিদায় দিতে এম্‌নি করেই সঙ্গে থেকে অভয় দিও!

সন্ন্যাসী। মা! ব'লেছি ত অভয়া মা আস্‌ছেন—তোমার জন্ত; আর কতক্ষণ ভয় মা!

মহামায়া। ততক্ষণই ভয়, যতক্ষণ তাঁকে দেখ্‌তে না পাচ্ছি!

সন্ন্যাসী। আচ্ছা মা! দেখ্‌বার সময় কিন্তু আমি গিয়ে তা দেখ্‌ব! বল, আমি দেখ্‌তে পাব কি না?

মহামায়া। যদি অদৃষ্টে থাকে বাপ্‌! তোমার জন্ত আমি দেখ্‌ব, আর তুমি দেখ্‌তে পাবে কি না, তাই আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ?

সন্ন্যাসী। থাক্‌ মা! থাক্‌, সে কথা এখন কায নাই, সে বিচার সেই দিনেই হবে। এখন রাত্রি হ'য়ে এল, আর বিলম্ব ক'রো না মা!

মহামায়া। রাত্রি ত হয়েই এসেছে বাবা! আর হ'ল কি?

সন্ন্যাসী। ও কি মা! তোমার মুখে আঁধার—আঁধার, রাত্রি—রাত্রি ও একটা কি কথা মা! পূর্ণিমার রাত্রিও কি একটা রাত্রি মা! তোমার ত দিনের তাপ ঘুচে এল, সকল জ্বালা জুড়াতে এখন শান্তি-চন্দ্রিকার উদয় হল, তোমার কিসের রাত্রি মা!

মহামায়া। তুমি যাকে মা ব'লেছ, জেনেছি—তার আর রাত্রি নাই। এস বাবা! তবে সঙ্গে এস!—

সন্ন্যাসী। আমি যাঁকে মা ব'লেছি, তিনি আমার মা, গঙ্গেশের মা, কার্ত্তিকের মা, গণেশের মা; আর অধিক কি বল্‌ব মা! এই মা-ই আমার জগতের মা। আমার মায়ের রাত্রিও নাই, দিনও নাই, সন্ধ্যাও নাই, প্রভাতও নাই; এ অখণ্ড কালের বুকে চরণ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—কেবল ঐ এক আমারই মা একেশ্বরী।

মহামায়া। গঙ্গেশ! তোমার দাদাকে প্রণাম কর!

(গঙ্গেশ ও মহামায়া কর্তৃক সন্ন্যাসীকে প্রণাম) (সন্ন্যাসীর প্রতিপ্রণাম)

গঙ্গেশ। (মায়ের কোলে উঠিয়া) এস! সন্ন্যাসী দাদা! সঙ্গে এস!!

সন্ন্যাসী। ভাই রে! এম্‌নি ক'রেই সে দিন ডাকিস্, আবার যে দিন মায়ের কোলে উঠ্‌বি!!

(গঙ্গেশকে কোলে লইয়া অগ্রে অগ্রে মহামায়ার ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্ন্যাসীর প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তরে পথমধ্যে বৃক্ষমূলে সন্ন্যাসী ও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট গঙ্গেশ।

সন্ন্যাসী। গঙ্গেশ! এখনও তোমার মামার বাড়ী অনেক দূর, ক্রমেই বেলা বেশী হ'য়ে উঠ্‌ছে, চল ভাইটি! আর বিলম্ব করো না, এখনও অনেক দূর যেতে হবে।

গঙ্গেশ। ব'সো না সন্ন্যাসী দাদা! আর একটু ব'সো না। আবার কত দিন পরে তোমায় দেখ্‌তে পাব, ব'সো না! তোমার কাছে ব'সে আরও গোটা কয়েক কথা শুনি।

সন্ন্যাসী। হাঁরে গঙ্গেশ! ক্রমেই বেলা হ'চ্ছে, তোর্ ক্ষুধা পাচ্ছে না?

গঙ্গেশ। সন্ন্যাসী দাদা! তুমি কাছে থাকলে আমার ক্ষুধা পিপাসা কিছুই পায় না।

সন্ন্যাসী। (স্বগত) তাই যদি পাবে তবে আর গঙ্গেশ হবে কেন? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা! তবে আর একটু বসি। বল্ দেখি, কি কথা শুন্‌বি?

গঙ্গেশ। আচ্ছা সন্ন্যাসী দাদা! বল্‌তে পার, মা আমার কোথায় গিয়েছে?

সন্ন্যাসী। ব'লেছি ত ভাই! মা সেই মায়ের কাছে গিয়েছে।

গঙ্গেশ। তুমি যেতে দেখেছ?

সন্ন্যাসী। দেখেছি বৈ কি।

গঙ্গেশ। ছাই দেখেছ!

সন্ন্যাসী। সে কথাও মিথ্যা নয় ভাই! তাও দেখেছি।

গঙ্গেশ। তাও দেখেছ কি? ছাই দেখেছ? ও,—তা বুঝেছি—সেই যে শ্মশানে যে কাঠের মধ্যে মা আমার শুয়েছিল, আমি সেই কাঠে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসেছিলাম; কেমন জ্বলেছিল সন্ন্যাসী দাদা? ঠিক যেন সেই দুপুর বেলা,—না?

সন্ন্যাসী। হাঁ! তা বই কি!

গঙ্গেশ। সেই কাঠ পুড়ে ছাই হ'য়েছিল, তাই তুমি দেখেছিলে? আচ্ছা সন্ন্যাসী দাদা! কাঠ ত পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল, আমার মা গেল কোথা? তোম্‌রা আমাকে সরিয়ে নিয়ে এলে, আমি তার পর ঘুমিয়ে পড়্‌লাম; তার পর মা আমার বুঝি চলে গিয়েছিল? তা থাক্‌বে কি ক'রে?—যে আগুন! আচ্ছা তোম্‌রা সব কেমনতর লোক? জান—মা কাঠের মধ্যে শুয়েছিল তবে অমন ক'রে আমার হাত দিয়ে তার মধ্যে আগুন জ্বেলে দেওয়ালে কেন?

সন্ন্যাসী। দেখেছিলে ত ভাইটি! গঙ্গার জলে মা কতক্ষণ গা-ডুবিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন, মার কত শীত পেয়েছিল! দেখেছিলে ত শীতে

একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তাইতেই ত মার আগুন পোহাবার জন্য আম্‌রা কাঠে আগুন ধ'রে দিয়েছিলাম।

গঙ্গেশ। আচ্ছা, তা ত দিয়েছিলে, আমার মাকে তোম্‌রা অমন্‌ ক'রে সাজিয়ে দিলে কেন?

সন্ন্যাসী। কেমন ক'রে?

গঙ্গেশ। সেই যে সেই লাল-টুক্‌টুকে নূতন চেলীর সাড়ী এনে মায়ের সকল গা ঢেকে দিলে, কত চন্দন রক্তচন্দন মার সারা গায়ে লেপে দিলে, তুমি মার কপালে সিঁদূরের ফোঁটা দিয়ে পায় আল্‌তা পরিয়ে দিলে, কত জবার মালা অপরাজিতার মালা করবীর মালা দিয়ে মাকে সাজিয়ে দিলে। তোম্‌রা প্রণাম কর্‌লে, আমাকেও প্রণাম কর্‌তে বল্লে। আমার কিন্তু দাদা! তখন ভারি সাধ ক'রেছিল—মার বুকে উঠে একটু দুধ খেয়ে আসি। অম্‌নি তোমরা সকলে মিলে "দুর্গা দুর্গা—তারা তারা—কালী কালী" ব'লে যে চেঁচিয়ে উঠ্‌লে, আমি ভাব্‌লাম কি হ'ল? আর সে কথা ভুলে গেলাম্‌, অম্‌নি তোম্‌রা সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে আমার ঘুমন্ত মাকে কোলে ক'রে নিয়ে "জয় মা!" ব'লে কাঠের উপরে শুইয়ে দিলে। অম্‌নি সবাই তাড়াতাড়ি ক'রে আগুন ধরাতে লাগ্‌ল! মার ঘুমিয়ে উঠে খাবার জন্য তুমি সেখানে ভাত রেঁধে এনে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে—মার মুখের কাছে রেখে দে, আমি তাই রেখেদিলাম; আবার বল্লে—মা অন্ধকারে দেখ্‌তে পাবে না, তুই এই আলোটাও ঐখানে রেখে দে, এই ব'লে একটা সল্‌তে এনে আমার হাতে দিলে, আমি মার মুখের কাছে তা রেখে দিলাম—আর অম্‌নি সেই সময়ে মার ঘোম্‌টা খুলে মুখখানি একবার দেখে নিলাম,—মা তখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাস্‌ছিল।

সন্ন্যাসী। হাস্‌ছিলেন ত, তোকে কিছু ব'ল্লেন না?

গঙ্গেশ। হা—দেখ সন্ন্যাসী দাদা! তুমি ভারি বোকা! বল্লাম—মা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাস্‌ছিল,—আর তুমি বল্লে কি না—তোকে

কিছু বল্লেন না? ঘুমিয়ে থাকলে কি, মা আবার কথা বলে?

সন্ন্যাসী। ভাই রে! বেঁচে থাক্ ভাই! যা বলেছিস্ ঐ কথাই ঠিক!— ঘুমিয়ে থাক্‌লে কি আর মা কথা বলেন? কথা বলেন না তা সত্য; কিন্তু ভাই! ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও মায়ের হাসি টুকু যায় না! বেটীর যে কতই ঘুম? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চিরকালটা বেটী ঘুমিয়েই কাটালে!

গঙ্গেশ। সন্ন্যাসী দাদা! ও সব তোমার কি মিথ্যা কথা? আমার মা বুঝি দিন রাত্রিই ঘুমিয়ে থাক্‌ত?

সন্ন্যাসী। না ভাই!—না; তোমার মা এক নিমেষের জন্যও কখন ঘুমান নাই, ঘুমিয়েছেন—আমার মা।

গঙ্গেশ। কেন সন্ন্যাসী দাদা? তুমি না আমার মাকেই তোমার মা বল্‌তে, তবে তোমার আবার কোন্ মা কবে ঘুমিয়েছিল?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ ভাই! তাই ঠিক! ও কথাটা আমার মনে ছিল না।

গঙ্গেশ। সন্ন্যাসী দাদা! তুমি ত ভারি বিশ্রী লোক! মার কথা তোমার মনে থাকে না?

সন্ন্যাসী। যা ব'লেছিস্ রে গঙ্গেশ! ঐ দুঃখেই গেলাম এবার!

গঙ্গেশ। আচ্ছা দাদা! আমার ত মনে আছে, তোমার কেন মনে নাই?

সন্ন্যাসী। ঐ জন্যই ত বল্‌ছিলাম ভাই! তোমার মা কখন ঘুমান নাই, ঘুমিয়েছেন—আমার মা।

গঙ্গেশ। তোমার সব ভারি মজার কথা! মনে থাকে না তোমার,—আর দোষ দাও মার!!

সন্ন্যাসী। মনে যে থাকে না ভাই! ওটাও বোধ হয় মায়েরই দোষ?

গঙ্গেশ! কেন?

সন্ন্যাসী। দোষ যদি না থাক্‌বে, তবে বেটী হাস্‌বে কেন?

গঙ্গেশ। বাঃ! আচ্ছা লোক তুমি; দোষ থাক্‌লেই বুঝি হাসে?

সন্ন্যাসী। দোষ কাকে বলে তা তুই জানিস্?

গঙ্গেশ। হাসি কারে বলে তা তুমি জান ?

সন্ন্যাসী। (সবিস্ময়ে) বাপ্ রে বাপ্! ছেলে ত নয়,—ছেলের ঠাকুর-দাদা !!

গঙ্গেশ। ও—সন্ন্যাসী দাদা! তবেই তুমি—

সন্ন্যাসী। গেলাম!—গেলাম! এটার জ্বালায় যাব কোথায়, তার পথ নাই যে?

গঙ্গেশ। পথ নাই ত যাচ্ছ কি ক'রে ?

সন্ন্যাসী। মাগো! মা! এ কি বিপদ?

গঙ্গেশ। ডাক! তোমার গোষ্ঠী শুদ্ধ যে যেখানে আছে, সব গুলোকে ডাক !!—একবার বাপ্‌রে বাপ্!—আবার মাগো মা!—আবার ছেলে আর তার ঠাকুর দাদা !! কেউ যেন আর বাঁকী না থাকে।

সন্ন্যাসী। গঙ্গেশ! তুই বড়ই বকা!

গঙ্গেশ। দাদা! তুমিও বড়ই বোকা!

সন্ন্যাসী। (স্বগত) বোকা নইলে আর এমন বকার দাদা হয়?

গঙ্গেশ। সন্ন্যাসী দাদা! ঐ ছোট ক'রে তুমি কি বল্লে ?

সন্ন্যাসী। না—তা তোর্ শুনে কায নাই।

গঙ্গেশ। আচ্ছা, আমিও মনে মনে গাল্ দেব-এখন।

সন্ন্যাসী। সে কথা থাক্, তুই কি ব'ল্‌ছিলি ?

গঙ্গেশ। এর্ মধ্যে ভুলে গিয়েছ? বল্‌ছিলাম—আমাদের মায়ের কথা, তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম—তোম্‌রা আমার মাকে অমন ক'রে সাজিয়ে দিলে কেন?

সন্ন্যাসী। হাঁ ভাই! ঠিক! সেই কথা। মা সেজেগুজে রথে উঠে সেই মার কাছে চলে গেলেন।

গঙ্গেশ। ছি! আমাকে তা তোম্‌রা ডেকে দেখালেই না,—আমি একটুকু দুধ খেয়ে নিতাম।

সন্ন্যাসী। থাক্ না ভাই! আর কয়েকটা দিন থাক্ না!—তোকে আবার কোলে ক'রে দুধ খাওয়াবার জন্য মা এই এলেন ব'লে।

গান। (৮)

আর্ কেন কাঁদিস্ রে গঙ্গেশ! গঙ্গাধরমন্মোহিনী—
গঙ্গেশ রে! তোয়্ ধর্‌তে কোলে আস্‌ছেন ধরাধর-নন্দিনী ॥

তুই রে তাঁর মা-হারা ছেলে, (এই) ব্রহ্মাণ্ড যাঁর কোলের ছেলে,
গঙ্গেশ রে!—
ও যাঁর,—বিশ্বসন্তান কোলে দোলে,
সেই জননী তোর্ জননী ॥

ওরে, অন্তরে বাহিরে সে মা, কোথাও বামা কোথাও শ্যামা,
যার যেমন সাধনার সীমা, সে তেমনি দেখে সে মা;
গঙ্গেশ রে!—
মায়ের রূপের নাই উপমা
মা কেবল রে মা-রূপিণী ॥

গঙ্গেশ রে তোয়্ কোলে ক'র্‌তে, (সেই) কৈবল্যের ধন আস্‌ছেন মর্ত্ত্যে,
যে দিন মায়ের লীলানৃত্যে, আস্‌বেন মাকে দর্শন কর্‌তে,—
দেবদল রে——
সে দিন—এ ধরাতল নার্‌বে ধর্‌তে, সে আনন্দের জয়ধ্বনি ॥

সে দিন, পুত্রস্নেহে মায়ের আমার, পয়োধরে ধ'র্‌বে না ধার,
তুই মুখে ধরিবি সে ধার,— ব্রহ্মা বিষ্ণু ভিখারী যার,
গঙ্গেশ রে!——
কি কব তোর্ সৌভাগ্য আর!
হবি, মৃত্যুঞ্জয়ের ধনে ধনী ॥

গঙ্গেশ। আচ্ছা, সন্ন্যাসীদাদা! মা যে আমাকে সেই ব'লেছিল—যে দিন তুই বড় ভয় পাবি, সেই দিন আমাকে ডাক্‌লে আমি তখনই তোর্ কাছে আস্‌ব। সে ত আজ কত দিন হ'য়ে গেল, আমি কত দিন ডেকেও ছিলাম, কৈ? মা ত আমার এক দিনও এল না?

সন্ন্যাসী। ভয় পেয়ে ডেকেছিলে কি?

গঙ্গেশ। ভয় হয়ই না, তার পাব কি?

সন্ন্যাসী। ভয় পেয়ে না ডাক্‌লে ত মা আস্‌বেন বলেন নাই?

গঙ্গেশ। সন্ন্যাসী দাদা! ব'ল্‌তে পার ভয় পাব কবে?

সন্ন্যাসী। যে দিন একেবারে অভয় হবে।

গঙ্গেশ। অভয় কার্ নাম দাদা?

সন্ন্যাসী। ও রে! ভয় যার্ না থাকে, তারই নাম অভয়।

গঙ্গেশ। তা ত আমি এম্‌নিই আছি, তা আর হব কি?

সন্ন্যাসী। (স্বগত) তা বটে! তোমাকে ও-কথা বলাই আমার ভুল হ'য়েছে।

গঙ্গেশ। আবার ছোট ক'রে কি ব'ল্লে?

সন্ন্যাসী। চল্ ভাই! চল্! বেলা হ'ল, ও সব কথায় আর এখন কায নাই।

গঙ্গেশ। বাঃ! তুমি বুঝি আমার সে কথাটি বল্‌বে না?

সন্ন্যাসী। কোন্ কথাটি?

গঙ্গেশ। সেই—যে দিন ভয় পাব, সেই দিনের সেই কথাটি! কবে ভয় পাব যদি সেই কথাই না বল্‌বে তবে তোমার সঙ্গে যাব কেন?

সন্ন্যাসী। কবে হবে, তা ত বল্‌তে পারি না ভাই! তবে খুব শীঘ্র হবে এ কথা ব'ল্‌ছি। আর এ কথাও বল্‌ছি—ভয় হ'লেও, তাতে তোমার ভয় হবে না।

গঙ্গেশ। বাঃ—মজা! তবে ত আমার ভারি ভয়?

সন্ন্যাসী। তোমার ভয় চিরকালই ঐ রকমের।

গঙ্গেশ। না, সত্যি সন্ন্যাসী দাদা! ব'ল্‌তে কি, তোমাকে দেখে আমার ভারি ভয় হয়।

সন্ন্যাসী। (স্বগত) তাই না এখনও প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছি? এর্ পরে যদি ভয় না থাকৃত, তা হলে এত দিন তুমি যে আমায় কি করতে তা ত আমি ভেবেই পাইনে।

গঙ্গেশ। (তর্জ্জনী তুলিয়া) দেখ দাদা! এইবার নিয়ে তুমি তিনবার ছোট ক'রে কথা ব'ল্লে!

সন্ন্যাসী। হাঁ! ব'ল্লেম!

গঙ্গেশ। আমিও তোমাকে এম্‌নি ক'রে এগারবার ছোট ছোট ক'রে কথা বল্‌ব,

সন্ন্যাসী। তা বলিস্-এখনি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোকে যে তোর্ মামা-বাড়ীতে রাখ্‌তে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে মামা মামীর কাছে থাকৃতে পার্‌বি ত?

গঙ্গেশ। সন্ন্যাসী দাদা! আমার যে আর কেউ নাই!

সন্ন্যাসী। বাড়ীতে যেমন ক'র্‌তিস্, সেখানে গিয়েও তাদের কাছে তেম্‌নি দুষ্টুমি ক'র্‌বি ত?

গঙ্গেশ। কেন? বাড়ীতে কি দুষ্টুমি কর্‌তাম্?

সন্ন্যাসী। (স্বগত) তবেই হ'য়েছে!

গঙ্গেশ। এইবার তোমার চারবার হ'ল।

সন্ন্যাসী। তা ত হ'ল, তার পরে বল দেখি ভাইটি! সেখানে গিয়ে কর্‌'বে কি?

গঙ্গেশ। কি ক'র্‌ব, সন্ন্যাসী দাদা?

সন্ন্যাসী। কি আর ক'র্‌বে?—মামা মামীর কাছে থাকৃবে, আর মামা ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, তাঁর টোলের ছাত্রদের সঙ্গে থেকে তাঁর কাছে ব'সে লেখা পড়া ক'র্‌বে!

গঙ্গেশ। ও—দাদা! ঐটি আমার দিয়ে হবে না ভাই! মাটি কোপাতে বল তা পারি, কিন্তু লেখা পড়াটি ক'র্‌তে পার্‌ব না।

সন্ন্যাসী। হাঁরে গঙ্গেশ! ব্রাহ্মণের ছেলে যে?—লেখাপড়া শিখ্‌তেই হয়।

গঙ্গেশ। সন্ন্যাসী দাদা! যার বাপ থাকে সে ব্রাহ্মণের ছেলে হয়, আমি যে দাদা! মায়ের ছেলে!

সন্ন্যাসী। হাঁরে গঙ্গেশ! মায়ের ছেলে হ'লে কি তার আর বিদ্যা শিখ্‌তে হয় না?

গঙ্গেশ। বিদ্যা কার্ নাম দাদা? আমি ত মার কাছে শুনেছি—আমার সে মার নাম মহাবিদ্যা। হাঁ দাদা! তাই—না?

সন্ন্যাসী। (স্বগত) তোমার পক্ষে তাই বই আর কি?

গঙ্গেশ। এইবার তোমার পাঁচ বার হ'ল!

সন্ন্যাসী। তা হ'ক; ভাইটি! দাদাটি! লক্ষ্মীটি আমার! সেখানে গিয়ে লেখা পড়া ক'রো!

গঙ্গেশ। আচ্ছা সন্ন্যাসীদাদা! লেখা পড়া না ক'র্‌লে কি হয়, তা কিছু ব'ল্‌তে পার?

সন্ন্যাসী। কি আবার হবে?—মূর্খ হয়!

গঙ্গেশ। মূর্খ হ'লে কি হয় দাদা?

সন্ন্যাসী। আ মরি! মরি! মূর্খ হ'লে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ? মূর্খ হ'লে মা তাকে কোলে ক'রে, আদর ক'রে, সোহাগ ক'রে নাচান!

গঙ্গেশ। তবে দাদা! আমি তাই হব।

গান। (৯)

দাদা! আমি মূর্খ হব, লেখাপড়া শিখ্‌ব না আর।
মহাবিদ্যা যার্ জননী, সে কি ধারে এ বিদ্যার ধার॥

মূর্খ ছেলে হ'লে পরে, মা তায় কত সোহাগ করে,
পণ্ডিতগুলো ধাঁধাঁয় ঘোরে,
ব'য়ে মরে অবিদ্যার ভার॥

মূর্খ ছেলে কোলে ক'রে, (দেন) মোক্ষদা মোক্ষফল করে,
ও তার, ঘুচেছে অবিদ্যার আঁধার,—
মহাবিদ্যা জেগেছেন যার ॥

শিবচন্দ্র বলে গঙ্গেশ! বিদ্যার ফল ভাই! উপাধি শেষ,
তার্ ঘুচেছে উপাধি-ব্যাধি,
ওরে, নিরুপাধি ব্রহ্ম মা যার ॥

সন্ন্যাসী। (স্বগত) হাঁ! তা বিলক্ষণ বুঝেছি; নিজেও মূর্খ হবে, আর দেশশুদ্ধ পণ্ডিত-গুলোকেও মূর্খ কর্‌বে! তা নইলে কি আর মহাবিদ্যা তোমার বিদ্যার ধার শুধ্‌তে আস্‌ছেন? (প্রকাশ্যে) তা না ধার্‌লে বিদ্যার ধার, চল্‌!—এখনও অনেক দূর যেতে হবে; আর ব'সে কায নাই।

গঙ্গেশ। আচ্ছা দাদা! চল! এইবার যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ভবদেব সিদ্ধান্তের বাটী—চণ্ডীমণ্ডপ।

(জলপূর্ণ কুম্ভকক্ষে অপর্ণার প্রবেশ ও পূজার বেদীর সম্মুখে কুম্ভস্থাপন।)

অপর্ণা। (নেপথ্যাভিমুখে) হাঁ লা—মুক্তকেশি!—ও বরদা! ছুঁড়ী-ছুটো তোরা কোথায় গেলি? এ দিকে বেলা হ'য়ে উঠ্‌ল, কর্ত্তা গঙ্গাস্নান ক'রে এলেন ব'লে। কাল্‌ রাত্রেই তোদের

সকলকে একে একে ব'লে দিয়েছেন—কাল্ সূর্য্য উঠ্‌তে না উঠ্‌তে পূজার সমস্ত উদ্যোগ করে দিবি, এক প্রহরের মধ্যে গঙ্গেশের বিদ্যারম্ভ করাতে হবে। তার ত বেলা প্রায় চার দণ্ড হ'য়ে উঠ্‌ল, এখনও তোদের কারও কোন খোজ খবর নাই! এর পর কথন্ এসে সব কি কর্‌বি?—আমি ত তার কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। একা আমি কদিক্ ঠেকাব? আমি এ দিকে এলে ওদিক আবার ঠাকুরের ভোগ রান্‌তে বেলা হ'য়ে যাবে, তোরা ত তা কিছু বুঝেও বুঝ্‌বিনে? আমি আর এমন ক'রে দিন রাত্রি পারিনে!

(নেপথ্যে)—ও মা!—আমি যে গঙ্গেশকে স্নান করাব ব'লে তেল হলুদ মাখাচ্ছি!

অপর্ণা। তা ত জানি মুক্তকেশি! তুই কেবল ঐ সকল কাযেই সাজিস্ ভাল! কোন কাযের ত আগাগোড়া একটা হিসাব নাই? পূজার্চ্চা হ'য়ে গেলে তার পর ত গঙ্গেশের আস্‌বার দরকার? তুই সে সব ফেলে রেখে আগেই গিয়েছিস্—গঙ্গেশকে তেল হলুদ মাখাতে, ছুড়ীটার যে দশা তার্ আর কি বল্‌ব!

(নেপথ্যে)—ওগো মা! না গো!—না, তুমি শুন্‌তে পাও নাই, কাল্ বাবা ব'লেছেন—গঙ্গেশকে স্নান ক'রে সেজেগুজে পূজার আগেই গিয়ে বস্‌তে হবে।

অপর্ণা। আচ্ছা বেশ্! তুই এখন ব'সে ব'সে তাই সাজাতে থাক্, এ দিকে পূজা হ'ক্ আর না হ'ক্! বলি—ও বরদা! তুই গেলি কোথা?

(নেপথ্যে)—মা! আমি পূজার ফুল বেলের পাতা তুলতে গিয়েছিলাম। বাবা কাল্ ব'লেছিলেন—আজ বেশী ফুল লাগ্‌বে, তাই মা! এ বাড়ী সে বাড়ী ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে বেলা হ'য়ে গেল। (ফুলের সাজি হাতে করিয়া বরদার প্রবেশ)—

বরদা। যাও মা! তুমি ভোগ রান্‌তে যাও!—ব্যস্ত হ'য়ো না; আমি আছি, মুক্তকেশী আছে, আম্‌রা দুই বোনে এখনই পূজার সব উদ্যোগ করে দিচ্ছি।

অপর্ণা। আহা! অমন গুণের বোন্‌টি ত আর পাবে না? মুক্তকেশী এসে তোমার পূজার সাজ ক'রে দিচ্ছে! ঐ দেখ গিয়ে সে ব'সে ব'সে গঙ্গেশকে তেল হলুদ মাখাচ্ছে, স্নান করাচ্ছে, কাপড় পরাচ্ছে, সাজাচ্ছে, গুজোচ্ছে; তার যে কায সে তাই নিয়েই আছে। অমন নচ্ছার মেয়ে কখন দুটো দেখি নাই!

বরদা। ছি মা! মুক্তকেশীকে অমন্‌ করে বোকৃছ কেন? গঙ্গেশকে সাজান গুজোন সেটাও ত একটা কায?

অপর্ণা। হ্যাঁ! কায বই কি? তবে তুইও যা,—দুই বোনেই ব'সে ব'সে সাজিয়ে গুজিয়ে আজ্‌ বিদ্যারম্ভ করাস্‌ এখনি! যা তোদের ইচ্ছা তাই তোরা কর্‌গিয়ে, আমি এই চল্লেম ভোগের ঘরে।

বরদা। যাও বাপু! যাও, তুমি অমন্‌ করে সকল কাযেই তাড়িও না! ঠাণ্ডা হ'য়ে আপন কায আপনি কর গিয়ে।

অপর্ণা। তা কাযেই।— (সবেগে প্রস্থান)

বরদা। (নেপথ্যাভিমুখে) হ্যাঁ লা! মুক্তকেশি! তোর্‌ ওদিক্‌ কত দূর্‌ লা? গঙ্গেশকে স্নান করিয়েছিস্‌?

(নেপথ্যে)—স্নান করিয়েছি দিদি!—এই—চেলীর জোড়্‌টা পড়িয়ে নিয়ে আস্‌ছি; তুমি ততক্ষণ জিনিসগুলো গুছিয়ে নাও, আমি এই এলাম ব'লে!

বরদা। (স্বগত) তবে যাই, পূজার সাজটাই আগে সেরে নিয়ে আসি। (প্রকাশ্যে) মুক্তকেশি! আমি পূজার সাজ করতে গেলাম, তুই ততক্ষণ গঙ্গেশকে নিয়ে মণ্ডপে আয়!!

(নেপথ্যে)—আস্‌ছি দিদি!—

(ফুলের সাজি লইয়া এক দিক দিয়া বরদার প্রস্থান, অন্যদিক দিয়া গঙ্গেশকে সঙ্গে করিয়া মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। (বেদীর সম্মুখে একখানি ও তাহারই বামপার্শ্বে আর এক-খানি আসন পাতিয়া গঙ্গেশের প্রতি আসন দেখাইয়া)

ভাইটি! তুমি এই খানে স্থির হ'য়ে ব'সে থাক, আম্‌রা সব পূজার জিনিস পত্র নিয়ে আসি।

গঙ্গেশ। (উপবেশন করিয়া) ছোটদিদি! ব'সে ব'সে কি কর্‌ব?

মুক্তকেশী। কর্‌বে আবার কি? তোমাকে যে স্থির হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে বল্‌ছি!

গঙ্গেশ। স্থির হ'য়ে ব'সে আর বুঝি কিছু করা যায় না?

মুক্তকেশী। কি জানি ভাই! তোকে কথায় পারা ভার, তোর্ যা ইচ্ছা তুই তাই কর্!

গঙ্গেশ। আচ্ছা! তাই করি, তুমি যাও।

(মুক্তকেশীর প্রস্থান, গঙ্গেশের বসিয়া বসিয়া আপন মনে গান)

গান। (১০)

যাদের হয় বিদ্যার অন্ত, তারাই করে বিদ্যারম্ভ;
আমার বিদ্যা মহাবিদ্যা, নাই রে তার অন্ত আরম্ভ॥

হাতে খড়ী দিয়ে শিলায়, মামা! কি লেখাবে আমায়?
এ ত, লিখ্‌তে লিখ্‌তেই মুছে যায় হায়!
জলে যেমন জলবিম্ব॥

হৃদয়-পাষাণে আমার, (যা) আছে লেখা কি বল্‌ব তার,
এ জীবনে মুছ্‌বে না আর
সেই যে জীবের অবলম্ব॥

এ সংসার-পাঠশালা হ'তে, যাব যে দিন পরীক্ষা দিতে,
এখন ভাব্‌ছি ব'সে দিনে রেতে;
সে দিনের কদিন বিলম্ব॥

(ফুলের সাজ, নৈবেদ্য, ধূপ-ধুনো, পঞ্চ-প্রদীপ ইত্যাদি লইয়া
মুক্তকেশী ও বরদার প্রবেশ এবং যথাস্থানে
সমস্ত দ্রব্য স্থাপন)

বরদা। মা! একবার এসে দেখে যাও, সব ঠিক হ'ল কি না?

(নেপথ্যে)—এই এলাম মা!—এলাম!—

মুক্তকেশী। (গান শুনিয়া গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) হাঁরে গঙ্গেশ! ও কি ভাইটি! গান গাচ্ছিস্ ত অমন্ ক'রে কান্‌ছিস্ কেন? (সবিস্ময়ে বরদার মুখের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ দিদি! দেখেছ? গঙ্গেশ গান গাচ্ছে, আর ওর্ দুই চোক্ দিয়ে জল পড়্‌ছে!

বরদা। (গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) তাই ত! হ্যাঁ গঙ্গেশ! কান্‌ছ কেন ভাইটি!

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। কৈ? তোরা কি কর্‌লি? দেখি—

বরদা। এই দেখ মা! সব ত এক রকম গুছিয়ে দিয়েছি, এখন বাবা এসে কি বল্‌বেন, তা ত জানি না!

অপর্ণা। সব ত দিয়েছিস্, আসন অঙ্গুরী মধুপর্কের বাটী ত আনিস্ নাই? হাতে খড়ী দিবার শিল ইঁদুরের মাটী খড়ীমাটী এ সব এনেছিস্?

বরদা। (সচকিতে) না মা! তা ত আনি নাই!

অপর্ণা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মেয়ে তোরা এত বড় হ'লি, কোন্ জন্মে যে কি শিখ্‌বি তা ত আমি জানি না! মুক্তকেশি! তুই চালনের প্রদীপ কয়েকটা জেলে দিয়ে রাখ্ না? তোর্ ত ঐ সবই কায!

মুক্তকেশী। তুমি ত আমার ঐ সব কাযই দেখ! তা দেব-এখনি। এ দিকে একবার দেখেছ মা! গঙ্গেশ কি ক'রে ব'সে ব'সে কান্‌ছে?

অপর্ণা। গঙ্গেশ ত ঐ আপন মনে ব'সে ব'সে গান গাচ্ছে, কান্‌ছে কৈ?

মুক্তকেশী। ঐ দেখ মা! ওর্ মুখের দিকে চেয়ে দেখ।

অপর্ণা। (গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) তাই ত, সত্যিই ত? দুই চোকের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে! বাছা আমার কান্‌ছে কেন? (গঙ্গেশের কাছে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া) আহা ষাট্! বাছা আমার কান্‌ছ কেন? (বরদা ও মুক্ত-কেশীর মুখের দিকে চাহিয়া) আহা! কাঁদ্‌বে না? ওর্ আজ যা দুঃখ, তা ওই জানে। মুক্তকেশী এতক্ষণ ব'সে ব'সে সাজিয়েছে গুজিয়েছে, আর ওর্ কেবল সাজ সজ্জা দেখে শুনে মায়ের কথাই মনে পড়্‌ছে। আহা! আজ যদি ঠাকুরঝিই বেঁচে থাক্‌ত, তবে আজ তার কতই আনন্দের দিন। ঠাকুর-জামাইয়ের যাওয়ার পর হ'তে সকল হারিয়ে এক গঙ্গেশকে কোলে ক'রেই সে, সে সকল দুঃখ ভুলেছিল। আজ সেই গঙ্গেশের বিদ্যারম্ভ, হা ঠাকুরঝি! এ সময়ে তুমি কোথায়! (অঞ্চলে অশ্রুমোচন)

মুক্তকেশী। ভালা লোককে মধ্যস্থ ডেকে এনেছি! একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ;—একেই·ত গঙ্গেশ তার পর আবার তুমি! তুমি খুব ক'রে ঐ সব কথা মনে ক'রে দাও, আর দুজনে একসঙ্গে ব'সে ব'সে কাঁদ, তবেই বিদ্যারম্ভটা খুব হবে-এখনি! বাবা এসে যদি এ সব দেখেন, তবেই ব'কে ভূত ছাড়াবেন-এখনি।

(নেপথ্যে)—ও ভূত কি আর ছাড়্‌বার ভূত মা? বাবা ও অনেক দিন দেখ্‌ছেন!

(কোশা, তিলদানী, ভিজে কাপড় ও তামার ঘটীতে জল লইয়া ভবদেব সিদ্ধান্তের প্রবেশ ও আসন পার্শ্বে কোশাকুশী ইত্যাদি স্থাপন)

অপর্ণা। (সসম্ভ্রমে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া গদ গদ স্বরে অঞ্চলে অশ্রুমোচন)

ভবদেব। (অপর্ণার দিকে চাহিয়া) এই নাও, তোমাদের বিদ্যারম্ভ ত আগেই হ'য়েছে! আমার ও সব জানাই আছে। তুমি ভোগের ঘরে থাক্‌বে, মণ্ডপে এসে কান্‌তে ব'সেছ কেন?

(অপর্ণার প্রস্থান।)

মুক্তকেশী। না বাবা! মায়ের দোষ নাই, গঙ্গেশ আপনা হ'তেই ব'সে ব'সে কান্‌ছিল।

ভবদেব। থাম্! থাম্! বকা ছুঁড়ীটে! যত হাসি যত কান্না, সব তার্ মধ্যেই তুই আগে আগে। পূজার সব জোগাড় হ'য়েছে?

[মুক্তকেশীর দ্রুতপদে প্রস্থান]

ভবদেব। এই নাও, হতভাগাটা যেমন শুনেছে কাযের কথা, অম্‌নি সোজা দৌড়।

বরদা। না বাবা! ও যেন কি কায ক'র্‌তেই গেল।

ভবদেব। গেল ওর্ মাথা কর্‌তে, তাড়া খাবার ভয়ে পালিয়ে বাঁচ্‌ল। তা যাক্, এ দিকের সব হ'য়েছে মা?

বরদা। হাঁ বাবা! পূজার সব ত আম্‌রা এক রকম গুছিয়ে দিয়েছি, এখন আপনি দেখে নেন!

ভবদেব। বিদ্যারম্ভের শিল, মাটী, খড়ী সে সব এসেছে?

বরদা। না বাবা! এই আমি আন্‌তে যাচ্ছি। [প্রস্থান]

ভবদেব। (আসনে বসিয়া গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) হাঁ গঙ্গেশ! তুই না কি কান্‌ছিলি?

গঙ্গেশ। না মামা! কাঁদ্‌ব কেন? দিদীরে কি যেন বল্‌ছিল, আর মামী-মা কি যেন বল্‌ছিলেন!

ভবদেব। কি বল্‌ছিল?

গঙ্গেশ। কি জানি মামা! আমি তা শুনি নাই।

ভবদেব। তোর্ কাছেই কথা বল্‌ছিল, তুই শুনিস্ নাই?

গঙ্গেশ। না মামা! আমার যেন কেমন একটুকু ঘুম পাচ্ছিল।

(ইঁদুরের মাটী ও খড়ীমাটী লইয়া মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। হ্যাঁ! ঘুম পাচ্ছিল বই কি? না বাবা! ও গান গাচ্ছিল আর

ভবদেব। দূর হ হাবিটে! গান গাচ্ছিল আর কান্‌ছিল? গান আর কান্না দুইই এক সঙ্গে হচ্ছিল, তুই দেখ্‌ছিলি?

(শিলা লইয়া বরদার প্রবেশ)

ভবদেব। (বরদার প্রতি) গঙ্গেশের সম্মুখে রেখে দে!

(বরদা কর্ত্তৃক শিলা স্থাপন)

ভবদেব। তোরা দুজনে এখানে থাক্! (বরদা ও মুক্তকেশীর ভবদেবের দুই পার্শ্বে উপবেশন, ভবদেবের পূজারম্ভ। ঘটস্থাপন, ধ্যান, আরাত্রিক ইত্যাদি সমাপন করিয়া গঙ্গেশের হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া) দাও বাবা! উঠে দাঁড়িয়ে মাকে দাও!

(তিনবার এইরূপ পুষ্পাঞ্জলি দান)

ভবদেব। বরদা! এদের ডাক্ ত মা!

বরদা। (নেপথ্যাভিমুখে অপেক্ষিত উচ্চৈঃস্বরে) ও মা!—গঙ্গেশের বিদ্যারম্ভ হবে, তুমি এখন এস!

গঙ্গেশ। (অর্দ্ধস্ফুটস্বরে রুদ্ধশ্বাসে বুক ফুলাইতে ফুলাইতে দুই চোকে হাত দিয়া কান্না)।

ভবদেব। ও কি গঙ্গেশ! কান্‌ছ কেন বাপ্?

গঙ্গেশ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বড়দিদী যে ঐ কি ব'ল্লে?

বরদা। হাঁরে গঙ্গেশ! সে কি? আমি কি ব'ল্লাম? বাবা, মাকে ডাক্‌তে বল্লেন, আমি ত তাই কেবল ব'লেছি—ওমা! গঙ্গেশের বিদ্যারম্ভ হবে, তুমি এখন এস!—তা তুমি কাঁদ্‌লে কেন ভাইটি?

ভবদেব। গঙ্গেশ! মার জন্য অমন্ ক'রে সর্ব্বদা কেঁদনা বাবা!

গঙ্গেশ। কি ক'র্‌ব মামা! মা আস্‌ছে শুন্‌লেই আমার কান্না পায়।

(অপর্ণার প্রবেশ)

ভবদেব। (গঙ্গেশের প্রতি) ঐ যাও! তোমার মামীর কোলে যাও! আর কেঁদ না।

অপর্ণা। (গঙ্গেশকে কোলে করিয়া ভবদেবের বামপার্শ্বে উপবেশন ও অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া রোদন)

ভবদেব। (বরদা ও মুক্তকেশীর মুখের দিকে চাহিয়া) হায়! হায়! এ কি বিপদেই পড়্‌লাম আজ? তোরা দুটোও কাঁদ্‌ছিস্? আগে জান্‌লে তোদের কাকেও এখানে ডাক্‌তাম না। (অপর্ণার দিকে চাহিয়া) ছাই! তুমিই অমন্ ক'রে কাঁদ কেন? তোমার পুত্র সন্তান নাই, তোমার জীবনে ত এ ঘটনা এই নূতন, অদৃষ্টক্রমে গঙ্গেশ আজ মা-হারা; তোম্‌রা দুজনে দুজনকে পেয়ে ত আপন আপন দুঃখ ভুল্‌লেও পার? মনে কর না কেন,—তোমার আজ সেই আনন্দের দিন, তাতে কাঁদ্‌বার কথা কি আছে?

অপর্ণা। (অবগুণ্ঠন ঈষৎ তুলিয়া) সেই আনন্দের দিন ভেবেই ত আজ না কেঁদে থাক্‌তে পার্‌ছি না। যার আনন্দে আমার আজ এই আনন্দ, সে যদি আজ বেঁচে থাক্‌ত, বল দেখি—তার্ কি আনন্দ হ'ত?

ভবদেব। আ মরি! মরি! কি অভাবের কি পূরণই ক'র্‌লে? ছাই! এ আনন্দ সে আনন্দ ভুলে একবার "জয় আনন্দময়ী"ই বল না কেন?

গঙ্গেশ। (চোক মুছিয়া) হ্যাঁ মামা! ঠিক্ কথা! আমি মার মুখে শুনেছি—এ নাম আমার সেই মার নাম।

ভবদেব। কোন্ মা রে?

গঙ্গেশ। কেন? যে মার কাছে আমার সে মা গিয়েছে!

ভবদেব। যে মা—সে মা কি বাপ্? তোমার ত একই মা ছিল, তার্ ত নাম মহামায়া।

গঙ্গেশ। হ্যাঁ মামা! ঠিক্ কথা! আমার ত একই মা, তারই নাম মহামায়া।

ভবদেব। তবে——?

গঙ্গেশ। না মামা! মহামায়া ত আমার দুদুমার নাম, আর আমার সেই মার নাম আনন্দময়ী।

ভবদেব। হাঁরে! সেই মা—কোন্ মা?

গঙ্গেশ। বুঝ্‌লে না মামা?—যে মার কাছে আমার এই মা গিয়েছে!

ভবদেব। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হা জগদম্বে! এমন ছেলেরও বিদ্যারম্ভ করাতে ব'সেছি! গঙ্গেশ! কি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব বাপ্! তোর্ বিদ্যারম্ভ আর কি করাব? বুঝি বা তোর্ এ বিদ্যা মহা মহা বিদ্যা হ'লেও জন্মজন্মান্তরের সিদ্ধবিদ্যা!! আমার এই একমাত্র আশীর্ব্বাদ বাপ্!—তোমার সেই বিদ্যাই সিদ্ধা হউন! (করতলে অশ্রুমোচন করিয়া) মহামায়া! তোর্‌ও এ তপোবল অল্প নয়! আর আমার ভগিনীর এ সৌভাগ্য, আমারও অল্পসৌভাগ্যের কথা নয়। তুই মার কাছে গিয়েছিস্, মার কাছেই আছিস্, গঙ্গেশের এ সকল কথা সেই খান থেকেই শুন্‌ছিস্; তোর্ গঙ্গেশকে যা আশীর্ব্বাদ কর্‌বার থাকে, মহামায়া! তুইই আজ তা কর্! (গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) গঙ্গেশ! সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, আর বিলম্ব ক'রো না বাপ্! গণেশকে নারায়ণকে মহাদেবকে সূর্য্যকে প্রণাম ক'রে মা-সরস্বতীকে প্রণাম কর!

গঙ্গেশ। মামা! মা-সরস্বতী আবার কোন্ মা?—কৈ? আমার মা ত সরস্বতীমার কথা কোন দিন বলে নাই? মা ব'লেছে—সেই মাই এক মা, তুমি যে আবার ব'ল্‌ছ—সরস্বতী-মা।

ভবদেব। বাপ্‌রে! আমার বেঁচে থাক্। গঙ্গেশ! তোমার সেই মারই আর এক নাম সরস্বতী-মা।

গঙ্গেশ। ওর্ কত নাম আছে মামা?

ভবদেব। তা কি বলা যায় বাবা? কত যে নাম তার সীমা সংখ্যা নাই!

গঙ্গেশ। এ সব নামেই—মা?

ভবদেব। সব নামেই মা—কেমন?

গঙ্গেশ। বুঝ্‌লে না মামা? যেমন কালী-মা, তারা-মা, দুর্গা-মা।

ভবদেব। হাঁ! এখন বুঝেছি; সব নামেই মা।

গঙ্গেশ। খুড়ীমা, জ্যেঠীমা, মাসীমা, মামীমা?

ভবদেব। হাঁ—তাও সেই মা!

গঙ্গেশ। এ সব আমার সেই মার নাম?

ভবদেব। হাঁ! সেই মার নাম।

গঙ্গেশ। হাঁ মামা! এদের নিজের কোন নাম নাই?

ভবদেব। (স্বগত) হায়রে! হায়! এ কি সঙ্কটেই পড়্লাম! কি ক'রেই বা বুঝাই! (প্রকাশ্যে) ওদের নিজেদের যে সব নাম আছে, তা ত তুই জানিস্ই।

গঙ্গেশ। হাঁ জানি বই কি। বড়দিদীর নাম বরদা, ছোট্দিদীর নাম মুক্ত-কেশী, মামী-মার নাম অপর্ণা, আমার মায়ের নাম ছিল—মহামায়া। হাঁ—মামা!—তোমার মায়ের নাম কি মামা! (বরদা, মুক্তকেশী ও অপর্ণার উৎকট হাস্য)।

ভবদেব। (সহাস্যে) আঃ—গেল যা! আমার মায়ের নাম শুদ্ধ টান্? আমার মায়ের নাম কি ছিল, তা তোর্ শুনে কায কি?

গঙ্গেশ। বলই না,—শুনি।

ভবদেব। আরে গেল যা? আমার তা মনে নাই।

গঙ্গেশ। বাঃ—মামা! তুমি ত তোমার মার আচ্ছা ছেলে? তুমি না এত বড় পণ্ডিত? তোমার এত শাস্ত্রের কথা মনে থাকে, মার নাম মনে থাকে না?

ভবদেব। সত্য কথা ব'ল্ছিস্ রে গঙ্গেশ! অত শাস্ত্রের কথা মনে আছে ব'লে মায়ের নাম একেবারে ভুলেছি।

গঙ্গেশ। একটুও মনে হয় না?

ভবদেব। কখনও কখনও একটু একটু মনে হয়, তাও আবার বাবা! ভুলে যাই।

গঙ্গেশ। ঐ সব শাস্ত্র ভাব্তে ভাব্তে বুঝি ভুলে যাও?

ভবদেব। হ্যাঁ বাবা! তাই—ভুলে যাই।

গঙ্গেশ। আচ্ছা, যেটুকু মনে হয়, সেই টুকুই বল দেখি?

ভবদেব। আমার মায়ের নাম—জগদম্বা।

গঙ্গেশ। ও—তাইতেই তুমি পূজা করতে ব'স্লে অমন ক'রে বারে বারে জগদম্বা—জগদম্বা—ক'রে কাঁদ?

ভবদেব। তাইতে ই!

গঙ্গেশ। তবে যে আবার তুমি আমাকে বল—মার জন্যে কাঁদিস্ কেন? তুমিও

ত তোমার মার জন্য কাঁদ! তুমি অত বড় বুড়ো ছেলে হ'য়ে কাঁদ, আমি ত ছোট্ট-ছেলে।

ভবদেব। না!—আর পারি না!

গঙ্গেশ। না পার্‌লে; আর পেরে কায নাই। এক মায়ের নাম ব'ল্‌তেই হাঁপিয়ে গেলে,—মামা! তুমি অত ছাত্র পড়াও কি ক'রে?

ভবদেব। (স্বগত) অত ছাত্র পড়াচ্ছি; কিন্তু তোমার মত একটিও আমার পড়ান কঠিন।

গঙ্গেশ। মামা! তুমি, ও—ছোট ছোট ক'রে কি ব'ল্‌লে?

ভবদেব। সব কথাই কি তোর্ শুন্‌তে হবে? মায়ের নাম শুন্‌ছিস্, তাই শোন্!

গঙ্গেশ। আচ্ছা, মামা! এই যে বড়দিদীর নাম বরদা, ছোট্‌দিদীর নাম মুক্তকেশী, মামী-মার নাম অপর্ণা, সত্যি সত্যিই এ সব এদের নিজের নাম?

ভবদেব। সত্য সত্যই নিজেদের নাম।

গঙ্গেশ। দেখ!—গঙ্গাজল ছুঁয়ে ব'ল্‌ছ?

ভবদেব। (সসম্ভ্রমে কোষার মধ্য হইতে হস্তোত্তোলন)।

গঙ্গেশ। ও কি? হাত তুল্লে যে? গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্বি ক'র্‌তে পার্‌লে না, তবুও বল্‌ছ—সত্যি সত্যিই ওদের নিজেদের নাম। হাঁ মামা! তুমি কি মিথ্যা কথা বল?

ভবদেব। কি ক'র্‌ব বাবা! এই মিথ্যার সমুদ্রেই ডুবেছি! জানি ত।—জীবের নাম রূপ সবই মিথ্যা, তবুও যে বাবা! বল্‌'তে হয়!

গঙ্গেশ। মামা! তুমি কেমন পণ্ডিত? যা জান মিথ্যা, তা বল কেন?

ভবদেব। নইলে কি আর বাবা! তোমার বিদ্যারম্ভ করাই?

গঙ্গেশ। তবে মামা! ও ছাই আর ক'রে কায নাই!

ভবদেব। এই নাও, এই ত বিদ্যারম্ভের মঙ্গলাচরণ!

মুক্তকেশী। বাবা! তুমি গঙ্গেশের সঙ্গে কথা ক'য়ে পার্‌বে? ওর্ কেবল হাড়ে হাড়ে কথা।

গঙ্গেশ। ছোট্‌দিদি! মুখে মুখে কথা কহার চেয়ে হাড়ে হাড়ে ভাল না?

মুক্তকেশী। (সকাতরে) রক্ষা কর ভাইটি! দোহাই মা-ষষ্ঠীর! তুমি আমাকে ছেড়ে বাবাকে ধর!

ভবদেব। হাঁ! আরও খুব ক'রে শিখিয়ে দে! (অপর্ণার উৎকট হাস্য)।

বরদা। হাঁ বাবা! তুমিও যে ওর্ সঙ্গে সেই হ'তে কথা আরম্ভ ক'রেছ, আর কিছুতেই ছাড়্ছ না!

গঙ্গেশ। হাঁ! বড়দিদি! ঠিক কথা ব'লেছ! দেখ না—মামা মার নাম ভুলে গিয়েছে!

ভবদেব। ছাড়্ছি না? আরে!—ছাড়াই যে কি ক'রে তা আর দেখ্ছিস্ না?

বরদা। হাঁ বাবা! তা ব'লে কি হবে? বিদ্যারম্ভ ত করাতে হবে?

গঙ্গেশ। সে কি বড়দিদি! এই ত শুন্‌লে মামার কাছে, ও সব মিথ্যা কথা! বিদ্যা কি দিদি? মার নামই ত মহাবিদ্যা; তোমাদের নামও ত মারই নাম। আমি ত মার কাছে শুনেছি—অপর্ণাও সেই মার নাম, বরদাও সেই মার নাম, মুক্তকেশীও সেই মার নাম। যা!—তোদের নামই নাই! এখন হ'তে তোদের আমি "মা" ব'লেই ডাক্‌ব, তাই হলেই ত বিদ্যারম্ভ হ'ল? (সকলের উচ্চ হাস্য)

ভবদেব। আরে পাগল!—চুপ্ কর্! ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে?

গঙ্গেশ। বাঃ!—মামা! সত্যি কথা বল্‌তে নাই?—মিথ্যা কথা বল্‌তে আছে? তুমি খুব পণ্ডিত!

ভবদেব। গেলাম!—গেলাম!

গঙ্গেশ। চল—যাই!

ভবদেব। তবেই ত বিদ্যারম্ভ হ'ল দেখ্‌ছি!

গঙ্গেশ। সে কি মামা! তুমি সেই বেলা ব'সেছ, আর এতক্ষণ হ'য়ে গেল, তবু এখনও তোমার বিদ্যারম্ভ হ'ল না?

ভবদেব। (স্বগত) তাই—বটে! বিদ্যারম্ভ আমারই ঠিক্! (প্রকাশ্যে) গঙ্গেশ! বাবাটি আমার, লক্ষীটি আমার, একটু চুপ ক'রে তোমার মামীর কোলে ব'স, আমি এই হাতে খড়ীটি দিয়ে দেই, তার পর তোমার যা ইচ্ছা হয় ব'লো!

(নেপথ্যে)—হাঁ গা! মুক্তকেশি! তোর্ মা কোথায়? দিদী কোথায় গা! আম্‌রা যে সব্ তোদের গঙ্গেশের বিদ্যারম্ভ দেখ্‌তে এলাম!

মুক্তকেশী। দিদিমা!—এসো!—এসো! এই যে মণ্ডপে বিদ্যারম্ভ হচ্ছে, আম্‌রা সব্বাই এখানে।

বরদা। (মুক্তকেশীর প্রতি) যা—না! এগিয়ে নিয়ে আয়্ না!

মুক্তকেশী। হুঁঃ!—বুড়ীগুলো কি এমন পাপের ভোগ! (প্রস্থান ও পটান্তরে বৃদ্ধাবর্গের সহিত প্রবেশ)

বৃদ্ধাগণ। (দেবতা স্থানে প্রণাম করিয়া) আহা! মা সরস্বতি! গঙ্গেশের দিকে মুখ তুলে চাও মা! (ভবদেবের প্রতি) ভবদেব! তোমার গঙ্গেশ কৈ বাবা?

ভবদেব। এই যে—জ্যেঠিমা! এই খানে। মুক্তকেশি! আসন দে মা! জ্যেঠিমা! তোম্‌রা ব'সো! আশীর্ব্বাদ কর—গঙ্গেশের যেন শাস্ত্রে বিদ্যা হয়। (স্বগত) তা যত হবে তা ত দেখ্‌ছি!

বৃদ্ধা। তা বাবা! তোমার ভাগিনের বিদ্যা হবে না? শাস্ত্রেই বলে— "নরাণাং মাতুলক্রমঃ"। তুমি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত-মামা, তোমার ভাগিনের আবার বিদ্যা হবে না?

ভবদেব। (স্বগত) মামার ভাগিনা দেখ্‌ছ মা!—ও ভাগিনা নয়, বৃদ্ধপ্রপিতামহ।

গঙ্গেশ। মামা! তুমি বারে বারেই ছোট ছোট কথা ব'ল্‌ছ!

ভবদেব। তা থাক্ বাবা! তুমি তোমার আইমাদের প্রণাম কর!—আমাকে প্রণাম কর!—তোমার মামীকে প্রণাম কর!—দিদীদের প্রণাম কর!

মুক্তকেশী। (সহাস্যে ভ্রূভঙ্গী করিয়া) আবার সেই প্রণাম?

(গঙ্গেশ কর্ত্তৃক প্রত্যেককে প্রণাম)

বৃদ্ধা। আহা! বাবা! বড় পণ্ডিত হ'য়ে চিরজীবী হ'য়ে থাক! মামার নাম রেখ তুমি।

গঙ্গেশ। কেন আইমা? মার নাম রাখ্‌ব না?

বৃদ্ধা। (গঙ্গেশের মাথায় হাত দিয়া) আহা! রাখ্‌বে বই কি দাদা! তুমি আমাদের মহামায়ার ছেলে, তোমার মুখ দেখ্‌লে—নাম শুন্‌লে, আমাদের মহামায়ার কথাই মনে পড়ে!

গঙ্গেশ। হাঁ! আইমা! আমার মা মহামায়ার কথা ব'ল্‌ছ?—না, সেই মা মহামায়ার কথা ব'ল্‌ছ? আমায় দেখে কার্ কথা মনে পড়ে আইমা?

বৃদ্ধা। ও—ভবদেব! গঙ্গেশ এ সব কি বলে বাবা!

মুক্তকেশী। তা—দাঁড়াও বুড়ি!—থাক একটু——টের্‌টা পাইয়ে দেবে-এখনি।

বৃদ্ধা। (হাসিয়া) দেখ্‌ বরদা! মুক্তকেশী আমায় ঠাট্টা ক'র্‌ছে!

ভবদেব। না জ্যেঠিমা! তুমি ওদের ও সব কথা শুন না!

(গঙ্গেশের সম্মুখে শিলার উপরে ইঁদুরের মাটী দিয়া শিলার এক পার্শ্বে প্রদীপ, অন্য পার্শ্বে ধান্য দূর্ব্বা ইত্যাদি রাখিয়া, গঙ্গেশের হাতে খড়ীমাটী ধরাইয়া) জ্যেঠিমা! তোমরা অনুমতি দাও, আমি গঙ্গেশের বিদ্যারম্ভ করাই।

বৃদ্ধা। আহা! গঙ্গেশের বিদ্যারম্ভ, তার্ আবার অনুমতির অপেক্ষা? আমরা অনুমতি দিলাম, তুমি আরম্ভ করাও। দেখো—ও সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত হবে।

ভবদেব। জয় জগদম্বা! (বলিয়া গঙ্গেশের হস্তসঞ্চালন)

গঙ্গেশ। (মামার মুখের দিকে চাহিয়া) তোমার মার নাম ক'র্‌লে,—কৈ? আমার মার নাম ত কর্‌'লে না?

ভবদেব। ক'রেছি বাবা! এখন তুমি লেখ! হাতে লেখ, আর মুখে—আমি যা বলি তুমিও তাই বল!

গঙ্গেশ। তা বল্‌ব; কিন্তু আমার মার নাম ক'রো।

ভবদেব। তাই ক'র্‌ছি! (লিপিবিন্যাস)—

বল!—অ। (ক্রমে পঞ্চাশদ্বর্ণমালার অক্ষরবিন্যাস ও পাঠ)

গঙ্গেশ। অ—। (ক্রমে ক্ষকার পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া) কৈ? মামা! আমার মার নাম কৈ? এ সব তুমি কি বল্‌লে? এর্ একটাও ত আমার মার নাম নয়।

ভবদেব। গঙ্গেশ রে! এই পঞ্চাশ অক্ষরের সবগুলিই তোর্ মায়ের নাম; তোর্ মায়ের নাম-ছাড়া আর অক্ষর নাই।

গঙ্গেশ। এই সবগুলিই আমার মায়ের নাম?

ভবদেব। হাঁ! সবগুলিই তোর্ মায়ের নাম।

গঙ্গেশ। বল দেখি!—কেমন ক'রে?

ভবদেব। (স্বগত) এমন সঙ্কটেও ত কখন পড়ি নাই।

গঙ্গেশ। আবার তুমি ঐ ছোট ক'রে কি কথা ব'ল্লে?

ভবদেব। হাঁরে পাগ্‌লা! আমি ত এখন এই ছোট ক'রে ব'ল্‌ছি, তুই এর্ পর যা ব'ল্‌বি, তা এর্ চেয়েও ছোট ক'রে ব'ল্‌বি।

গঙ্গেশ। তা বলি ত একা একা ব'ল্‌ব, তোমার মত অমন ক'রে এক-জনের কাছে ব'সে ছোট কথা আমি কখনও ব'ল্‌ব না।

ভবদেব। তা ত হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

গঙ্গেশ। সে কথা থাক্, তুমি আগে বল—এ সকল কেমন ক'রে আমার মায়ের নাম হ'ল?

ভবদেব। কেমন ক'রে, তাই শুন্‌বি?—তবে শোন্——আচ্ছা বল্ দেখি—তোর্ মায়ের নাম কি?—কি?

গঙ্গেশ। খুব শুনোচ্ছ মামা! আমি ব'লে দেব, তবে তুমি শুনোবে?

ভবদেব। হাঁ! তাই শুনোব! তুই আগে বল্ দেখি।

গঙ্গেশ। মামা! তুমি এতকাল ছাত্রগুলোকে কি পড়াচ্ছ? আমি ত মার কাছে আমার সে মার নাম কত শুনেছি, তুমি তাও জান না? আচ্ছা তুমি পণ্ডিত-মামা!!

ভবদেব। (গদ্গদকণ্ঠে) তোমার মা জান্‌ত ব'লেই তুমি পুত্র গর্ব্বে এয়ে-ছিলে; আমি মূর্খ তা কি বুঝ্‌ব? (হস্তদ্বারা অশ্রুমোচন)

গঙ্গেশ। ও-জ্জা! একেবারে কেঁদে ফেল্লে? আর তোমার মার নাম ক'রে কায নাই; এই আমিই বল্‌ছি—শোন!—আমার সে মার নাম—কালী-মা—তারা-মা—দুর্গা-মা।

ভবদেব। (বাধা দিয়া) থাম্!—থাম্! আর ব'ল্‌তে হবে না।

গঙ্গেশ। চিনেছ?

ভবদেব। চিনেছি, এখন শোন্!—দেখ্, মায়ের নাম কালী ত?

গঙ্গেশ। না,—স্বধু কালী কেন? মার নাম যে কালী-মা।

ভবদেব। আচ্ছা! তাই হ'ল! এখন দেখ্—(অক্ষরে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া) কালীনাম ব'ল্‌তে হ'লেই আগে—ক—ব'ল্‌তে হয়, সেই—ক—এই।

গঙ্গেশ। (স্থিরদৃষ্টিতে অক্ষরের উপর চাহিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন ও অস্ফুটস্বরে রোদন)

ভবদেব। ও কি রে গঙ্গেশ! কাঁদিস্ কেন? হাঁ রে! কি হ'ল? অমন্ ক'রে কাঁদিস্ কেন?

গঙ্গেশ। (রোদন স্বরে)———গান। (১১)

বল হে ক-কার!———তুমি ক কার?
বল, তুমিই বা কার? বল আমিই বা কার?

অক্ষর হে! এ রূপ তোমার, তোমার রূপ্ কি, রূপ্ আমার মার,
অ-ক্ষর-রূপ সম্ভব ত নয় তোমার;—
ক্ষর হয় হে! এ বিশ্বরূপ, (কেবল) অ-ক্ষর আমার মায়ের স্বরূপ;
তাই জিজ্ঞাসি কিসে অ-ক্ষর-রূপ তোমার?

মন্ত্রশক্তি-মায়ের আমার, যন্ত্ররূপ হে তোমার আকার,
অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত মাতৃকার;—
স্বরে মায়ের স্বরূপশক্তি, ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনাবৃত্তি,
স্বর প্রকৃতি, ব্যঞ্জন হয় পুরুষাকার।

স্বর না হ'লে রয় না ব্যঞ্জন, শক্তি বিনা পুরুষ চেতন,—
হয় না কভু, তাই হন বাবা শবাকার ;—
সেই—শবের বুকে চরণ দিয়ে, মা রন্ মুক্তকেশী হ'য়ে,—
স্বর-ব্যঞ্জনে তখন হ'য়ে একাকার।

অকার হ'তে ক্ষকারান্ত, (মায়ের) চরণ হ'তে কেশপ্রান্ত,
আদি অ-কার শেষে ক্ষ-কার মার আমার ;
ও মা! হ ল ক্ষ ভেদি দ্বি-দলে, (তুই) হ! লক্ষ্য সহস্রদলে.
মা, লক্ষ্য হ'লে অক্ষমালার সংখ্যা নাই আর।

তখন, অ-কার ক্ষ-কার আদি অন্তে, ক-কার! তুমি মধ্যযন্ত্রে,
স্বর-ব্যঞ্জন-সন্ধিক্ষেত্রে সবাকার ;
তাই, নিগু‍র্ণা ত্রিগুণাতীতা, ক-কার-আকার-পরিণতা,
লকারে ঈকারে যুগল নির্ব্বিকার।

ককার আকার, ল ঈকার, কি নাম কি রূপ তুই(ই) কালিকার,
তাই জিজ্ঞাসি—ককার! তুমি বল কার ?
কেঁদে শিবচন্দ্র বলে, ককার কি ভাই! কথা বলে ?
সুধাও, আকারকে, এ আকার তুমি কার্ আকার ?

(গীতান্তে অগ্রে গঙ্গেশের, পরে ভবদেবের গম্ভীর স্বরে "তারা! তারা!" ধ্বনি, গঙ্গেশের পতন ও মূর্চ্ছা)

অপর্ণা। ও—বরদা! এ দিক্ আয়্ মা! মুক্তকেশি! শীগ্‌গির পাখা নিয়ে আয়্—জল নিয়ে আয় মা! (গঙ্গেশের কর্ণে ফুৎকার দিয়া

মুক্তকণ্ঠে)—ও মা! মা! আমার কি হ'ল গো! গঙ্গেশ যে আর কথা বলে না!!

বরদা। হা দুর্গে!—কি কর্‌লে মা!

মুক্তকেশী। (সসম্ভ্রমে) ও বাবা! গঙ্গেশের কি হ'ল বাবা!!

ভবদেব। (বিরক্তিস্বরে) রাখ্! রাখ্! অমন্ ক'রে ব্যস্ত ক'রে তুলিস্‌নে! (গঙ্গেশের গায়ে হাত দিয়া) গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!—

অপর্ণা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আ—র গঙ্গেশ!!

ভবদেব। আঃ—রাম! রাম! তুমিও কি পাগল? একটু স্থিরই হও না কেন?

অপর্ণা। আমি যে আর স্থির হ'তে পারিনে!! (ক্রোড় হইতে গঙ্গেশকে ভূতলে ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সবেগে প্রস্থান)

ভবদেব। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গঙ্গেশকে কোলে উঠাইয়া লইয়া) তারা!—তারা!—এ আবার কি খেলা মা তোমার? অথবা তোমার খেলাই এই!—তুমি যাকে নিয়ে খেলা কর, অথবা তোমাকে নিয়ে যে খেলা করে, এই দশাই তার ঘটাও মা! (গঙ্গেশকে কোলে করিয়াই ধ্যানস্থভাবে অবস্থান এবং মধ্যে মধ্যে—"তারা!—তারা!"—ধ্বনি) হাঁ মা! কি ক'র্‌লে মা! (কিয়ৎকাল পরে) মহামায়া! তুই ত সৌভাগ্যবতী, মায়ের চরণতলে স্থান পেয়েছিস্, এখন আমার অদৃষ্টে জানিনে আর কত ভোগান্ত আছে! মহামায়া! মা ত আমার কথা শুন্‌লেন না, তুই এসে একবার তোর্ গঙ্গেশকে জাগিয়ে দিয়ে যা বোন্!—জয় মা!—জয় মা!—তারা!—তারা!—

গঙ্গেশ। (ঐ সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে) জয় মা!—জয় মা!—তারা!—তারা!—

ভবদেব। জয় জয় তারা!—জয় জয় তারা!—জয় দুর্গা! জয় কালী!—জয় জয় জয়—কা-লী! কা-লী!

গঙ্গেশ। (ঐ সঙ্গে সঙ্গে) জয় জয় জয় কালী!—কা—লী! (বলিতে বলিতে পুনর্মূর্চ্ছিত)।

মুক্তকেশী। (উচ্চকণ্ঠে) ও—মা! আর কাঁদিস্‌নে মা! দেখ্‌সে—গঙ্গেশ "জয় তারা! জয় কালী! জয় কালী!" ব'ল্‌ছে!! (প্রস্থান ও পটান্তরে অপর্ণার সহিত প্রবেশ)।

অপর্ণা। (ব্যস্তভাবে গঙ্গেশের নিকট আসিয়া) হাঁ বাবা গঙ্গেশ! (কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া) কৈ?—মুক্তকেশি! তুই না বল্লি—গঙ্গেশ মায়ের নাম ক'র্‌ছে, কৈ? কথাও ত বলে না, ডাক্‌লেও ত উত্তর দেয় না!!

বরদা। হাঁ মা! সত্যি সত্যি এখনি ব'লেছে—জয় জয় তারা!—জয় জয় কালী!

গঙ্গেশ। (ঐ সঙ্গে সঙ্গে) জয় জয় তারা! জয় জয় কা—লী! (পুনর্মূর্চ্ছা)।

ভবদেব। (সকলের মুখের দিকে চাহিয়া) দেখ! তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না, আমার কথা শোন! গঙ্গেশের এ রোগও নয়, মূর্চ্ছাও নয়, এ যে কি, তা তোম্‌রা এখন বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমি যা বলি তাই শোন!—মাকে প্রণাম ক'রে গঙ্গেশকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে সকলে বাড়ীর ভিতর যাও!! আমি হোমটা সমাপন ক'রে এখনি আস্‌ছি, কেউ ব্যস্ত হ'য়ো না। বরদা! আর মুক্তকেশি! তোরা দুজনে ওর্ কাছে থাক্ গিয়ে; মাথায় জল দিয়ে বাতাস দিয়ে, কেবল ওর্ কাণের কাছে—"তারা! তারা!—কালী! কালী!" বলিস্! মা নিজেই ওকে জাগিয়ে দেবেন এখনি, আমিও এই একটু পরেই আস্‌ছি। (স্বগত)—আর জাগিয়ে দেবে কি মা! ও ত তোমার জেগেই আছে, কেবল ঘুমিয়ে আছি আমরা!! আহা! বাছার আমার রোগই বা কি সুন্দর! ঔষধই বা কি মধুর!!

(গঙ্গেশকে কোলে লইয়া অপর্ণার এবং তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ বরদা ও মুক্তকেশীর প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

ভবদেব সিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠী।

(ছাত্রগণের নিজ নিজ পুঁথি খুলিয়া আবৃত্তি)।

ভূতনাথ। হাঁ হে কাশীনাথ-দা! একটু তামাকই খাওনা ছাই! কেবল দিন রাত্রি ঘ—ষ, ঘ—ষ, আবৃত্তি ক'রেই যে পরমায়ুটা ক্ষয় ক'র্‌লে?

বঙ্কিম। ও পরমায়ুটুকু আর থেকে কি হবে ভূতনাথ-দা! কাশীনাথদার ত ষা'টের কোলে সবে এই আট্‌চল্লিস্ বৎসর, আর দুই বৎসর পরেই—বনং ব্রজেৎ; সংসার-ধর্ম্ম যা, তা ত এই—টোলেই শেষ!

কাশীনাথ। আরে—যেতে দেও ভাই! তুমিও যেমন, আর ক দিনই বা বাঁকি? আবার পাঠ সেরে, পণ্ডিত হ'য়ে বাড়ী যাও, মাথায় টিকি দেখ্‌লেই অম্‌নি যারে পাও তারে ধর, শুদ্ধিতত্ত্বের বচন [illegible]তমসূত্রের বিচার কর, শকুন্ উড়্‌তে না উড়্‌তে শ্রাদ্ধের [illegible]ড়্ দৌড়্ দৌ-ড়্! কোথাকার পাঠ চুরি ক'রে কোন্ বেটা [illegible] পূর্ব্বপক্ষ ক'রে বসে, কোথায় কার্ ব্যবস্থায় কোন্ বেটা [illegible] দোষ দেয়, কার্ বিচারে কে পক্ষপাত ক'রে; কোন্ বেটা [illegible]য় বেশী নেয়, চিতায় না ওঠা পর্য্যন্ত শয়নে স্বপনে চি[illegible] কেবল এই।—এত ক'রেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, পায়ের ঘাম মাথায় তুলে ভূতের বোঝা ব'য়ে এনে, তাতেও আবার দিনরাত্রি শ্রীমুখের সেই ভ্রুকুটী ভঙ্গী; তার আবার গোদের উপর বিষফোড়া—পঙ্গপাল ছাত্রের দল। কায কি ভাই! অত উৎপাতে? খাচ্চি দাচ্চি বেশ্ আছি, "যত তত পাপং ভট্টচায্‌মশার চাপং" নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তায় উদরান্নের সংস্থান হ'য়ে যাচ্ছে, এমন সুযোগ কি ছাড়্‌তে আছে রে! তোরাও যেমন নির্ব্বোধ, মাসে মাসে পরীক্ষা দিস্! আমি পাঠ বুঝেও বুঝিনে, মনে রেখেও ভুলে যাই, জিজ্ঞাসা কর্‌লেই নির্ব্বোধ হ'য়ে চুপ্ ক'রে ব'সে থাকি। আমার পাঠ শেষ হবার নয়।

যে ক'দিন আছি, এম্‌নি ক'রেই কাটিয়ে যাব—বোকাগুলো সব বোকা ব'ল্‌বে বই ত নয়? আমি ব'সে ব'সে এখনও হাস্‌চি, তখনও হাস্‌ব।

ভূতনাথ। আহা কাশীনাথদা! এত সূক্ষ্মবুদ্ধি তোমার, এই সময় ভট্‌চায্‌-মশায়কে ব'লে রাখ—গয়ায় একটা পিণ্ড দিতে।

হরিদাস। আরে কাশীনাথদার পিণ্ড গয়ায় দেওয়ায়া কি অর্‌বা? ও ত অচ্চে কাশীনাথ, তুমি নি অচ্চ বৃৎনাথ্, তোমারগর্ পিণ্ডটা নি গয়ায় দেওয়াবার পার?

ভূতনাথ। অঃ!—কি রসের কথাই কয়্‌চ অরিদাসদা! একটু তামাকু নি খাওয়াই বা?

হরিদাস। তামাকু খাওয়াইমু না ত তোমারগ খাওয়াইমু কি ছাই? রহঃ—হাজাইবারে লাগ্‌চি।

নারায়ণ। কাশীনাথদা! ভাই! তোমরা ত আমোদ ক'র্‌ছ, তামাক খাচ্ছ, আমি ত ভাই! দিন গ'ণে শেষ ক'র্‌তে পার্‌ছিনে। এ কি সঙ্কটেই পড়্‌লাম,—দেশের সকল টোল ছেড়ে বড় অধ্যাপক ব'লে এখানে এলাম,—এখন ত দেখি কেবল নামেই বড়। অধ্যাপক—গুরু ব'লে স্বীকার ক'রেছি, এখন কিছু ব'ল্‌তেও পারিনে, সহ্য ক'র্‌তেও পারিনে। আমাকে ত ভাই! আর দুই চার দিন দেখে পালাতে হ'চ্চে। এমন ক'রে এক মাসে দুই তিন পাঠ ক'রে প'ড়ে কি জন্মান্তরে পণ্ডিত হ'য়ে বাড়ী যাব?

ভূতনাথ। তোর্ বাড়ী আছে, তুই ও সকল ভাবনা ভাব্‌গে নারাণে!—আমাদের—যথারণ্যং তথা গৃহং, আমরা আছি ভাল রে!—

বঙ্কিম। এর্ মধ্যে আমাদের বুদ্ধিমতী হ'চ্চেন গিয়ে কাশীনাথদা।

ভূত। হা নির্ব্বংশের বেটা! কাশীনাথদা—বুদ্ধিমতী?

বঙ্কিম। আহা ভূতনাথদা! ধন্যি তোমার বাপ মা, যেন বুদ্ধি দেখে নামটি রেখেছিলেন! আরে—"আকারান্তা মেয়েলিঙ্গা বর্জ্জয়িত্বা খুড়া জেঠা" তার মধ্যে 'দাদা' নাই রে আবা'গের বেটা!—দাদা নাই!—

ভূত। (সক্রোধে) দেখেছ—দেখেছ—পাজি বাপান্ত করে!

বঙ্কিম। কেন বাবা! আমি ত তোমায় কেবল বাপান্ত ক'রেছি, তুমি যে আমায় বাপান্ত শাপান্ত এক প্রস্থেই তুই প্রস্থ ক'র্‌লে! নির্ব্বংশের বেটা ব'ল্‌লে কেন? নির্ব্বংশের কখন বেটা হয়? কারণ নাই কার্য্যের উৎপত্তি? খুব ন্যায়শাস্ত্রটা প'ড়ে নিলে?

নারায়ণ। আহা বঙ্কিম ভাই! একটু থাম না!

কাশীনাথ। যা ব'ল্‌ছ নারায়ণদা! সে কথা সত্য; কিন্তু ভেবে ত কোন পথ পাইনে। আজ্ দুই তিন বৎসর থেকে দেখ্‌ছি ভট্‌চায্-মশায়ের যে কি রোগেই ধ'রেছে,—দিন নাই রাত্ নাই, কেবলই সন্ধ্যা আহ্নিক, কেবলই জপা তপা, কেবলই পূজা আর পুরশ্চরণ। দেশ বিদেশের নিমন্ত্রণে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন, পূদ প্রতিপত্তি পসার যা ছিল, ক্রমে ক্রমে সব গেল, সংসারেরও দুরবস্থার সীমা নাই, টোলের ছাত্রগুলিকে ত একেবারে গোয়ালের গরু ক'রে তুল্লেন। ক্ষণাদূর্দ্ধ মতার্কিকঃ,—নিজেও যে শাস্ত্র অস্ত্র ভুলে না যাচ্চেন, তাই বা কে বল্‌ল? আমি ত ভাই! দিনরাত্রি দেখে শুনে কেবল অবাক্ হ'য়ে যাচ্চি। গুরুজন,—কিছু বল্‌তেও সাহস পাইনে,—না বল্‌লেও চলে না, আবার বলিই বা কি ব'লে? শাস্ত্রদর্শী বিজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিত ধর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর যা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাই ক'র্‌ছেন; ধর্ম্মকার্য্যে বাধাই বা দেই কি ব'লে? তবুও আকারে ইঙ্গিতে কথায় প্রসঙ্গে দুই একদিন এক আধটুকু ব'লেও দেখেছি—বল্লেই কেবল বলেন—বাপু হে! চিরকালটাই কি এই ভূতের ব্যাগার খাট্‌ব? দিন ত ফুরিয়ে এল—আর কেন বাবা! মান, সম্ভ্রম, পদ প্রতিপত্তি, আয় উপায় যথেষ্ট হ'য়েছে, এখন আমাকে ছেড়ে দেও, যে দিকের কোন উপায় হয় নাই,—একবার সেই দিকের উপায় দেখি। জগদম্বা আছেন, জগৎকে যিনি রক্ষা ক'র্‌ছেন, তোমাকে আমাকেও তিনিই রক্ষা ক'র্‌বেন। (নেপথ্যে অপেক্ষিত উচ্চস্বরে)——কাশীনাথ! তোমাদের আবৃত্তি শেষ হ'য়েছে?

কাশীনাথ। (সসম্ভ্রমে) ঐ ভট্‌চায্‌ মশায় আস্‌ছেন। (অপেক্ষিত উচ্চ-স্বরে) আজ্ঞা!—হ'য়েছে। (সকলের সংযতভাবে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন ও মধ্যস্থানে অধ্যাপকের আসন স্থাপন)

(ভবদেবের প্রবেশ, আসনে উপবেশন ; ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ভবদেবকে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ, ভবদেব কর্ত্তৃক হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক প্রত্যেককে প্রত্যভিবাদন, ছাত্রগণের স্ব স্ব স্থানে উপবেশন)

ভবদেব। আজ ত ত্রয়োদশী, নূতন পাঠ নাই, পুরাতন পাঠের পরীক্ষার দিন। আজ কার্‌ কার্‌ পরীক্ষার দিন ছিল?

কাশীনাথ। আজ্ঞা!—আমার, ভূতনাথের, আর—গঙ্গেশের।

ভবদেব। ভাল কথা—গঙ্গেশের পরীক্ষা ক'র্‌ব সে ত দূরের কথা, ছোঁড়াটা যে কি করে আমি ত তার কোন সন্ধানই পাই নে। এর্‌ পূর্ব্বে একদিন পরীক্ষা ক'রেছিলাম, তাতে ত দেখেছিলাম—পড়েও না, শোনেও না, কিছু করেও না। ও যে দিনে দিনে কি হ'য়ে উঠ্‌ল আমি ত তার কিছুই বুঝি নে; তোম্‌রা কিছু জান কি?

কাশী। আজ্ঞা! জানি ত অনেক, তবে ছেলে মানুষ ব'লে সে সব কথা আপনার কাছে কিছু বলিনে। লেখা পড়া দূরে থাক্‌, অধিকন্তু ও বড়ই দুর্দ্দান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। উপনয়নের পর হ'তে এই এক-বৎসর পর্য্যন্ত ও যে এক দিনও পুঁথি ছুঁয়েছে, আমার ত তা বোধ হয় না।

ভবদেব। বল কি? ওকে যে সে দিন এত ক'রে পাখী-পড়ান ক'রে পড়ালাম, তার কোন কথাই মানে না—শোনে না—কিছু করে না?

ভূত। তা ত করেই না, তার পরে আর যা সব করে, তা আর আপনার কাছে কি ব'ল্‌ব?

ভবদেব। কি করে?—

ভূত। আজ্ঞা! এই দেখুন—আমাদের কি ঘরে, কি পর্‌নে কার্‌ও একখান আস্ত কাপড় নাই। কাপড় দেখ্‌লেই দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে বানরের

মত ফালা ফালা ক'রে দেয়, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই বলে—"আরে! কাপড় প'রে আর কি হবে?" লঘু গুরু জ্ঞান ত একেবারে নাই-ই, যা মুখে আসে তাই বলে, বাচালের একশেষ, তারপর অধিকন্তু আবার এই সকল দৌরাত্ম্য। ব'ল্‌ব কি ভট্‌চায্‌মশায়! এই দেখুন—একখানা পুঁথির একটা পাত আস্ত নাই। কাপড়ও যেমন ছেঁড়ে, পুঁথিও তেমন ছেঁড়ে; ব'ল্‌লেই বলে—আরে! ও বিদ্যায় আর কায নাই! আম্‌রা যত বলি—তোর্ দৌরাত্ম্যে এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না? ও ততই বলে—এই সময় তবে বেরিয়ে যা না! সংসারে থেকে আর কি ক'র্‌বি? ব'সে ব'সে মামার অন্নধ্বংস করা বই ত আর কিছু না?

ভবদেব। বটে! অন্নধ্বংস ক'র্‌ছ তোম্‌রা, আর অন্ন সার্থক ক'র্‌ছেন উনি? যা ত রে বঙ্কিম! গঙ্গেশকে বাড়ীর ভিতর হ'তে ডেকে নিয়ে আয়্ ত! ব'ল্ গিয়ে—আমি তার পরীক্ষা ক'র্‌ব। (বঙ্কিমের প্রস্থান) (কিছুকাল পরে পটান্তরে বঙ্কিমের সহিত নাকী স্বরে গান করিতে করিতে গঙ্গেশের প্রবেশ ও ভবদেবকে প্রণাম করিয়া পার্শ্বে উপবেশন)

ভবদেব। বাবাজির আমার প্রণামে ত যথেষ্ট ভক্তি! দুঃখ এই যে, লিখ্‌তে প'ড়তেই মা সরস্বতীর বরপুত্র।

গঙ্গেশ। বরপুত্র কি? মামা!

ভবদেব। এই নাও গেল!—বরপুত্র কি মামা?—বরপুত্র কি? তা তোর শুনে কায কি?

গঙ্গেশ। আমার যদি শুনেই কায নাই, তবে তোমার ব'লেই বা কি কায? শুন্‌ব না যদি, তবে ব'লে কেন?

ভবদেব। অন্যায় ক'রেছি!

গঙ্গেশ। ও—মামা! তুমি ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত হ'য়ে অন্যায় কর, তুমি আবার আমার পরীক্ষা ক'র্‌বে কি?

ভবদেব। পরীক্ষা কর্‌ব—যা পড়াই, তারই।

গঙ্গেশ। এই ত পড়ালে—সরস্বতীর বরপুত্র।

ভবদেব। ওরে!—না,—ব্যাকরণের যা প'ড়েছিস্ তারই পরীক্ষা।

গঙ্গেশ। সেও ত এই রকমই।

ভবদেব। "এই রকমই" কেমন?

গঙ্গেশ। আর কেমন? এই "বরপুত্রের" অর্থ ক'র্‌তে পার্‌লে না যেমন!

ভবদেব। আরে গেল যা! বরপুত্রের অর্থ ক'র্‌লাম না ব'লে ব্যাকরণেরও আমি অর্থ ক'র্‌তে পারিনে?

গঙ্গেশ। অর্থ ক'র্‌তে ত দেখিনে মামা!

ভবদেব। তোকে নিয়ে যে এই প্রতিদিন—ছদণ্ড এক প্রহর ক'রে বকি, এ সব তবে কি করি?

গঙ্গেশ। কৈ মামা! একদিনও ত অর্থ কর নাই? আমি ত দেখি—যা কর, তা কেবল অনর্থ।

ভবদেব। আরে ম'ল! পরীক্ষা ক'র্‌তে ব'সেছি?—না,—দিতে ব'সেছি?

গঙ্গেশ। আচ্ছা—মামা! সেই ভাল! তুমি আগে পরীক্ষা দেও, তারপর আমি পরীক্ষা দে'ব।

ভবদেব। এ কি—খেলা না কি রে!

গঙ্গেশ। মামা! খেলা বই আর কি?

ভবদেব। হাঁরে হতভাগা! মামার সঙ্গে খেলা?

গঙ্গেশ। মায়ের সঙ্গে খেলা হয় ত, মামার সঙ্গে দোষ কি?

ভবদেব। মায়ের সঙ্গে—কি খেলা রে?

গঙ্গেশ। কেন?—মা—মা, ছেলে—ছেলে; তেম্‌নি তোমার সঙ্গেও মামা—মামা, ভাগিনে—ভাগিনে!

ভবদেব। হাঁরে! তুই এ সব খেলা শিখ্‌লি কার্ কাছে?

গঙ্গেশ। কেন মামা! তোমাদেরই কাছে।

ভবদেব। কেন রে! আমি তোর্ মত খেলা করি না কি?

গঙ্গেশ। আমার মত না কর, তোমাব মতও ত কর?

ভবদেব। আমার মত আবার কি রে?

গঙ্গেশ। কেন? এই যে টোল চৌপাটী ক'রে পণ্ডিত হ'য়ে সব ছাত্র নিয়ে পড়াতে ব'সেছ, এটা কি মামা! খেলা নয়? আম্‌রা ছেলে মানুষ, ছেলে মানুষের সঙ্গে খেলা করি; তুমি ধাড়ী, তুমি তোমার ধাড়ী ধাড়ী ছাত্র নিয়ে খেলা কর।

ভবদেব। তুইও সেই খেলাই কর্ না দেখি!

গঙ্গেশ। ও খেলা ত আমি শিখি নাই মামা! খেল্‌ব কি ক'রে?

ভবদেব। হাঁরে গঙ্গেশ! দেশদেশান্তর হ'তে এত যে ছাত্র এসে এত শাস্ত্রের লেখা পড়া শিখ্‌ছে, এ সব কি তুই সত্য সত্যই খেলা ব'লে মনে করিস্?

গঙ্গেশ। সত্য সত্যই খেলা ব'লে মনে করি মামা!—

গান। (১২)

(আমায়) বল বল মামা! এ হ'তে কি খেলা আবার!
এই ভব-রঙ্গালয়ে, কত রঙ্গ ল'য়ে—
আসি বারে বারে অনিবার॥

আমি, হারায়েছি মা, মামা! তুমি মামা,
"আমি আমার আমা" কেহ নাই আর;
(দেখ যত) তোমার আমার মেলা, শ্যামা-মায়ের খেলা,
খেলে মা মোর্ ল'য়ে বিশ্ব-সংসার॥

মামা! তুমি আমার, আমি তোমার আবার,
এ সব তোমার আমার সম্বন্ধ তাঁর;
(আমি) কারু নই গো মামা! আমার মা সেই শ্যামা
কি মামা কি মা সেই শ্যামা আমার॥

ও সেই, বাজীকরের মেয়ে, নিজেই ছেলে হ'য়ে,
নিজেই মা হয়, নিজেই বাবা আবার;

তার, যেমন মায়ার বাজ্‌না, তেম্‌নি মোদের নাচ্‌না,
(আজ) নাচ্‌ না মামা! "জয় মা!" ব'লে একবার॥
(এই খেলা ভেঙ্গে)

দেখ, আজ যে জনমা ছিল, কাল্‌ সে ছেলে হ'ল,
বাবা ম'রে নাতি হ'ল আবার;
আজ, আমার মামা তুমি, কাল্‌ই হয় ত আমি,
তোমার মামা হ'য়ে আস্‌ব আবার॥

গঙ্গেশ রে! তোর্‌ মামা, শিব বলে, ও মা—মা,
একাধারে মা যে পুরুষ-বামা;
তিনি, কখন হন মামা, কখন হন মা,
নাচেন—বাবা হ'য়ে বাবার বুকে আবার॥

ভবদেব। এই যে প্রতিদিন তিন সন্ধ্যা শিখাচ্ছি, তবুও ত কোন কাণ্ডজ্ঞান হ'চ্ছে না?

গঙ্গেশ। আর আমার কাণ্ডজ্ঞান হ'য়ে কায নাই মামা! এখন তোমার যে টুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে, ওটুকু গেলেই আমি বাঁচি।

ভবদেব। বাঁচ আর মর, আজ আর তোমায় আমি ছাড়্‌ছিনে!

গঙ্গেশ। কি ক'র্‌বে মামা! মার্‌বে?

ভবদেব। না—না, মার্‌ব না; যা প'ড়েছিস্‌ তার পরীক্ষা দে!

গঙ্গেশ। আচ্ছা! বল—কি প'ড়েছি?

ভবদেব। আরে গেল যা! কি প'ড়েছিস্‌ তা আমি ব'লে দেব?

গঙ্গেশ। তুমি বল্‌বে না? তবে কি আমি বল্‌ব?

ভবদেব। পড়্‌লি তুই, তুই ব'ল্‌বি নে?

গঙ্গেশ। পড়ালে তুমি, তুমি ব'ল্‌বে না?

ভবদেব। তা বুঝেছি,—বিদ্যা তোমার এম্‌নিই হ'চ্ছে!

গঙ্গেশ। হাঁ—মামা! ঠিক্ ব'লেছ মামা! বিদ্যা আমার এম্‌নিই হ'চ্ছে। তা প'ড়ে শুনে আর কি হবে? তুমিও মামা! বুঝাতে পার না,—আমিও ও ছাই বুঝ্‌তে পারি নে!

ভবদেব। বল্ দেখি—কি বুঝ্‌তে পারিস্ নে।

গঙ্গেশ। (সকলের মুখের দিকে চাহিয়া) দেখ—আমার মামার বিদ্যা দেখ! "বল্ দেখি কি বুঝ্‌তে পারিস্ নে?"—আরে! যা বুঝ্‌তেই পারি নে, তা ব'ল্‌ব কি ক'রে, এ বুদ্ধিটাও কি তোমার নাই? (সকলের হাস্য)

ভবদেব। তা ঠিক! তোমায় দেখে শুনে ক্রমেই হতবুদ্ধি হ'চ্ছি। আচ্ছা! থাম্ ত দেখি—তোয়্ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

গঙ্গেশ। কর!—

ভবদেব। আচ্ছা, কাশীনাথ যে ব'ল্‌ছে—তুই ব্যাকরণের সূত্র বৃত্তি পদ একেবারে না কি সব ভুলে গিয়েছিস্?

গঙ্গেশ। কোন্ ব্যাকরণের?

ভবদেব। অ্যাঃ! গণেশের আমার কেত ব্যাকরণেই যে বিদ্যা!—আবার কোন্ ব্যাকরণের? কোন্ ব্যাকরণের আবার? প'ড়্‌ছিস্ যে ব্যাকরণ—মুগ্ধবোধ!

গঙ্গেশ। ও গো-বোধে ব্যাকরণ আমি পড়িনে। আমি পড়ি মাহেশ ব্যাকরণ। তুমি যদি তা প'ড়ে থাক, তবে পরীক্ষা কর!—

ভবদেব। (সবিস্ময়ে কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া) কাশীনাথ! ও মাহেশের নাম পেলে কোথায়?

কাশীনাথ। আজ্ঞা! কোন্ ব্যাকরণ বড় ব'লে অনেক সময় আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হয়, সেই সব কথার প্রসঙ্গে হয় ত মাহেশের নাম শুনেছে।

ভবদেব। (স্বগত) অসম্ভব ওর্ কিছুই নয়্। (প্রকাশ্যে গঙ্গেশের প্রতি) আচ্ছা! মাহেশের সূত্র বৃত্তি পদ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'ল্‌তে পার্‌বে?

গঙ্গেশ। তুমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার্‌বে ত?

ভবদেব। পার্‌ব।

গঙ্গেশ। তবে আমিও ব'ল্‌তে পার্‌ব!

ভবদেব। বল্‌ দেখি—মাহেশের প্রথম সূত্র কি?

গঙ্গেশ। (সহাস্যে) তাও তুমি জান না? মাহেশের প্রথম সূত্র—মা।

ভবদেব। বিলক্ষণ! মাহেশের প্রথম সূত্র—মা?

গঙ্গেশ। মা নয়? তুমি মাহেশ লিখ্‌তে জান?

ভবদেব। হাঁরে নির্ব্বোধ! তুই যা ভাব্‌ছিস্‌ তা নয়; মাহেশের প্রথম সূত্র মা—না, প্রথম অক্ষর মা।

গঙ্গেশ। ও মামা! যে অক্ষর, সেই সূত্র, সেই আমার মা।

ভবদেব। সূত্র ত বুঝ্‌লাম, তোমার বৃত্তিও বুঝি এই সূত্রেরই?

গঙ্গেশ। ছি মামা! তুমি পণ্ডিত হ'য়ে এমন কথা বল? সূত্র ছাড়া বৃত্তি কখন হয় কি?

ভবদেব। হ্যাঁ! বৃত্তিও বুঝ্‌লাম! এখন পদ—

গঙ্গেশ। ও মামা! সে ও আমার মায়ের পদ।

ভবদেব। এই রকম পদ হ'লেই তোমার সুবিধা হয়,—না?

গঙ্গেশ। ও মামা! আমার সুবিধার কথা ব'ল্‌ছ? সে পদ যদি সাধতে পার্‌তে তবে তোমারও সুবিধা হ'ত।

ভবদেব। হাঁ! প্রত্যয়ও নাই, বিভক্তিও নাই, সাধা পদ সাধাই আছে;—যেমন জিজ্ঞাসা, তেম্‌নি বলা!

গঙ্গেশ। কি ব'ল্‌লে মামা! প্রত্যয়ও নাই? বিভক্তিও নাই? মার পদে যার প্রত্যয় নাই, সেও কখন মাহেশ প'ড়্‌তে পারে? আর—বিভক্তির কথা; বিভক্তি কার্‌ নাম মামা?

ভবদেব। ওরে! যা দিয়ে পদ বিভাগ করা যায় তার নাম বিভক্তি।

গঙ্গেশ। ও মামা! তোমার দেখি, বিলক্ষণ ভক্তি! মার পদ বিভাগ ক'র্‌বে কার্‌ সঙ্গে? আমার মাহেশ-ব্যাকরণের বিভক্তি কি, তা জান?

ভবদেব। কি?—বল্‌ ত!—

গঙ্গেশ। শুনে তুমি কি ক'র্‌বে? সে বিভক্তিতে বিভাগ হয় না। (দন্ত বিকাশ করিয়া)—তার নাম, বি—ভক্তি।

ভবদেব। (সজল-নেত্রে) হাঁরে গঙ্গেশ ! এ বি-ভক্তি দিয়ে সে পদ কখন সেধেছিস্ ?

গঙ্গেশ। ও মামা ! তোমার মত নয় ! আমাদের মাহেশের টোলে যে অধ্যাপক, তার কাছে ও পদ না সাধ্‌লে একদিনও কারও রক্ষা নাই।

ভবদেব। হাঁরে ! অধ্যাপক কে ?

গঙ্গেশ। হাঁ মামা ! মাহেশের অধ্যাপক মহেশ, তাও তুমি বোঝ না ?

ভবদেব। সে টোল কেমন রে ?

গঙ্গেশ। বড় বড় ছাত্রগুলি সব তোমারই টোলের মত, (ভূতনাথকে দেখাইয়া) ঐ নাম—ঐ চেহারা ! (ভূতনাথ ব্যতীত আর সকলের উচ্চ হাস্য)

ভবদেব। (গভীরভাবে অনেকক্ষণ চিন্তার পর) গঙ্গেশ ! এত পরিশ্রম ক'র্‌লাম, তোর্ আর লেখাপড়া কিছু হ'ল না রে !

গঙ্গেশ। যা কপালে লেখা আছে মামা ! তাই আগে পড়ি, তারপর সময় থাকে ত আর লেখা পড়া !

ভূতনাথ। ওর্ লেখা পড়া হবে—না,—ছাই হবে !

গঙ্গেশ। তা তোমারও একদিন হবে।

ভূতনাথ। দেখ্ গঙ্গেশ ! বড় জ্যেঠা হ'য়েছিস্।

গঙ্গেশ। ভূতনাথ দাদা ! ভেড়ের ভেড়ে ! তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই ? ভাইকে বল—জ্যেঠা ?

ভূতনাথ। ভট্‌চায্ মশায় ! এই দেখুন—বাপান্ত ক'রে গা'ল্ দেয়।

ভবদেব। বাপু হে ! তোমায় বাপান্ত ক'রে গা'ল দেয়, আমারই অদৃষ্টে কি আছে, তা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে !

ভূতনাথ। আপ্‌নি বুঝ্‌তে হয় বুঝুন, না হয় না বুঝুন্, আমরা সহ্য ক'র্‌ব' কেন ?

গঙ্গেশ। সহ্য না ক'রে যাবে আর কোন্ চুলোয় ? এই যে তিন সন্ধ্যা আমার মামার বাপের শ্রাদ্ধের ফলার ক'র্‌ছ, এ নিমন্ত্রণ আর কোথায় যুটবে ?

ভবদেব। এই নেও! দেখ্‌লে? ব'ল্‌তে কি ফ'ল্‌তে! (গঙ্গেশের দিকে চাহিয়া) যা! তুই উঠে যা! তোকে আর এখানে থেকে কায নাই।

গঙ্গেশ। পরীক্ষা হ'য়েছে?

ভবদেব। রক্ষা কর বাবা! আর পরীক্ষায় কায নাই, তোমার পরীক্ষা করা, আমার বাবার চৌদ্দপুরুষেরও কর্ম্ম নয়!

গঙ্গেশ। তার পর বুঝি আর নাম মনে নাই?

ভবদেব। থাক্‌লেও তোমার কল্যাণে তা ভুল্‌তে হ'য়েছে।

হরিদাস। পোলাবান্ ছ্যাম্‌ড়া তুই কেম্বাই বাঁদর ঐবার লাগ্‌চস্!

গঙ্গেশ। (হস্তভঙ্গী করিয়া) ও অরিদাস বাই! বাঁদর গ বাঁদর! বাঁদর কৈবার লাগ্‌চস্ রে! তোর্ বাবানি বাঁদর আছ্‌লো?

হরিদাস। দর্‌তো—দর্‌তো—

(নাকী সুরে গান গাইতে গাইতে গঙ্গেশের সবেগে প্রস্থান)

বঙ্কিম। (স্বগত) আর ধ'রেছিস্!—

কাশীনাথ। ভাল, হরিদাস দা! গঙ্গেশ যা বল্‌ল, তা মিথ্যা না; সত্য সত্যই তোম্‌রা কি হ-গুলোকে অ, আর তালব্য—শ—গুলোকে হ—না ব'লে থাক্‌তেই পার না? হ—আর—শ তোমাদের মুখ দিয়ে বের হয় না,—না কি?

হরিদাস। (মুখ তুলিয়া রুক্ষ স্বরে) হঃ! আম্‌রা বুল্‌তি তালব্য হ-ই বুলি, আপ্‌নারা হুন্‌তিই অমন্ হোনেন!

বঙ্কিম। আঃ মরণ আর কি? আবার সংশোধন ক'রে বল্‌লেন—"হুন্‌তিই অমন হোনেন।"

ভবদেব। থাম! থাম! চুপ্ কর! চুপ্ কর! এখন এস দেখি—কে কিসের পরীক্ষা দে'বে?

কাশীনাথ। শারীরকসূত্র, গৌতমসূত্রের পাঠ ত আমার এখনও ঠিক হয় নাই, আজ পরীক্ষা দেই কি ক'রে?

ভবদেব। (ভূতনাথের দিকে চাহিয়া) তোমার পাতঞ্জল কত দূর?

ভূতনাথ। আজ্ঞা!—হ'য়েছে।

ভবদেব। অবস্থা কয় প্রকার ?

ভূতনাথ। আজ্ঞা!—"এবমবস্থাঃ পঞ্চবিধা ভবন্তি।"

(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে)—বাবা! এ দিক্ এস বাবা! দেখসে—গঙ্গেশ কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! ধর্ম্মের ষাঁড়ের পীঠে চ'ড়ে বাড়ী আস্‌ছে।

ভবদেব। (কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া) মুক্তকেশী চেঁচাচ্ছে না ?

কাশী। আজ্ঞা! হ্যাঁ!—

ভবদেব। নাঃ!—এটার জ্বালায় ঘরে টেকা ভার হ'ল!!

(আবার নেপথ্যে)—ও—বাবা! শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হ'ল! গঙ্গেশকে শিঙ্গে তুলে ষাঁড়ে আছ্‌ড়ে ফেলেছে!

ভবদেব। এস ত হে! তোম্‌রা এস ত! এস ত!!

(ভবদেবের সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রস্থান)।

ভূতনাথ। (যাইতে যাইতে)—নির্ব্বংশের বেটা, মরে ত আপদ যায়!!

পঞ্চম দৃশ্য।

বিজন প্রান্তরে গঙ্গেশ।

গঙ্গেশ। (স্বগত) এই ত রৌদ্রও ক'মে এল, বেলাও শেষ হ'তে চল্‌ল! (আকাশের দিকে চাহিয়া) এই আমার মার সেই আকাশ, মামা আমার এই আকাশের কত নাম রেখেছে,—একবার বলে ঘটাকাশ, একবার বলে জলাকাশ, একবার বলে মেঘাকাশ, আবার বলে মহাকাশ। এই আকাশই আমার মার সেই আকাশ। এই আকাশের উপর দিয়েই রথে চ'ড়ে মা আমার সেই মার কাছে গিয়েছে! আমি তখন কেন ঘুমিয়ে ছিলাম রে! জেগে থাক্‌লে ত অনায়াসে মার সঙ্গে যেতে পার্‌তাম! তখন ত সবাই তাই বল্‌ল,

এখন আবার বলে ম'রে গিয়েছে। আচ্ছা, ম'রে গেলেই মানুষ যায় কোথায়? এখন বুঝেছি—তাই ঠিক হবে, মা ত ঘুমিয়ে ছিল না, মা তখন ম'রে গিয়েছিল, ম'র্‌বার সময়েও আমি দেখ্‌তে পাইনাই; মা বল্‌লে—বাবা গঙ্গেশ! "কালী কালী বল!" আমি তাই ব'ল্‌লাম্‌, আর মা অম্‌নি চোক বুঁজ্‌ল! ম'ল কখন্‌ তা ত কিছু টের পেলাম না! আচ্ছা, মা যদি মর্‌বে, তবে সকলে মাকে অমন ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে শ্মশানে নিয়ে গেল কেন? আর, ম'রে গেলেই বা অমন্‌ ক'রে সাজাবে গুজোবে কেন?

(আকাশের দিকে চাহিয়া উচ্চৈস্বঃরে) হাঁ মা! তুই কি ম'রেছিস্‌? (পেটে হাত দিয়া) বড় ক্ষুধা পেয়েছে মা! পেট জ্ব'লে গেল মা! মা রে!—আর দাঁড়াতে পারি না, আজ তিন দিন হ'ল কিছু খাই নাই মা! পথেও কেউ একদিন ডেকে কিছু হাতে দিল না মা! মা রে! তুই আমায় কত সোহাগ ক'র্‌তিস্‌, কত খাওয়াতিস্‌, কত ভালবাস্‌তিস্‌। মা রে! আজ আমার কেউ নাই মা!—মা! আমি আজ মা-হারা ছেলে মা!—মা যার নাই, তার কেউ নাই মা!

(দুই হস্ত দুই চক্ষে দিয়া রোদন ও ভূতলে পতন এবং কিয়ৎকাল পরে অতি কষ্টে বামহস্তে নির্ভর রাখিয়া ভূতল হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)—ও মা তারা!—হায়! হায়! এ মা ও কথা বলে না, সে মাও কথা বলে না, কোথা গেলি মা! আয় মা!—আয়! একবারটি আয়! তোর্‌ দুটি পায়ে ধরি মা! মা! আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে! পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে মা! মাথা ঘুরে পড়্‌ছে, উঠ্‌তে পার্‌ছিনে—দাঁড়াতে পার্‌ছিনে! কোথাও আর যেতে পার্‌ছিনে মা! আর যাবই বা কোথায়? কোথাও গেলেও ত মা!—আর তোকে দেখ্‌তে পাব না? আর ত মা! কেউ আমার তেমন ক'রে, সোহাগ ক'রে দুই হাতে গায়ের ধূলো ঝেড়ে কোলে উঠিয়ে নিয়ে যাবে না মা! আয় মা!—মারে! আর তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে! ব'লেছিলি—তুই ত আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌,—হ্যাঁ মা! আমার এই দশা দেখে শুনেও কি তোর্‌ একটু

দয়া হয় না? মা!—তুই না আমায় কত ভালবাস্‌তিস্‌, এখন আমি কার্‌ কাছে যাব মা! তুই যদি এখানে না থাকিস্‌ মা, আমাকে তবে তোর্‌ কাছেই কেন নিয়ে যা না মা! মামা মামী দুজনেই আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মা! আজ এক মাসের উপর হ'য়ে গেল—আমি বাড়ীতে গেলেও কথা কয় না, ডেকেও একবার জিজ্ঞাসা করে না, খেতে চাইলেও মামী-মা পোড়া বাসী পচা ভাত খেতে দেয়। খেতে পারিনে মা! আমার বমি ওঠে, তা বড়দিদীও দেখে শুনে কিছু বলে না, ছোট্‌দিদীই কেবল ব'সে ব'সে কাঁদে। মা! টোলে গেলে ছাত্রগুলো আমাকে বাজার ক'র্‌তে পাঠিয়ে দেয়। মামী-মা গোরু রাখ্‌তে বলে, মামা বলে গোরুর ঘাস কেটে আন্‌তে। তার পর আবার বাড়ী গেলেই প'ড়ো-দাদারা আমাকে যখন তখন ধ'রে মারে। (অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হাত দিয়া) এই দেখ্‌ মা! সারা গায়ে আমার মারের দাগ্‌। কিল্‌ মেরে মেরে বুকে, পিঠে, পাঁজরে, মা! আমার ব্যথা ক'রে দিয়েছে মা! উঃ! (বামোরু উত্তোলন করিয়া)।

আজ দু'পর বেলা পথের ধারে ভূতনাথ-দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল, (কাঁদিতে কাঁদিতে) এই দেখ্‌ মা! বাখারি দিয়ে কেমন ক'রে আমার উরতে মেরেছে! তার পর আবার তিন চারটা লাথি দিয়ে ফেলে দিয়ে গেল। তখন ত কত রক্ত প'ড়্‌ল, এখন এমন ঘা হ'য়েছে মা! এই দেখ্‌—কত পিঁপ্‌ড়ে লেগেছে।

(ফুঁ দিয়া পিঁপড়া ছাড়াইতে ছাড়াইতে ঘায়ের চারি দিকে হাত বুলান—আর মা! মা! মা! বলিয়া রোদন)

ও মা! বড় পিপাসা মা! আমার বুক যে ফেটে গেল! (বক্ষস্তাড়ন ও শিরোলুণ্ঠন) মা রে! আমার কেউ নাই! (পুনঃ পতন ও মূর্চ্ছা অভিভূত অবস্থায়) ও গো মা! মা গো! ম'লেম!—ম'লেম! —তুই না ব'লেছিলি-মা! আমি ভয় পেলে তুই তখন আস্‌বি? হায় রে পোড়াকপাল! কিছুতেই আমার সে ভয় আর

হ'ল না। এই ভয় হ'বার জন্য কতই ক'র্‌ছি,—ঘাটে ঘাটে, মাঠে মাঠে, বনে বনে, জঙ্গলে জঙ্গলে একা একা বেড়াচ্ছি, কেবল মা! ভয় পেলেই তুই আস্‌বি, তা হ'লেই তোকে দেখ্‌তে পাব ব'লে! সে ভয় ত কিছুতেই হ'ল না মা! হায়! আমার মরণও নাই! শুন্‌তে পাই—ম'র্‌বার সময় লোকের দারুণ ভয় হয়, জানি নে আমার কপালে সে ভয়ও হবে কি না? ওমা তারা! তুই না আমার সে মা? আমার এ-মাকে তুইও ত একবার ব'লে ক'য়ে পাঠিয়ে দিস্ না মা! এ মা যদি আস্‌তে না চায়, তবে তুই-ই একবার আয়্ না মা! মার কাছেই ত শুনেছি মা!—তুই না কি পাহাড়ে পর্ব্বতে, শ্মশানে মশানে, ঘাটে মাঠে, বনে জঙ্গলে সকল থানেই থাকিস্, আর চুলগুলি সব ছেড়ে দিয়ে মুক্তকেশী সেজে তুই যেখানে সেখানে নেচে বেড়াস্। আয়্ মা! আয়্ মা! ও মা! পিপাসায় বুক ফেটে গেল! মা রে!—মা!— (পুনঃ পতন ও মূর্চ্ছা)

(দ্রুতপদে মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। (ব্যগ্রস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে) এই না আমার সোণার চাঁদ ভাইটি এখানে ধূলায় প'ড়ে? হায় হায় রে! পোড়াকপাল! ভাইটি আমার কদিন যেন না ভাত খেয়ে, না জল খেয়ে এখানে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে! (সম্মুখে বসিয়া গায়ে হাত দিয়া) গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!—ভাইটি আমার! এখানে এসে মাঠের মধ্যে পালিয়ে আছিস্, আমি আজ দুদিন থেকে না খেয়ে, না দেয়ে কত জায়গায় তোকে কত খুজে বেড়াচ্ছি। আজ বৈকালে কাশীনাথদাদার সঙ্গে দেখা হ'ল, সে ব'ল্লে—ভূতনাথ তোকে আজ পথের ধারে দেখেছিল। আমি সেই পথ ধ'রে খুজ্‌তে খুজ্‌তে মাঠের মধ্যে এইখানে এসে প'ড়েছি। ভাইটি আমার, সোণাটি আমার, লক্ষ্মীটি আমার, ওঠ্ ভাই! চল্— বাড়ী যাই! তুই না খেলে আমি খেতে পারিনে! আজ

দুই দিন থেকে না খেয়ে ভাই! কেঁদে কেঁদে আমিও চল্‌তে পার্‌ছিনে! ওঠ্‌ রে গঙ্গেশ! ওঠ্‌! (গঙ্গেশের গায়ে ঝাঁকি)

গঙ্গেশ। (অতি ক্ষীণকণ্ঠে কাতরস্বরে) মা রে! বুক ফেটে গেল, একটু জল!

মুক্তকেশী। হায়! হায়! কি কপালের দশা রে! পিসীমা! আজ তুমি কোথায়? পিপাসায় বাছার আমার মুখ বুক সব শুকিয়ে গিয়েছে। হায় রে! কি ক'র্‌ব?—কোথা যাব? কোথা এখন জল পাব? দেখি একবার নিকটে কোথাও আছে কি না? তা ছাই! থাক্‌লেই বা আনি কি ক'রে? হাঁ! মা তারা! এ কি সঙ্কট! যাই ত দেখি—যা করেন মা। (সবেগে প্রস্থান, কিছুকাল পরে আঁচল ভিজাইয়া জল লইয়া দ্রুতপদে পটান্তরে প্রবেশ ও গঙ্গেশের মুখে বিন্দু বিন্দু জলসেচন)

গঙ্গেশ। (অতি কাতরতার সঙ্গে সাগ্রহে জলপান)

মুক্তকেশী। হায় হায় রে! ভাইটির আমার গলা পর্য্যন্ত এঁটে গিয়েছে! হা মা দুর্গে! কি ক'রেই আমায় নিয়ে এলে মা! যদি না আস্‌তাম, না জানি আমার কপালে এতক্ষণ কি ঘট্‌ত! বাবা গো! মাগো! তোম্‌রা এ ক'র্‌লে কি? আজ পিসীমা বেঁচে থাক্‌লে সে কি এ সব সইতে পার্‌ ত?—না, তোম্‌রাই এমন ক'র্‌তে পার্‌তে? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া) হায় রে! পিসীমাই যদি বেঁচে থাকৃত, তবে গঙ্গেশই কি এমন ক'রে অনাথ হ'য়ে মামার বাড়ী আস্‌ত? আর বাবা মারই বা দোষ দেব কি? তাঁরাও ত ওর্‌ উপরে এমন নিষ্ঠুর কখনও ছিলেন না, ওর্‌ দেবতার উপর ভক্তি দেখে তাঁরাও ত সন্তুষ্টই ছিলেন। কি কুক্ষণেই গঙ্গেশ, সেই যে সেদিন শ্মশানে বেড়াতে গেল, সেই দিন হতেই যে, ও সেই কেমন কি হ'য়ে এল, তা ওই জানে,—আর মা জানেন। সেদিন হতেই কি যে ওকে ভূতে পেল—আর না

ছুঁল পুঁথি, আর না ক'র্‌ল লেখা পড়া। তার পর দৌরাত্ম্যের পর দৌরাত্ম্য ক্রমেই বাড়াতে লাগ্‌ল, তাই না বাবা আর মা ওর্ উপরে একেবারে হাড়ে হাড়ে চ'টে গেলেন? আর তারপর হ'তেই টোলের সেই হতভাগা ছাত্রগুলো ওকে দিন রাত্রি গাধার মত, গোরুর মত পিটে তুল্‌তে লাগ্‌ল। এত-তাতেও ভাইটি আমার কোন দিন কিছু বলে নাই। তারপর সেই যে সেদিন—পরশু দিন, বাবা ব'ল্‌লেন—ওকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেও! আমি কত ক'রে বুঝিয়ে স্থুজিয়ে তারপরেও হাতে ধ'রে নিয়ে এসে খেতে বসালেম, মা এসে অম্‌নি রাগ ক'রে পোড়া ভাতগুলো পাতে ঢেলে দিলেন, আবার দিয়ে ব'ল্‌লেন— এই খাও, জন্মের মত খাও! আর তোমাকে এ বাড়ীতে খেতে আস্‌তে হবে না! অম্‌নি ভাইটি আমার কান্‌তে কান্‌তে ভাত থুয়ে উঠে ছুটে পালাল! আমি পিছনে পিছনে দৌড়ে এসেও কিছুতেই আর ঠেকাতে পার্‌লাম না। ভাই আমার সেই যে, সেদিন বেরিয়ে এয়েছে, আজ তিন দিন, তিন রাত্রির মধ্যে একবারের জন্যও বাড়ী যায় নাই। তিন দিনের মধ্যে পেটে ভাত জল কিছু পড়ে নাই! এই তিন দিন আমি পাড়ায় পাড়ায়, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যার সঙ্গে দেখা হ'চ্ছে, কত লোককেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি।—এম্‌নি পোড়ার দেশ, আর এম্‌নি পোড়ার গাঁ, যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে—গেছে বালাই গেছে!—অমন আপদ আবার ডেকে আন কেন? সকলেই ত আপদ ব'লে অবসর নিল, আমার যে প্রাণ কেমন করে—আমি তা কাকে ব'ল্‌ব? আমার মার পেটের ভাই নাই, গঙ্গেশকে আমার ভাই ব'লেই মনে হয়, পোড়ার লোকে আর তা কি বুঝ্‌বে? দুঃখ এই যে, বাবা মাও তা বুঝ্‌লেন না! পিসীমা যখন গঙ্গেশকে কোলে ক'রে নিয়ে আমাদের বাড়ী আস্‌তেন, তখনও যে গঙ্গেশ, এখনও সেই গঙ্গেশ; কিন্তু তখন ত গঙ্গেশকে দেখে প্রাণ এমন ক'র্‌ত না? পিসীমার

মরার্ পর থেকে গঙ্গেশ যেন আর এক গঙ্গেশ হ'য়ে এয়েছে।—ওকে দেখ্‌লেই এখন পিসীমার সেই রূপ আমার মনে পড়ে। আহা! এই তিনদিনেই ভাইটির আমার শরীর যেন আধ্‌খানা হ'য়ে গিয়েছে। দেখে বুক ফেটে যায়, এখন এ অবস্থায় নিয়েই বা যাই কি ক'রে? সূর্য্যও ত অস্তে গেলেন, এ—মাঠের মধ্যে এখন ডাকিই বা কাকে?—আর করিই বা কি? হাঁ মা দুর্গে! আজ এ কি বিপদে ফেল্‌লে মা? গঙ্গেশ রে!—গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!—

গঙ্গেশ। (পাশ ফিরিয়া) ওমা তারা! দে মা!—দে!—আর্ একটু জল!

মুক্তকেশী। (আঁচল নিংড়াইয়া পূর্ব্ববৎ আবার জলদান) হায়! হায়! আবারও যদি জল চায়, তা হ'লে আমি কি ক'র্‌ব এখনি,—ভেবেও যে কোন পথ পাইনে! (জোরে ঝাঁকি দিয়া) গঙ্গেশ রে!—গঙ্গেশ!—ওঠ্ ভাই! বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'য়ে এল! (আবার ঝাঁকি) ও গঙ্গেশ!—এখনও জাগ্‌লিনে ভাই?

গঙ্গেশ। (অতি ধীরে চক্ষুঃ মেলিয়া) ও মা তারা!—

মুক্তকেশী। (দ্রুতস্বরে) ও—গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!—

গঙ্গেশ। (স্পষ্ট চাহিয়া) ও কে? ছোটদিদী? দিদিরে! আমার মা নাই! (ভগ্নস্বরে রোদন)

মুক্তকেশী। (অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিতে করিতে গদগদ স্বরে) পিসী-মা! আয়্ মা!—দেখে যা মা! আজ তোর্ সেই গঙ্গেশের এই দশা! হতভাগিনী আমি এখনও ব'সে ব'সে দেখ্‌ছি! ও মা! তারা! তোমার মনে আর কি আছে মা! (গঙ্গেশের গলা জড়াইয়া রোদন্ স্বরে)—ভাই রে! তোর কেউ নাই, তবু আমি আছি!

গান। (১৩)

কেহ না থাকিলেও আমি আছি হায়!
ও ভাই! তো-হ'তে কে আপন আমার, তোরে ফেলে যাই কোথায়?

শিশুকালে তুই রে—পিতৃ-মাতৃ-হীন,
পথে পথে কেঁদে বেড়াস্ পথের কাঙ্গাল দীন হীন;
কেহ নাই তোয়্ আমার ব'ল্‌তে, কেহ নাই তোয়্ কোলে তুল্‌তে,
তাই, এ সংসারের পথে চ'ল্‌তে
ব্যথা পা'স্ ভাই! পায় পায়॥

জানি রে ভাই!—সে দুঃখ তুই গণিস্ না,
তোর যে দুঃখ, তা ত কারেও জান্‌তে তুই দিস্ না;
কেহ তোর্ তা বুঝ্‌তে আর নাই, যার্ তরে এ দুঃখ পা'স্ ভাই!
তোর্ সেই—দুঃখ-হরা তারা বুঝি,
এইরূপেই স্থান দিবেন পায়॥

যাবি রে তুই এম্‌নি ক'রেই, দুঃখ নাই,
(তোর এই) অভাগিনী মুক্তকেশী—ভগিনীর আর ভাই নাই;
তাই বলি রে প্রাণের গঙ্গেশ! (তোর্) য দিন না হয় এ লীলার শেষ;
আমি ত দিন আছি, কিন্তু—
ছেড়ে যা'স্ না শেষ দিন্ আমায়॥

যেখানে যাবি রে—সঙ্গে যাব ভাই!
যা পাবি' যা খাবি আমিও তোর্ সঙ্গে খাব তাই;
যে দিন রে তুই ভাঙ্‌বি খেলা, (তোর্) ফুরাবে এ দুঃখের লীলা,
উঠ্‌বি রে! তুই মায়ের কোলে,
লুঠ্‌ব আমি সেই রাঙ্গা পায়॥ (সে দিন)

(নেপথ্যে) ।—(দূরে—উচ্চৈঃস্বরে)

ওরে—হ'য়ে ! বক্‌না বাছুরটো ছুটে গেল, এই সময় ধর্‌রে ধর্‌ !

মুক্তকেশী। (সচকিতে চাহিয়া) ওই না আমাদের পাড়ার গোয়ালা হরিদাস ? (মুক্তকণ্ঠে) ও হরিদাস-দাদা ! শীগ্‌গির এ দিকে এস !—

(নেপথ্যে) ।—তুই কে রে !—ওখানে ব'সে ?

মুক্তকেশী। হরিদাস-দাদা ! আমি সিদ্ধান্তদের বাড়ীর মুক্তকেশী। তুমি শীগ্‌গির এস !—গঙ্গেশকে নিয়ে বড় বিপদে প'ড়েছি।

(নেপথ্যে) ।—ওই—সেই ড্যাক্‌রা ছেলেটা ?

মুক্তকেশী। (স্বগত) হায় রে হায় ! এমন পোড়ার দেশেও মানুষে বাস্‌ করে ?

(নেপথ্যে) ।—কেন গা—দিদী-ঠাক্‌রুন্‌ ! সেটার কি হ'য়েছে ? আচ্ছা, এলাম আমি—এই বাছুরটো তেইড়ে দিয়ে আসি।

মুক্তকেশী। না !—হরিদাসদাদা ! আমার মাথা খাও, তুমি এখনি এস !

(নেপথ্যে) ।—আঃ ! বামুনে বালাই কি এমন বালাই ! দিদী-ঠাক্‌রুণ্‌ গো ! আর মাথা খাইও না, এই এলাম।

(হরিদাসের প্রবেশ)

হরিদাস। (গঙ্গেশের দিকে চাহিয়া)—কেন ? ওটার কি হ'য়েছে ? ওটা যে, একেবারে দাম্‌ড়া গোরুর মত শুয়ে প'ড়ে আছে !

মুক্তকেশী। ছি হরিদাসদা ! অমন ক'রে কি বল্‌তে আছে ? ভাইটি আমার আজ তিন দিন—না ভাত, না জল, কিছু না খেয়ে একেবারে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছে, ক্ষুধা পিপাসায় বুক মুখ সব শুকিয়ে গিয়েছে ! আমি ত এ'কে একা নিয়ে যেতে পারি নে, হরিদাস-দা ! তুমি যদি একটু ধ'র্‌তে ?—ধ'রে নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ীতে পৌছিয়ে দিতে ?

হরিদাস। আমি ধ'র্‌ব কি করে ? আমার পালের গোরু যে সব একা চ'লে গেল ! আচ্ছা, তুমি ব'স ! আমি গাই বাছুরগুলো সব গুছিয়ে দিয়ে পটলাকে ব'লে আসি—ও সবগুলোকে তেইড়ে নিয়ে বাথানে থাক্‌। ব'স তুমি, আমি আস্‌ছি। (প্রস্থান)

মুক্তকেশী। (গঙ্গেশের দিকে চাহিয়া) এই নেও ! আবার যে ঘুমিয়ে

পড়্‌ল! গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!—আর ঘুমাস্ নে ভাই! একবার চোক্ মেলে চা!

গঙ্গেশ। দিদি! আমি কথা কইতে পার্‌ছিনে; তুমি এলে কোথা থেকে?

মুক্তকেশী। সে কথা ভাই! তোর্ এখন শুনে কায নাই। তোর্ শরীর কেমন? বাড়ীতে যেতে পার্‌বি ত?

গঙ্গেশ। ও দিদি! আবার সেই—বাড়ী? ও বাড়ীর চেয়ে আমার যমের বাড়ী ভাল দিদি! তোমার পায়ে ধরি ছোট্‌দিদি! ও কথা আর ব'ল না।

মুক্তকেশী। ছি ভাই! সে কি কথা? বাবা মা ব'কেছেন, তা মামা মামী থাক্‌লেই অমন ব'কে থাকেন, তাইতে কি এমন ক'রে রাগ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে, তিন দিন, তিন রাত্রি না খেয়ে—না দেয়ে এম্‌নি ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়?

গঙ্গেশ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) দিদি! মামী-মা ত ব'লেছেন—যা খেলি, এই জন্মের মত খেলি!! হাঁ ছোট্‌দিদি! মা থাক্‌লে কি আমার এই কথা ব'লত?

মুক্তকেশী। (গদ্‌গদকণ্ঠে) কি ক'র্‌ব ভাই! আমার অদৃষ্টে মরণ নাই, তাই আমি এখনও এ সব কথা শুন্‌ছি! (উচ্চৈস্বরে) পিসীমা রে!—(রোদন ও অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন)

গঙ্গেশ। (অতি কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিয়া মুক্তকেশীর হাত ধরিয়া) আমার মাথা-খা ছোট্‌দিদি! অমন ক'রে কাঁদিস না।

মুক্তকেশী। আমি না কাঁদ্‌লে ত তুমি উঠ্‌তে না ভাইটি!

গঙ্গেশ। কি ক'র্‌ব ছোট্‌দিদি! আমার উঠ্‌বার শক্তি নাই।

মুক্তকেশী। (গঙ্গেশকে ধরিয়া) একটু স্থির হ'য়ে ব'স ভাই! আমি, গোয়ালা হরিদাসকে ডেকেছি, সে এখনি এল ব'লে। আম্‌রা দু'জনে তোমাকে ধ'রে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছি।

গঙ্গেশ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া) ওমা তারা! আবার সেই বাড়ী? (মুক্তকেশীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না)

মুক্তকেশী। (অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন)

(নেপথ্যে)।—কৈ? দিদি-ঠাকুরুণ! কত দূর? আমি ত এই এয়েছি।

(হরিদাসের প্রবেশ)

মুক্তকেশী। এস হরিদাসদা! এদিক্ এস!—তুমি একদিকে, আর আমি একদিকে ধ'রে নিয়ে যাই। (গঙ্গেশের প্রতি) গঙ্গেশ! ভাইটি আমার, এই কাঁধের উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াও ত!

হরিদাস। ওঠ না—গঙ্গেশ ঠাকুর! ওঠ না!—কত গাছে ওঠ, পাহাড়ে ওঠ; আর বাড়ী যাবার সময় হ'লেই শুয়ে পড়?

মুক্তকেশী। ছি হরিদাসদা! একটু চুপ্ কর না! দেখ্ছ ত ওর্ শরীরের অবস্থা?

হরিদাস। দেখ্ব আর কি দিদি-ঠাকুরুণ! বামুনের ছেলে, আর গোয়ালার গোরু ও—ঐ রকমই হয়। গঙ্গেশ-ঠাকুর! কিছু মনে ক'রো না! এখন চল—তোমাকে দেখে যে, ভক্তিও করে, ভয়ও করে!

মুক্তকেশী। (গঙ্গেশের হাত ধরিয়া) ওঠ্ ত ভাই!

গঙ্গেশ। ওমা তারা!—(উঠিতে উঠিতে বেদনায় অস্থির হইয়া পতন এবং উরতে হাত দিয়া) উঃ!—মলেম গো!—বড় বেদনা দিদি! আমি আর পা উঠাতে পার্ছি নে!

মুক্তকেশী। কেন ভাইটি! পায়ে কি হ'য়েছে? (দেখিয়া) হাঁরে গঙ্গেশ! এ কি রে! পায়ে এমন ঘা কেন? ওমা! এ যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে! আহা হা!—তার উপরে আবার পিঁপড়ে ধ'রেছে! হাঁরে গঙ্গেশ! হ'য়েছে কি? এমন ক'রে কাটুল কিসে?

গঙ্গেশ। দিদি! তা তোমার শুনে কায নাই।

মুক্তকেশী। কেন রে! শুন্ব না কেন? আমার মাথা খা, কি হ'য়েছে বল্?

গঙ্গেশ। সত্যই শুন্বে?—দুপুরবেলা ভূতনাথদাদা আমাকে পথে দেখ্তে পেয়ে ব'ল্লে—পয়সা দিচ্ছি বাজার থেকে শীগ্গির একখানা "দেল্কো" কিনে টোলের উপর দিয়ে যা। দেখ্ দিদি! আজ তিনদিন কিছু খাই নাই, ক্ষুধা পিপাসায় আমার তখন

মাথা ঘুরে প'ড়্‌ছিল, তাইতে আমি যেতে পার্‌লাম না, আর অম্‌নি বাগানের বাখারী তুলে এমন ক'রে মার্‌লে যে, দিদি! এই দেখ—কেটে কি হ'য়েছে! (ঘা প্রদর্শন) আমি ঘা খেয়ে মাটীতে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে গেলাম, তার পরে আমায় লাথি দিয়ে একেবারে ফেলে দিয়ে আরও তিন চারটা লাথি দিয়ে চ'লে গেল! (কাঁদিতে কাঁদিতে) আবার ব'লে গেল—থাক্! আবার তোকে যে দিন দেখ্‌ব, সেই দিন এর্ শোধ তুল্‌ব।

মুক্তকেশী। আহা হা! গঙ্গেশ রে! হায় হায়! এখন আমি এর্ কি ক'র্‌ব? চল্ ত আগে বাড়ীতে যাই, আজ বাবার টোল আমি আগুণ জেলে পোড়াব! এমন সব অসুরও বামুনের বাড়ীতে থাকে? (হরিদাসের দিকে চাহিয়া) হরিদাসদা! দেখ্‌লে ত? শুন্‌লে ত? বাবাকে গিয়ে এর্ সব কথা তোমাকে ব'ল্‌তে হবে।

হরিদাস। তাই ত গা—দিদিঠাক্‌রুণ্! আম্‌রা ত গোরুগুলোকেও এমন ক'রে ঠেঙাইনে, তোমাদের ও ভূতনাথ-ঠাকুর বামুন?—না, চামার? চল ত যাই আগে, বাবাঠাকুরকে সব কথা ব'লে দেব। তোমার বাবার ত ও—টোল নয়?—বাঁদরের বাথান?

মুক্তকেশী। হরিদাসদা! পায়ে এ ঘা নিয়ে গঙ্গেশ ত হেঁটে যেতে পার্‌বে না, তুমি যদি ওকে দয়া ক'রে কোলে ক'রে নিয়ে যেতে? ভাইটির জন্য আমিও আজ তিন দিন খাইনি, আমারও গায়ে একটু বল নাই।

হরিদাস। বল থাক্‌লেই ত তুমি গর্ব ক'রেছিলে আর কি? চল—তুমি আগে আগে চল—গঙ্গেশ ঠাকুরকে আমি কাঁধে ফেলে নিয়ে যাচ্ছি। (গঙ্গেশকে ধরিয়া) ওঠ দেখি ঠাকুর! কাঁধে ওঠ ত!

(গঙ্গেশকে কাঁধে করা)

মুক্তকেশী। (শশব্যস্তে) ও হরিদাসদা! কর কি? ওর্ যে পায়ে ঘা!

(ধীরে ধীরে গঙ্গেশের উরত্ হইতে হরিদাসের হাত সরান)

হরিদাস। গঙ্গেশ-ঠাকুর! মনে রেখো—এই কাঁধে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, এর্ একটু গুণ গেয়ো!—আর কি গুণ্ গাইবে,—তা নয়,

দয়া ক'রে এই ক'রো যে,—ষাঁড়গুলোকে, অমন ক'রে তেইড়ে নিয়ে পিঠে চ'ড়োনা, আমাদের বাড়ীর ছেলেগুলোকে পথে আছ্‌ড়িয়ে মেরোনা, গোরুর বাথানে আগুণ দিয়ে সব শুদ্ধ পুড়িয়ে মেরো না! তোমার ত যে বেহ্মতেজ, কাঁধে ক'র্‌তেও ভয় করে!—

গান। (১৪)

গঙ্গেশ-ঠাকুর! মনে রেখো, এইটি ক'রো দয়া ক'রে;
শিং ভেঙ্গোনা অমন ক'রে, ষাঁড়গুলোকে তেইড়ে ধ'রে॥
(ও ঠাকুর!)

পথের ধারে ছেলে গুলোয়, আছ্‌ড়ে আর ফেলো না ধূলোয়;
তারা, তোমার জ্বালায় যায় কোন্ চুলোয়,
দেখ্‌লেই ভয়ে আঁত্‌কে মরে॥
(যেন, বাঘ কি ভালুক)

আগুণ দিয়ে বাথান ঘরে, গোরু-গুলোকে পুড়িয়ে মেরে,
দেখিও না বেহ্মতেজ আর,
তারাও,—তোমার ভয়ে যায় না চরে॥

ভূত সেজে বটগাছের ডালে, ভয় দেখিয়ে মেয়ের পালে
মেরো না আর, তোমার সেই মার—
দোহাই দেই আজ পায়ে ধ'রে॥
(ও ঠাকুর! তোমার সেই মায়ের দোহাই!)

মুক্তকেশী। ছি! হরিদাসদা!—

হরিদাস। না—না, তুমি চল!—চল!—

[অগ্রে অগ্রে মুক্তকেশী পশ্চাৎ পশ্চাৎ গঙ্গেশকে কাঁধে করিয়া হরিদাসের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ভবদেব সিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠী।

(রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, নিজ নিজ শয্যায় ছাত্রগণ নিদ্রিত)

(শয্যার পার্শ্বে স্থিরভাবে উপবিষ্ট গঙ্গেশ)

গঙ্গেশ। (হঠাৎ চমকিয়া) এ কি দেখ্‌লাম? ব'সে ব'সে কি ঘুমিয়েছিলাম? এ কি ধাঁ-ধাঁ?—না—স্বপ্ন? বাপ্‌ রে বাপ্‌! কি ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি!—যেমন জটা, তেম্‌নি তিন চোক, তেম্‌নি কালো রং, আর তেম্‌নি হাতে শূল! বাপ্‌ রে বাপ্‌! আমার উপর এত রাগ কেন? আমি গঙ্গেশ, আমার কোন দিনের জন্য একবারও ত ভয় হয় নাই? আজ যে ভয়ে গা ফুলে উঠ্‌ল! ওমা! এ কি ভয় মা! শূল হাতে ক'রে যেন আমার চারদিকে ঘুর্‌ছে। ঐ যে আবার না? না—না, আমিই ভাব্‌তে ভাব্‌তে অমন্‌ দেখ্‌ছি। যাই হ'ক, ভয় ত বড় হ'য়েছে! (সোল্লাসে) হ্যাঁ! বেশ হ'য়েছে!—বেশ্‌ হ'য়েছে! আজ আমার্‌ বুঝি সেই দিন আস্‌ছে! মা যে ব'লেছিল—তুই ভয় পেলেই আমি আস্‌ব! আজ আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হবে! (পুনর্ব্বার চমকিয়া) ওমা!—ঐ যে আবার কি দেখি? আঁ—আঁ—আঁ—(চীৎকার, পতন ও মূর্চ্ছা)

(একটু পরে নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ)

নারায়ণ। (পাশ ফিরিয়া জড়িতস্বরে) ও—কাশীনাথদা! অমন্‌ ক'রে—আঁ—আঁ—শব্দ ক'র্‌লে কে ভাই?

কাশীনাথ। উঁ!—কি নারায়ণদা! ডাক্‌ছ কেন?

নারায়ণ। হাঁ রে ভাই! কে যেন—আঁ—আঁ—শব্দ ক'র্‌ছিল।

কাশীনাথ। হাঁ! শব্দ ক'র্‌ছিল? নিজেই বুঝি স্বপন দেখে কেঁদে উঠেছ!

নারায়ণ। না ভাই! তা না।

বঙ্কিম। আরে ভাই! হাঁরে—হাঁ।

(গাড়ু লইয়া কপাট খুলিয়া কাণে পৈতা দিয়া বাহিরে প্রস্থান, পটান্তরে দ্রুতবেগে ঘরে আসিয়া কপাটে খিল দিয়া)—ও কাশীনাথদা!—কাশীনাথদা!—বাপ্‌রে বাপ্‌! দেখ্‌সে ভাই! বাইরে আজ কি অন্ধকার!

কাশীনাথ। কি ব'ল্লি ভাই! এমন কথা? আজ যাট্‌দণ্ড অমাবস্যা, তার্ একটু জ্যোৎস্নাও নাই?—সব্ অন্ধকার?

বঙ্কিম্। আরে ভাই! অমাবস্যা ত মাসে মাসেই হয়, এমন অমাবস্যা আমার বাপের চৌদ্দপুরুষেও কখন দেখে নাই!

কাশীনাথ। খুব কালো না কি রে?

বঙ্কিম। ভাই রে! কালো ব'ল্‌তে কালো? এ যেন সেই কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার কালো!

কাশীনাথ। ভালই হ'ল! শীতটা চ'লে যাচ্ছিল, আবার নূতন ক'রে শীত এল রে! আবার বুঝি—কপি, কম্‌লা, বেগুন উঠ্‌ল!

বঙ্কিম। তুমি বেরোও না! দেখে যাও—একবার, শীত এল কি না? শীত তোমাকে আপনিই বেগুন চট্‌কাবে, আর বেঁগুন খুঁজ্‌তে হবে না!

কাশীনাথ। তাই ত রে! প্রস্রাব ক'র্‌তে না উঠ্‌লে ত চ'ল্‌ছে না!

(পৈতা কানে দিয়া উঠিয়া অন্ধকারে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে 'ধপ্' করিয়া গাড়ু ফেলিয়া দিয়া)—ও জ্বা!—(তাড়াতাড়ি উঠাইতে গিয়া গাড়ুর জলে আছাড় খাইয়া চিৎ হইয়া বঙ্কিমের ঘাড়ে পতন)

বঙ্কিম। (চীৎকার করিয়া) এই—নির্ব্বংশের বেটা ম'রেছে!

কাশীনাথ। (শশব্যস্তে) দোহাই ভাই!—বঙ্কিমদা! তোর্ পায়ে ধরি—কিছু মনে করিস্ নে ভাই! বড় সাম্‌লিয়েছি।

বঙ্কিম। হাঁ! সাম্‌লিয়েছ যে, তা কি আর ব'ল্‌তে? আর পায়ে ধ'রে কায নাই, ঘাড়ে যা ধ'রেছ, এখন তাই ছাড়!

কাশী। ছাড়ি ভাই! আগে উঠি!

বঙ্কিম। না—আগেই ছাড়, তার পর ওঠ!

কাশী। (উঠিতে উঠিতে আবার সেই গাড়ুর জলের মধ্যে 'ধপাস্' করিয়া পড়িয়া) এ—জ্জাঃ! সব ভিজে গিয়েছে!

বঙ্কিম। কিসে? ছিটিয়ে ত গায়ে দিলে, তার পর যা আছে কপালে!

কাশী। (সভয়ে) দোহাই ভাই!

বঙ্কিম। আঃ—ছাই! দুয়োর খুলে বেরোওই না কেন?

কাশী। খুলি—খুলি—ভাই! (কপাট খুলিতে গিয়া চৌকাঠে মাথায় ঘা লাগিয়া) আঃ!—শালার ঘর!

বঙ্কিম। এই বার—গুরুদক্ষিণা!

কাশী। না হে! —না, ওটা অভেদে ষষ্ঠী। শালার ঘর নয়, ঘরই শালা।

(কপাট খুলিয়া গাড়ু লইয়া প্রস্থান)

(একটু পরেই নেপথ্যে—"ধপাস্" করিয়া শব্দ, অমনি বাহিরের দিকে ঘরের বেড়ায় মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া ভয়ার্ত্তস্বরে)

বঙ্কিম! ভাই রে! ধর্ রে ধর! ওরে ভাই! ম'রেছি রে ম'রেছি!

(সবেগে কপাট খুলিয়া গাড়ু লইয়া হুড়মুড় করিয়া ঘরের মধ্যে পতন)

বঙ্কিম। এখন—আলু, বেগুণ, কপি, খাও না?

কাশী। ওরে ভাই! আলু বেগুণ—! চৌদ্দবছর শাক চড়্‌চড়ি খেয়ে থাক্‌লেও আর না! বাপ্ রে বাপ্! কি অন্ধকার রে! যেন ধ'রে খেতে আস্‌ছে!

বঙ্কিম। আঃ—ছাই! একটা দিয়াশলাই-ই জ্বাল না কেন? আঁধারের মধ্যে অমন্ ক'রে আঁত্‌কেই ম'র কেন?

কাশী। জ্বালি—জ্বালি, ভাল কথা মনে ক'রেছিস্ ভাই! আহা! এই বুদ্ধি যদি এতক্ষণ দিতিস্?

বঙ্কিম। এতক্ষণ তুমি আমাকে যে বুদ্ধি দিচ্ছিলে?

কাশী। (মাল্‌সার আগুনে পাটকাঠি-গন্ধকের দিয়াশলাই ধরাইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া) হাঁ ভাই! বঙ্কিম! সত্য সত্যই ভাই! অন্ধকার দেখে এমন ভয় ত কোন দিন হয় নাই ভাই! আবার তার উপরে 'ধপাস্' ক'রে কি একটা প'ড়্‌ল! দেখ—দেখ ভাই! ভয়ে আমার সারা-গাটা ফুলে একেবারে ঢোল হ'য়েছে! ঘরের মধ্যে যে দিকে যে কোণে তাকাচ্চি, অম্‌নি সেই ঐ কি যেন কি একটা—ধ'রে খেতে আস্‌ছে!

বঙ্কিম। খেত ত বালাই যেত!

কাশী। (গঙ্গেশের দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখ্‌ ভাই! সত্য সত্যই কি যেন এক্‌টা ঐ ব'সে আছে!

বঙ্কিম। (ভয়ব্যঞ্জকস্বরে) তাই ত দাদা! সত্যই ত!—ওটা এক্‌টা কি ব'সে আছে? (ভয়ে জড়সর হইয়া—গঙ্গেশের প্রতি হাত ঘুরাইয়া) ওরে—তুই কি রে?—

কাশী। বঙ্কিম! ভাই! তুই এই দিকে আয়্‌ না!

বঙ্কিম। এই ম'রেছে—আভাগের-ভূত।

কাশী। আর নাম করিস্‌ নে ভাই!

বঙ্কিম। ওই দেখ্‌—ওই দেখ্‌—তোকে খেল খেল—!

(আঁউ আঁউ শব্দ করিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া নারায়ণ ও হরিদাসের গাঁ—গাঁ—শব্দ করিতে করিতে ঘুরিয়া গঙ্গেশের গায়ে পতন)

গঙ্গেশ। তারা!—তারা! মা!—আজ আমার ভয়! মা!—আজ আমার ভয়! সন্ন্যাসীদাদা! আজ আমার সেই ভয়!!

কাশী। (বঙ্কিমের দিকে চাহিয়া) ও বঙ্কিমদা! ঐ শোন শোন, ওটা কথা ব'ল্‌ছে—গঙ্গেশ। ও আবার এক্‌টা সন্ন্যাসীদাদা পেল কোথায়?

বঙ্কিম। থাক্‌ এখন সে কথা! ও অরিদাসবাই! ও নারায়ণদাস বাই! বলি—আছ?—না, গেছ?

হরিদাস। ও বঙ্কিমদা! দীপ্‌টা লৈয়া আইস ত?

বঙ্কিম। আরে! ভয় নাই—ভয় নাই! ওটা গঙ্গেশ।

হরিদাস। (রুক্ষ স্বরে) আরে! তুমি দীপ্‌টা লৈয়া আইস না!

(বঙ্কিমের দীপ লইয়া উপস্থিতি)

হরিদাস। (ঘাড় নামাইয়া অনেকক্ষণ গঙ্গেশের মুখ দেখিয়া) ওরে বাই বঙ্কিমদা! মুই কি কমুরে বাই! এ হান আঁদার-গরে কি কমু মুই বাই! তুই বিশ্বাস করবান্ না, ছ্যাম্‌ড়ার ঐ কবালটার পর দপ্‌ দপ্‌ ক'রে আর একটা চক্ষু জ্বল্‌বার লাগ্‌চলো বাই!

বঙ্কিম। দেখ্‌ছিস্ কি? দপ্‌ দপ্‌ ক'রে, ও—তোর্ কপালই জ্বল্‌বারে লাগ্‌চলো!

হরিদাস। আঃ! হাপ্‌নি অ কি হন্? মুই হত্যি হত্যি ক'রে কইবারে লাগ্‌চি—(হাত দিয়া দেখাইয়া) এমন্ এমন্ ডাগর চক্ষু!

বঙ্কিম। হরিদাস-দা! থাম—থাম!—

নারায়ণ। (উঠিয়া বসিয়া কোমর বাঁধিয়া গঙ্গেশের মুখের পাশে চড় উঠাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে) ভেড়ের ভেড়ে! ঘুমিয়ে ছিলে ত উঠে ব'সছ কি মর্‌বার্ জন্যে? একটা চড়ে তোর্ এই বত্রিশপাটি দাঁত উড়িয়ে দেই ত গায়ের দুঃখ যায়, এই দেখ্‌ছি দেখ্‌ছি—এক দিন তোকে মেরেই ফেল্‌ব, তারপর যা থাকে কপালে তাই হবে। নির্ব্বংশের বেটা, ছিল শুয়ে, এই রাত্রি আড়াই প্রহরের সময়ে অন্ধকারের মধ্যে উঠে ব'সে টোল শুদ্ধ লোক গুলোকে একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট ক'রে তুলেছে! আভাগের বেটা! তোমার মরণ নাই?

বঙ্কিম। আহা! নারায়ণ-দা আমার বীর বটে! এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

হরিদাস। ও—বঙ্কিম-বাই! মুই ত বাই—গাচাইমু!

বঙ্কিম। এই ম'রেছে! ভেড়ের ভেড়ে! এতক্ষণে ম'রেছে রে! ও ত ম'লেও বেরোবে না, সে কর্ম্ম ঘরেই ক'রে গোষ্ঠীশুদ্ধকে তাড়াবে এখনি। ওরে নির্ব্বংশের বেটা! তুই শীগ্‌গির বেরো!

হরিদাস। যামু বাই! একবার তামাকু কামু।

কাশী। ভাল কথা মনে ক'রেছিস্ ভাই! একবার ত তামাক্ না খেলে চ'ল্‌ছে না!

হরি। রঃ—বাই! মুই হাতাইবারে লাগ্‌চি। (ক'ল্‌কে লইয়া তামাক সাজিয়া কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া) আ—বাই! আগুন পামু কোন্ টাই?

কাশীনাথ। ঐ দেখ্ ভাই! মাল্‌সায় আগুন আছে।

হরিদাস। (আগুন তুলিতে গিয়া হাত ভরিয়া ছাই তুলিয়া) তোমার্ গ কার্ মুহে দিমু?

বঙ্কিম। দাও!—কাশীনাথদার মুখে দাও!

কাশী। তা দিস্! আমি যে এখনি দিয়াশলাই ধরা'লাম! এর্ মধ্যেই তুই ব'ল্‌ছিস্—আগুন নাই? সে কি কথা রে! আন্ ত দেখি!—

হরিদাস। এই—দ্যাহ!—(এক মুষ্টি ছাই লইয়া কাশীনাথের গাত্রে নিক্ষেপ, হঠাৎ দম্‌কা বাতাস আসিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ)

বঙ্কিম। এই সেরেছে রে—সেরেছে!

কাশী। ও বঙ্কিমদা!

নারায়ণ। (ভীতস্বরে) ও কাশীনাথদা!

হরিদাস। ও নারাণদাস বাই! অরে বাই—বূত্!—বূত্! আরে—বূত্—বূত্ (বিশাল চীৎকারে হাতে তালী দিতে দিতে)
জয় জয় বূতনাত্!—জয় জয় বূতনাত্!—জয় জয় বূতনাত্!

ভূতনাথ। (ঘুম ভাঙ্গিয়া চমকিয়া উঠিয়া) ওরে হরিদেসে—রে! কি হ'ল রে! কি হ'ল?

বঙ্কিম। আঃ—পোড়াকপালে! তুমি এতক্ষণও ঘুমুচ্ছিলে?

ভূতনাথ। কেন? কি হ'য়েছে রে বঙ্কিম?

বঙ্কিম। হ'য়েছে যে কি কত, তার আর বল্‌ব কত?

ভূতনাথ। আরে! এ কি আঁধার রে?

নারায়ণ। হুঁঃ!

ভূতনাথ। আরে!—ওটা—'হুঁঃ' ক'র্‌ল কি রে?

বঙ্কিম। তোমার আর ভয় কি?—তুমি ত স্বয়ংই ভূতনাথ।

ভূতনাথ। না রে বঙ্কিম! সত্য সত্যই গা যেন ছপ্ ছপ্ ক'র্‌ছে! তোরা সকলে মিলে ক'র্‌ছিস্ কি রে?

কাশীনাথ। আরে ভাই! ক'র্‌ছি আর মাথা! তামাক খাব—তা মাল্‌সার আগুণ নিবে গিয়েছে। দিয়াশলাই দিয়ে প্রদীপ জ্বেলেছিলাম, বেড়ার দড়্‌মা ভেঙ্গে তাই দিয়ে তামাক খাব ভাব্‌লাম্‌, তাও দম্‌কা-বাতাসে প্রদীপটা ধপ্‌ ক'রে নিবে গেল; এখন তামাক সেজে ব'সে আছি, আগুন ত পাই না রে ভাই!

ভূতনাথ। (রুক্ষ স্বরে) কেন?—গ'ঙ্গেশে কোথায়?

বঙ্কিম। কেন?—গঙ্গেশ তোমার কি কর্‌বে?

ভূতনাথ। ওটা ত আছেই একটা অগ্নিদগ্ধা, ঐটাকেই আগুন আন্‌তে পাঠিয়ে দেও না!

বঙ্কিম। পিঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর খবর মার্‌ছ, টের্‌টা ত পাচ্ছ না? একবার বাইরে বেরিয়ে শ্রীমূর্ত্তি দেখে এস না!

ভূতনাথ। শ্রীমূর্ত্তি কার্‌ রে?

বঙ্কিম। শ্রীমান্‌ অন্ধকারের।—

ভূতনাথ। কেন রে! কি হ'য়েছে?

বঙ্কিম। ব'ল্‌ব কি ভূতনাথ-দা! আজকার অন্ধকার যে কি অন্ধকার, একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ,—এদের সবাইকে। আর জিজ্ঞাসা ক'রেই বা কায কি?—একবার বেরিয়েই দেখ না!

ভূতনাথ। তা হ'ক্‌,—যত ইচ্ছা তত অন্ধকার হ'ক, গঙ্গেশ আমাদের দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ, ওর্‌ মৃত্যু কিছুতেই নাই! দেও—কল্‌কে দেও ওর্‌ হাতে, পাড়ার ভিতর থেকে আগুন নিয়ে আসুক্‌।

হরিদাস। কি হন্‌ কাশীনাথ ভাই! দিমু?

কাশীনাথ। দেও না! ভয় কারে বলে, তা ওর্‌ অভিধানে নাই!

ভূতনাথ। ভা-ল তুমি নিয়ে এয়েছ! ম'লে হাস্‌তে বই কান্‌তে কেউ নাই—ওটার উপরে আবার একটা দুখ্‌—দরদ্‌!

হরিদাস। দর্‌ রে গঙ্গেশ! এই ছিলুম দর্‌! এই দর্‌—হুঁকার পর।

গঙ্গেশ। বঙ্কিমদাদা! আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবে? বড় যে ভাই! ভয় ক'র্‌ছে!

কাশী। আ—পোড়া-কপাল! তোমার আবার ভয়?

নারায়ণ। ভয় নাই রে !—যা না কেন ?

বঙ্কিম। (নারায়ণের প্রতি) এ দিক্ এস—তোমার পিণ্ডিটা চট্‌কাই !

নারায়ণ। আমার পিণ্ডি চট্‌কিয়ে কি কর্‌বি ? না ম'লে পিণ্ডি খাবে কে রে ?

বঙ্কিম। আহা ! আর একটু থাক্‌লেই সেটা হ'ত রে !—

ভূতনাথ। আরে গঙ্গেশে ! নির্ব্বংশের বেটা ! যা—না !

গঙ্গেশ। ভূতনাথদা ! গাটা যেন আমার বড় ভয় ভয় ক'র্‌ছে !

ভূতনাথ। (উঠিয়া বসিয়া সক্রোধে) দূর্-হ পাজি ! ঘর থেকে বের্-হ শীগিগর, আগুন না আনিস্ ত এখনি জুতিয়ে হাড় গুঁড়ো ক'রে দে'ব ! তারপর কাল্ প্রাতঃকালে ভট্‌চায্ মশায় টোলে এলে তোর্ কপালে আর যা আছে তা ক'র্‌ব।

গঙ্গেশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেও !—কাশীনাথদা ! ক'ল্‌কে দেও !

[কল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

ভূতনাথ। (বঙ্কিমের প্রতি) এটাকে টোল থেকে তাড়াবার কি করা যায় বল দেখি হে ! ভট্টচায্ মশায় ত ওটাকে টোলের চালে গুঁজে রেখে গিয়েছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে ত কিছু হবে না !

বঙ্কিম। হ'লে—তার পরে ?

ভূতনাথ। তার পরে আবার কি হে !

বঙ্কিম। বলি—তার পরে—এই অমাবস্যার রাত্রি, আড়াই প্রহর রাত্রির সময় পাড়া থেকে আগুন খুঁজে এনে তোমার এই মুখে দেবে কে ?

ভূতনাথ। হাঁ ! ও যত দিন টোলে না এয়েছিল, তত দিন ত আর কেউ তামাক্ খায় নাই ?

বঙ্কিম। খে'ত বটে, কিন্তু এমন ক'রে আর কেউ কোন দিন খায় নাই !

ভূতনাথ। আগে আসুক্‌ই ত, তার পরে আদর সোহাগ ক'রো !

বঙ্কিম। ভেবে দেখ ভাই !—আম্‌রাও ত ভাই ! সবাই মায়ের ছেলে ! আহা ! ওর্‌ই যেন মা নাই, তোমার কি ওকে দেখে একটুও দুখ্ দরদ্ হয় না ?

ভূতনাথ। ওটা মরে না ব'লে আমার খুব দুঃখ হয় !

বঙ্কিম। ছি ছি ভাই! এ কথাটা ব'ল্‌লে কোন্ প্রাণে? তোমার মত নরপিশাচ এ সংসারে আর দুটি নাই!

হরিদাস। আমার ত বাই! পিচ্চাশের বয় ঐবার লাগ্‌চে।

বঙ্কিম। তা, এ—যে পিচ্চাশ, বয় ঐবারই কথা!

ভূতনাথ। দেখ বঙ্কিম! মুখ্ সাম্‌লিয়ে কথা ব'লো!

বঙ্কিম। সে ভয় আমার নাই,—জুতোর মুখ লালবন্দী করাই আছে।

ভূতনাথ। কি রে বঙ্কিমে! তোর্ এত বড় কথা?

বঙ্কিম। হাঁরে ভূতনেথে! তোর্‌ও এত বড় মাথা? জুতিয়ে তোকে পিশে থুয়ে টোল থেকে বেরিয়ে যাব।

ভূতনাথ। আচ্ছা, যা'স্! যাওয়াটা তোকে কাল্ সকাল দেখাব।

বঙ্কিম। সকাল দেখাবি কি? আয়্ না! তোকে এই রাত্রেই দেখাই!

কাশীনাথ। এই বার—কীচকবধের পালা!

বঙ্কিম। দ্রৌপদী সাবধান!!

(নেপথ্যে)—প'ড়ো—দাদারা!—পাড়ায় ত ঘরে ঘরে খুঁজে এলাম, কার্‌ও ঘরে আগুন নাই।

কাশীনাথ। পাড়ায় নাই ব'লে কি, এ গাঁয়েও নাই?

ভূতনাথ। হাঁ ত,—ঠিক্ কথা! গাঁয়ের মধ্যে যা না!

(নেপথ্যে)—তাও গিয়েছিলাম ভূতনাথ দাদা! কেউ আমার ডাকে সাড়াও দিলে না, কারু বাড়ীতে আগুনও দেখ্‌লাম না।

ভূতনাথ। হাঁরে মিথ্যাবাদি! এই না বল্লি—পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে খুঁজে এলাম, এর্ মধ্যে আবার গাঁয়ের ভিতর গেলি কখন?

(নেপথ্যে)—গিয়েছিলাম ভূতনাথদাদা! তোম্‌রা পাড়া খুঁজ্‌তে বলেছিলে, আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা না ক'রে গাঁয়ে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলাম ব'লে যদি কিছু বল, এই ভয়ে আমি সে কথা বলি নাই।

ভূতনাথ। এঃ! ভেড়ের ভেড়ে কি শিষ্ট শান্ত ভাল মানুষ রে!—আর ন্যাকামিতে কায নাই, বাঁচ্‌তে চাস্ ত যেখান থেকে পারিস্ শীগ্‌গির আগুন নিয়ে আয়্!

(নেপথ্যে)—বাঁচ্‌তে চাই, আর ম'র্‌তে চাই দাদা! সে কথা দূরে, এখন আগুন পাই কোথা? তাই ব'লে দেও!

ভূতনাথ। দেখ্‌ শীগ্‌গির, মাঠের ভিতর বেরিয়ে খুঁজে দেখ্‌!—কোন দিকে কোথাও আগুন আছে কি না?

(নেপথ্যে)—আচ্ছা—দেখি।

ভূতনাথ। হতভাগা ছোঁড়াটাকে দেখ্‌লেই আমার ইচ্ছা হয়, দু ঘা বসিয়ে দিই। "যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ" ভেড়ের ভেড়ে! টোলে থাক্‌বি ত প'ড়োদের চাক্‌রী ক'র্‌বি, তা না আবার কথায় কথায় উত্তর—কথায় কথায় এয়ার্‌কি! ভট্‌চায্‌টি যেমন নিজেও নির্ব্বংশের বেটা, ভাগ্‌নেটিও যুটেছে তেমনি নির্ব্বংশের বেটা। "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" না হবে কেন?

নারায়ণ। তোমারও যে, ক্রমে ক্রমে বাতুলক্রমঃ! আচ্ছা, ভূতনাথ-দা! কথায় কথায় উত্তর করে ব'ল্‌ছ, আজ ত তোমার কোন কথায় উত্তরও করে নাই,—নাও বলে নাই?

ভূতনাথ। হুঁঃ! "উত্তর করে নাই, না বলে নাই"—ব'লে তোম্‌রা ওকে ভাল মানুষ ঠিক্‌ ক'রেছ, ও এমন্‌ ক্ষণজন্মা ছেলেই নয়! আজ যে চুপ্‌ ক'রে আছে,—আর কথা শুন্‌ছে, এই দেখ—এখনি একটা কিছু ক'র্‌ল ব'লে!—ক'ল্‌কের আগুন আনুক্‌, আর না আনুক, ঘরে ত আগুন দিল ব'লে!

(নেপথ্যে)—প'ড়ো-দাদারা! গ্রামের আশে পাশে মাঠের ভিতরে ত কোথাও আগুন নাই? আগুণ কেবল দেখ্‌ছি—সেই—মাঠ শেষ ক'রে গঙ্গার তীরে—ভৈরব-ঘাটের শ্মশানে একটা চিতা জ্ব'ল্‌ছে।

ভূতনাথ। যা—হতভাগা!—শীগ্‌গির যা!—সেইখান থেকেই আগুন নিয়ে আয়্‌!

বঙ্কিম। তবুও এ তামাক খাওয়াই চাই!

ভূতনাথ। আমি শুধু তামাক খাচ্ছি? দেখিস্‌—এই তোদের সব গুলোকে খাচ্ছি।

বঙ্কিম। গঙ্গেশ! তুই যাস্‌নে রে!—

(নেপথ্যে)—না—বঙ্কিমদাদা! ভূতনাথদাদা রাগ ক'র্‌বেন—মামা ব'ক্‌বেন!
যা থাকে কপালে আমি চল্লেম দাদা! (ছুটিয়া যাইতে যাইতে)—
জয় জয় মা তারা! তারা!

গান। (১৫)

তবে, যাই যাই শ্মশানে জয় জয় মা ব'লে।
মা ব'লে—
সাধে কি আর মা মা বলি, দেখি মা আজ কি বলে।

শ্মশান আমার মায়েরই ঘর, তথায় আমার কেহ নাই পর,
যারা আছে তারা আমার মার পদতলে ;
কার্ সাধ্য আমারে কে কি বলে ?
আমি, ঘরের ছেলে ঘরে যাচ্ছি, (মা) হাত বাড়ায়ে নেবেন কোলে।

মায়ের ছেলে হয় রে যারা, কারেও কি, ভয় করে তারা ?
জানে তারা, সবই তারা-মায়ের পায়্ ধরা,—
তবুও মা ঊর্দ্ধে বরাভয়-ধরা,—
ধরেন খড়্গ, ছেলের মাঝেও কেউ কারে কিছু না বলে।

শ্মশানের ভূত দে'খে যারা, ভয়ে হয় জীয়ন্তে মরা,
জানেনা যে তারা, তাদের—ঘরের ভূত কারা ?
শ্মশানের ভূত ত কেবল ভূত তারা—
ঘরের ভূত যে, কি অদ্ভুত্ ভূত্, দেখে শুনেও কেউ কি, বলে ?

ভূতের ভয়ে ভয় কি রে তার ? ভূতভাবন-ভাবিনী মা যার,
সে যে, ঘরে পরে কোন ভূতের ধারেনা রে ধার—
তার, ভূত্‌ই খুলে দেয় অভয়ের দ্বার ;
হয়, ভূতের ভয় তার অভয়ের দূত, ভূত্‌নাথের সোহাগের ফলে।

ভূতনাথ। (কাশীনাথের প্রতি) শুন্‌লে ! একবার ভেড়ের ভেড়ের গানের ছটা, গান গাবে, তাও ভূতনাথের গায়ে চিম্‌টি কাট্‌বে। আসুক আগে ফিরে ত ওর গান গাওয়াটা এইবার আমি দেখাচ্ছি।

কাশীনাথ। আরে ভাই ভূতনাথ! এরপর আবার কি দেখাবি? বল্ দেখি ভাই—ক'র্‌লি কি? আজ মঙ্গলবার অমাবস্যার ঘোর—মহানিশা, ভৈরব-ঘাটের শ্মশান ত এক ক্রোশ দূরে! এই রাত্রে এই মাঠ পার হ'য়ে আগুন আনা ত দূরে থাক্, ছোঁড়াটা যাবেই বা কি ক'রে?—আস্‌বেই বা কি ক'রে?

ভূতনাথ। বটে? আগুন আনা দূরে থাক্? আগুন যদি না আনে ত ওকে আগুন দিয়েই পোড়াব!

বঙ্কিম। এত বিদ্যা পেটে না হ'লে কি আর আগুন আন্‌তে পাঠাও? আগুন না আনে ত আগুন দিয়েই পোড়াব!—নাই চ'াল ত ভাতে ভাতেই খাব! ভট্‌চায্ মশায়ের বাড়ীতে পূজা অর্চ্চা থাকলে এমন সব ছাত্র অনেক দিন উদ্ধার হ'য়ে যেত।

(ঘরের চালের উপরে হুড় হুড় দুড়্ দুড়্ শব্দ, ঘন ঘন গৃহকম্পন, নেপথ্যে—অনেকের মিশ্রিত কণ্ঠে,—ট্যেঁ ট্যাংটীঁ—টেঁ্যটাং টীঁ—শব্দ।)

(সকলে সম স্বরে)—মলেম রে! মলেম রে! বাপ্ রে! মা রে! রাম! রাম!—হরি! হরি!—দুর্গা দুর্গা!

(আবার ঝাঁকি আবার শব্দ)?

সকলে—ও গো! ভট্‌চায্ মশায় গো! মলেম বাবা! মলেম মলেম!!

(কপাট খুলিয়া দুড়্ দুড়্ শব্দে একটার ঘাড়ে একটা পড়িতে পড়িতে পলায়ন)।

সপ্তম দৃশ্য।

গঙ্গাতীর ভৈরব-ঘাট—মহা-শ্মশান।

গঙ্গাপ্রবাহের নিকটে প্রজ্বলিত চিতা।

(ক'ল্‌কে হস্তে গঙ্গেশের প্রবেশ)

গঙ্গেশ। এই ত ভৈরবঘাটের শ্মশানে এলাম! এই চিতা থেকে ক'ল্‌কেয় ক'রে, আগুণ নিয়ে যাব, তবে আমার প'ড়োদাদারা তামাক খাবেন! বাপ্‌রে বাপ্! কি তামাক খাওয়া রোগ? না—রোগই বা কিসে বলি? এ ত তামাক খাওয়া নয়—খাওয়া কেবল আমাকে! তামাক ত এরা চিরকালই খেয়ে থাকে, কিন্তু এমন ক'রে আগুণ নিতে শ্মশানে কবে কাকে পাঠিয়ে থাকে? আমার বাপ নাই—মা নাই, ভাই নাই—বন্ধু নাই, মামা মামী বই আর এ সংসারে কেউ নাই; সেই সম্বন্ধে তোদের সব্বাইকে দাদা ব'লে ডাকি—যখন যা বলিস্ তখন তাই করি! যদি কখন কিছু ক'র্‌তে না পারি, অম্‌নি যত ইচ্ছা ধ'রে মারিস্, অকাতরে সহ্য করি!—তাতেও তোদের মন ওঠে না! কত কত মিথ্যা কথা ব'লে ব'লে দণ্ডে দশবার মামা মামীকে দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিস্! বামুনের ছেলে শাস্ত্র পড়িস্—ধর্ম্ম কর্ম্ম মানিস্, এ অধর্ম্মের ফল কি তোদের কোন দিনও ফল্‌বে না? না—তা বুঝি ফল্‌বে না! আজ যদি আমার মা বেঁচে থাক্‌ত, তবে কি তোরাই এমন ক'র্‌তে পার্‌তিস্?—না—মামা মামীরই আমি এমন চক্ষুঃশূল হ'তেম্? তোদের পক্ষে সবাই আছে, আমার পক্ষে ত কেউ নাই! এক মা ছিল, তাও আমি হারিয়েছি, তবে আর আমার পক্ষ থেকে তোদের প্রতিবিধান ক'র্‌তে কে আছে? মা ত আর ফিরে এলই না! আর এক মার কথা ব'লে গেল, তার সঙ্গেও ত দেখা নাই! হায় রে আমার

পোড়াকপাল! দেখা-মা ই আমার অদেখা হ'য়ে গেল, তার পর আবার অদেখা-মার দেখা পাব, এ আশাও আমার মনে আসে! যাবার সময় মা আমায় ব'লে গেল—যখন তুই বড় ভয় পেয়ে আমায় ডাক্‌বি, তখনই আমি এসে তোকে কোলে ক'র্‌ব। তা ছাই! এম্‌নি হতভাগা আমি, এই ত মা গিয়েছে—সেও আজ পাঁচ ছয় বছর হ'তে চল্‌ল, এ পর্য্যন্ত ত জলে জঙ্গলে, আঁধারে পাঁথারে, মাঠে ঘাটে, শ্মশানে মশানে, দিন দুপুরে—রাত দুপুরে একা একা কত ঘুর্‌লাম—কত বেড়ালাম, কত গাছে উঠ্‌লাম, জলে ঝাঁপ দিলাম, একা একা কত বনে জঙ্গলে ব'সে কত রাত্রিই কাটিয়ে দিলাম, কত বাঘ দেখ্‌লাম, ভালূক দেখ্‌লাম, চোর দেখ্‌লাম, ডাকাত দেখ্‌লাম, কত ছেলের সঙ্গে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি মাথা ফাটাফাটি ক'র্‌লাম, কত ভাঙ্গ্‌লাম কত চুর্‌লাম, কত লোকের কত ঘর বাড়ী আগুণ দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'র্‌লাম, কত লোক শত্রু হ'ল, কত লোক মার্‌তে এল, কত লোক মেরে ফেল্‌বে ব'লে কত দিন পিছনে পিছনে ঘুর্‌ল, তবুও কি ছাই!—এক দিনের জন্য—এক নিমিষের জন্য—একবারের জন্যও এ পোড়া মনে আমার একটুও ভয়ের সঞ্চার হ'ল? লোকে আমায় যত ভয় দেখায়, ততই আমার সাহস বাড়ে, শেষে ত দেখি—এমন একজন কাকেও পেলাম না, যে আমাকে দেখে ভয় না করে! কিন্তু কখন কাকেও দেখে আমার ভয় হ'ল না। তখন মনে ক'র্‌তাম—ভয় যে আমার হয় না, এ আমার খুব বাহাদুরী, আর খুব আমার কপালের জোর! এখন দেখ্‌ছি—নিতান্তই আমার কপাল মন্দ, নিতান্তই আমি হতভাগা, তাই আমার ভাগ্যে সে ভয় কখন ঘট্‌ল না! ভয় যে আমার অভয়, তা ত আমি বুঝ্‌লাম না? সেই সন্ন্যাসীদাদাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—দাদা! কবে আমি সে ভয় পাব? তিনি ব'লেছিলেন—"যেদিন তুমি একেবারে অভয় হবে!" অভয়ই বা আর হব কি, তাও ত কিছু বুঝি না!—ভয় যার থাকে, সেই ত অভয় হয়? এ জন্মে

যার কখন ভয় হ'ল না, তার অভয় হওয়া অসম্ভব কথা! তবে আর ত কোন ভয় দেখি না, এখন ভয়ের মধ্যে এই এক ভয় যে—ভয়—আমার কেন হ'ল না? মাগো! এর্ উপরে আরও কত কি অদৃষ্টে লিখেছ?—ভয় হ'লে যে তো মার দেখা পেয়ে সে সব আমার খণ্ডিয়ে যায়, তাই মা! আমাকে ভয় দেখাতে তুমিও বুঝি ভয় পাও? নইলে ত মা! শ্মশানে এসে কত লোকে কত ভয় পেয়ে যায়, কি জানি কেমন কপাল আমার, সেই শ্মশানে এলেই আমি আর যেন কোন ভয়ের ধার ধারি না! হায়! হায়! সকলই কি আমার কপালে বিপরীত? এই ত আজ মঙ্গলবার অমাবস্যার মহানিশা, এই ঘোরপ্রান্তরে মহাশ্মশানে জলন্ত চিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একা আমি, ঐ ত মরা মানুষটা চিতার মধ্যে চট্‌পট্‌ ক'রে পুড়্‌ছে, মুখের মাংসগুলো গলে প'ড়ে বত্রিশপাটী দাঁত একেবারে বেরিয়ে প'ড়েছে, দুই চক্ষু পুড়ে গিয়ে চক্ষুর কোটর কত বড় হ'য়েছে, নাকটা পুড়ে গিয়ে মুখখানা একেবারে খাঁদা হ'য়ে প'ড়েছে; শুন্‌তে পাই—কত লোকে এই দেখে ভয়ে আতঙ্কে ছুটে পালায়, আমার কিন্তু ওর্ দাঁত দেখে মুখ দেখে কেবলই হাসি পাচ্ছে!—আমারই যেন এ সংসারে বাপ্‌ নাই, মা নাই, আমার ব'ল্‌তে কেউ নাই! ও বেটা যে চিতায় পুড়্‌ছে, ওর্ ত গণাগোষ্ঠী সবই ছিল, তবু ওর্ পুড়ে যাবার সময় পর্য্যন্ত সে বেটাদের ভর সয় নাই, চিতায় আগুণ জ্বেলে দিয়েই দে—চম্পট! যত বেটা বেটী গাঁয়ে থাকে, সব বেটা বেটীই বলে—ভৈরবঘাটের দিকে দিনে দুপুরে তাকাতে যেন ভয় করে, বেটাদের এত সস্তা ভয় আসেই বা কোথা থেকে, তাও কিছু বুঝি না?—হুঁঃ! হয় ত তারাও আবার ভাব্‌ছে—গঙ্গেশে-বেটার ভয় আসে না ই বা কোথা থেকে, তাও আমরা বুঝি না!! এই ত শ্মশানের স্থানটা প্রায় এক ক্রোশ নিয়ে হবে, মরার বাঁশ, কল্‌সী, চিতা, পোড়াকাঠ, আঙ্গরা, মরার হাড়, মরা মানুষ, মরা মানুষের মাথার খুলি, মরার হাত, মরার দাঁত, মরা মানুষের মাথার চুল, মরার বিছানা বালিশ,

খাট মাহুর, আর মধ্যে মধ্যে এই যে, সারবাঁধা চিতার উপরে নিশান, এ ও ত হাজার বার শ র কম নয়? বাপ্‌রে বাপ্! বাঘের মত কুকুরগুলো লুফে লুফে এক একবার দৌড়ে গিয়ে শেয়ালগুলোর পালের মধ্যে দাপ্‌টে পড়্‌ছে, আর শেয়ালগুলো অম্‌নি পালিয়ে গিয়ে আর একটা মরা ধ'র্‌ছে, কুকুরটা অম্‌নি এ মরাটার খানিকটা খেয়ে অম্‌নি সেটায় গিয়ে কামড় দিচ্ছে! তা ত দিচ্ছে, দিয়েই থাকে; আচ্ছা—রাত্রে ত শ্মশানে কাক শকুন ওড়ে না? তবে এই আমার মাথার উপরে—এ দিকে ওদিকে চারপাশে যেন শকুনের পাখার বাতাসের মত এক একটা সাপট্‌ এসে গায়ে লাগ্‌ছে, শ্মশানের দুই তিন হাত মাটিছাড়া যত দূরে ততই ঘন ঘন ধুঁয়ো ধুঁয়ো চেহারা এসবগুলো কি? (ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে) আরে ম'লো! উপর থেকে, দলে দলে ঝেঁকে ঝেঁকে এসে এক একটা চিতার উপরে দাঁড়াচ্ছে, আর হাতে তালী দিয়ে নাচ্‌ছে! কেমন যেন ছায়া ছায়া—ধুঁয়ো ধুঁয়ো, দেখাও যায় না, আবার দেখাও যায়; (নেপথ্যে ট্যাটাংটী ট্যাটাংটী শব্দ) আরে ম'লো! এ যে আবার শব্দ ক'র্‌ছে! এই গুলোকেই বুঝি ভূত প্রেত পিশাচ বলে? আঃ—মর্! এ গুলো ত সব ঝাঁক্‌বাঁধা গাং-শালিক আর চখাচখী পাখীর মত দেখ্‌বার জিনিস্। উঠ্‌ছে প'ড়্‌ছে—নাচ্‌ছে চেঁচাচ্ছে, লুফোলুফি ক'রে মরা ছেলে গুলো তুল্‌ছে, আর খাচ্ছে। এ ত এক রকমের অদ্ভুত—আকাশে-জানোয়ার। এ গুলো ধ'র্‌তে পার্‌লে খাঁচায় পুরে কত রগড় করা যায়! না—বাবা! এ ছাই গুলো বাড়ীতে পুষে প্রত্যহ প্রত্যহ মরা ছেলে সব খোরাক জোগাবে কে?

নেপথ্যে—(দূরে রোদন-ধ্বনি) "মা গো! মা! এই তোমাকে রেখে গেলাম, আর দেখ্‌তে পাব না মা! আমি আজ থেকে মা-হারা হলেম মা! ছেলে ব'লে সোহাগ ক'রে আর কেউ এসে আমায় কোলে ক'র্‌বে না মা! মা রে মা! রেখে গেলি মা!—এ সংসারে মা-হারা হ'য়ে এখন আমি কার্ কাছে গিয়ে দাঁড়াব মা!"

গঙ্গেশ। এই নাও!—ঐ একটা চিতা ধুয়ে কারা ওরা সব বাড়ী চল্‌ল, ওর্ মধ্যে থেকে কে একটা কান্‌ছে! ওটার কপালও বুঝি আমারই মত!! (উচ্চৈঃস্বরে) যা রে যা! কাল্ সকালে তোর্ সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব! (চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে) আমার মাকেও ত এই শ্মশানে এম্‌নি ক'রেই রেখে গিয়েছি! ওর্ যা যা হবে ব'লে গেল, আমার ত সে সব সারা হ'য়ে গিয়েছে। মায়ের দেখা আমিও যেমন পাচ্ছি, তুই ও তেম্‌নি পাবি, এখন খুঁজে দেখ্ গিয়ে— মামা বাড়ী আছে কি না? শুধু মামা নয়, পণ্ডিত মামা আছে কি না? আর শুধু পণ্ডিত মামা নয়, টোল আছে কি না? আর শুধু টোলও নয়, আমার ভূতনাথ দাদার মত—কাশীনাথ দাদার মত পালের গোদা ছাত্র সে টোলে আছে কি না? আর, ভূতনাথ-দাদারই বা অমন্ ক'রে দোষ দেই কেন? ভূতনাথদাদা ত এ সংসারে অনেক টোলে অনেক আছে, কিন্তু গঙ্গেশের মত হতভাগ্য ছাত্র কবে কোন্ টোলে যুটেছে? হায় রে! এক মা-হারা হ'য়েই আমি জগৎ-হারা হ'য়েছি! মা রে! এই শ্মশানে তুই আমাকে একা ফেলে চ'লে গিয়েছিস্, সেই শ্মশানেই আজ আমি মা! তেম্‌নি আবার একা হ'য়েই এয়েছি। মা! তখনও তোর চিতা ছিল, তাই আমার "আহা!" বলিবার ও অনেকে ছিল, আজ সেই তোর্ চিতার সঙ্গে সঙ্গে মা! আমার সে সবই ধূয়ে মুছে গিয়েছে! মা! আজ তোরও যেমন সন্ধান নাই, তোর্ চিতারও তেম্‌নি সন্ধান নাই। হাঁ মা! চিতার সন্ধান পেলেই কি আর তোর সন্ধান পেতাম? হায়! হায়! তবুও কেন সে চিতা ব'লে এখন ও আমার প্রাণ কাঁদে? আগে যদি জান্‌তাম মা! তবে কি আর আমি তেম্‌নি ক'রে সকলের কথায় তোর্ চিতার কাঠে আগুন ধরিয়ে দিতাম? আহা মা! কত ভাল বাস্‌তিস্ মা! সেই যে চিতার উপরে শুলি, অম্‌নি কি ঘুম ঘুমিয়ে প'লি, আর একবারও ফিরে চাইলি না!—এক দিনও আর কাছে এলি না!—কোলে ক'রে বস্‌লি না!—এক দিনও আর আমায় আদর ক'রে, সোহাগ

ক'রে তেমন ক'রে খাওয়ালি না মা? মা! আমি তোর্ সেই গঙ্গেশ মা!—তুই আমার সেই মা; সেই শ্মশান, সেই চিতা, সেই আমি, সেই তুই, সে সবই মা! আর সবই আছে, তুইই কেবল নাই মা!! আচ্ছা মা! তুইই যেন দেখা দিলি না, তোর মুখেই ত অনেক দিন শুনেছিলাম—তুই যখন আমার সে-মার কথা বল্‌তিস্ মা! তখন ত কতবার ব'লেছিলি,—সে—মা আমার—শ্মশানে থাকে, ছাই মাখে, চিতার আগুনের মধ্যে নাচে। এই ত মা! সেই শ্মশানের সেই জ্বলন্ত চিতা। কৈ মা?—সে মা ত আমার এ চিতার মধ্যে নাচে না? ওঃ—না; তুই যে সে—মায়ের কাছে গিয়েছিস্, এখন বুঝি বারণ ক'রে দিয়েছিস্, তাই তোর্ দেখা-দেখি সে—মাও আমার আসে না। কেন মা! বারণ ক'রে দিয়েছিস্ কেন? সে মার সঙ্গে সঙ্গে পাছে আমি তোর কাছে যাই ব'লে? ব'লেছিলি ত—সে মার সঙ্গে সঙ্গে তুইও থাকৃবি—দুই জনই একসঙ্গে আস্‌বি? হ্যাঁ মা!—আমি তখন কোন্ মাকে আগে মা ব'ল্‌ব মা? তোকে যতক্ষণ দেখ্‌তে না পাব, ততক্ষণ যদি সে মাকে মা ব'লে ডাকি, হাঁ মা! তা হ'লে কি তুই রাগ ক'রবি? সে মাকে আমি ঠিক্ মা ব'লে ডাকৃব, তোকে আর মা ব'ল্‌ব না। তুই এমন ক'রে কাঁদাস্ আমাকে, আমিও তোকে কাঁদাব! হায়! হায়! কবে বা মা! তোর্ দেখা পাব—কবে বা আমার এ অভিমানের সাধ্ মিটাব? ওমা! একবার আয়্ মা!—দেখে যা মা! তোর্ গঙ্গেশের কি দশা!! এই দুরন্ত শীতের রাত্রে এই এক ক্রোশ থেকে আগুন নিয়ে এখনি সেই টোলে যাব, তবে মা! আমার অব্যাহতি! হায়! হায়! এখনও আবার কোন্ মুখে বলি—অব্যাহতি। আজ পাঁচ বৎসর—ছয় বৎসরের মধ্যে এক-দিন এক বেলাও অব্যাহতি পেলাম না! মা রে! আর আমি টোলে ফিরে যেতে পারি না। হয় তুইই এসে দেখা দে, আর না হয় মা! এই শ্মশানেই গঙ্গেশের এ পাপের বোঝা—দেহের

বোঝা এই খানেই আজ ধ্বংসে পড়ুক্! আর আমি পারি না মা! হাঁ মা! তুমি কোথায়? হা মৃত্যু! তুমি কোথায়? (অবসন্ন হইয়া ভূতলে পতন ও অভিভূত অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থানের পর) যাই!—যা ক'র্তে এয়েছি, তাই করি। কেউ আমার না থাক্‌লেও অদৃষ্ট ত সঙ্গেই আছে, আমার আবার ভয়ই বা কি?—দুঃখই বা কি? বুঝেছি মা!—যেমন মা, তেম্‌নি মামা; তেম্‌নি আমার প'ড়ো দাদারা। দেখ—তোমাদের মনে যা যত আছে! যত পার গঙ্গেশ থাক্‌তে থাক্‌তে এই বেলা সব সেরে নেও! —আমিও যত পারি, তা এই বারেই শেষ করি!! (ধীরে ধীরে কল্‌কে লইয়া গাত্রোত্থান, চিতার দিকে চাহিয়া) আরে ম'লো! এখনও যে দপ্ দপ্ ক'রে পুড়্‌ছে! একটু কয়লাও নাই, আঙ্গারও নাই, আগুন গুলো সব চিতার মধ্যে, কাঠগুলো আবার তেম্‌নি মোটা! (অপেক্ষিত নিকটে গিয়া) বাপ্‌রে বাপ্! কাছেও যে এগোন যায় না! জ্বল্‌ছে যেন একেবারে বাড়ীপোড়া বেড়া আগুনের মত!! (একটু সরিয়া আসিয়া) যাই হ'ক, তা ব'লে আর উপায় নাই, আগুন আমাকে নিতেই হবে। (শ্মশানের বাঁশ উঠাইয়া লইয়া চিতার মধ্য হইতে—আগুন টানিয়া ফুঁ দিতে দিতে কল্‌কের উপর উঠাইয়া আবার ফুঁ দিতে দিতে প্রস্থান)।

(খট্বাঙ্গ স্কন্ধে করিয়া নাচিতে নাচিতে
ভৈরবদূত ভূতের প্রবেশ)

ভূত। বেটারা পালিয়ে বাঁচ্‌বেন আমার হাতে! বেটাদের বাপ মায়ে নাম রেখেছে—ভূতনাথ কাশীনাথ। বেটারা সব বামুনের ছেলে হ'য়ে এসেছেন শাস্ত্র পড়্‌তে—তা আবার উঠ্‌তে ব'স্‌তে ন্যায়শাস্ত্র!! বেটাদের যেমন ন্যায়, তেমনি শাস্ত্র, তা বেটারা! তোদেরও যেমন ন্যায়—শাস্ত্র, আমারও তেম্‌নি ন্যায়—শাস্ত্র!! তোদেরও ন্যায়—গঙ্গেশকে মেরে ফেলা, আমারও ন্যায়—তোদের ঘাড় মট্‌কান! বাবা

গঙ্গেশ! বেঁচে থাক্; এম্নি ক'রে দুই চার্টা ভূতনাথ কাশীনাথ যদি প্রত্যহ যোটাতে পারিস্, তা হ'লে ত আমরাও বাবা ভৈরব নাথের পূজা অর্চ্চার অনেকটা সুবিধা পাই। যাক্, বাবার আজ্ঞা ত প্রতিপালন হ'ল, যাই এখন এ সুসংবাদটা বাবাকে দিয়ে আসি!

(সবেগে প্রস্থান)।

(দূর হইতে গম্ভীর স্বরে "জয় জগদম্বে! জয় জগদম্বে!" ধ্বনি করিতে করিতে ত্রিশূল হস্তে ধীর-পদক্ষেপে রক্তাম্বর-বদ্ধকটি ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ধারী রুদ্রাক্ষ-কঙ্কালমালা-শোভিত জটাজূট-বিমণ্ডিত বিভূতিভূষিত ভৈরবের প্রবেশ)।

ভৈরব। (ঊর্দ্ধে নিম্নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক) আ মরি মরি—কি মধুর ভৈরব—নিস্তব্ধতা! কি অনন্ত শান্তি প্রস্রবণ! আনন্দময়ী মায়ের আমার ব্রহ্মানন্দ-লহরী যেন কৈবল্যধাম হ'তে নিষ্যন্দিত হ'য়ে ধরাধাম বিপ্লাবিত ক'র্‌ছে। আ মরি মরি অমাবস্যার মহানিশার এই নবনীরদ-নিবিড়-নীল সৌন্দর্য্য-সাগরে পূর্ণিমার পূর্ণেন্দু-চন্দ্রিকা কি আজ জলবুদ্বুদ-বিন্দু বলিয়া বোধ হয় না? ঊর্দ্ধে ঐ অনন্ত আকাশ, নিম্নে এই বিশাল বিস্তীর্ণ ধরিত্রীমণ্ডল—ইহারই আবার মধ্যস্তরে কখন শূন্য কখন পূর্ণ, কখন বায়ু কখন অগ্নি, কখন মেঘ কখন বিদ্যুৎ, কখন বৃষ্টি কখন রশ্মি, কত রঙ্গে কত তরঙ্গ কত বার আস্‌ছে, কত বার যাচ্ছে, কার সাধ্য তার ইয়ত্তা করে! সুধুই কি এই?—এর মধ্যে আবার কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহপুঞ্জ নক্ষত্র লোক স্তরে স্তরে সুসজ্জিত, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ এক জ্বল্‌ছে আর নিভ্‌ছে, যেন সুবর্ণকুসুমস্তবক-খচিত প্রসারিত নীলাম্বরের উদ্দীপ্ত অঞ্চল বায়ুবেগে একবার উড়্‌ছে একবার পড়্‌ছে—আর সেই সঙ্গে

এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্র জ্যোতিষ্ক-দামও যেন অয়ন ঋতু তিথিভেদে একবার জ্বলে উঠ্‌ছে, অঞ্চলের পরিবর্ত্তনে আবার যেন নিভে যাচ্ছে—কখন দিন কখন রাত্রি, কখন সন্ধ্যা কখন মধ্যাহ্ন কখন শীত কখন গ্রীষ্ম, কখন শরৎ কখন বসন্ত, কখন পূর্ণিমা কখন অমাবস্যা কৃত নিত্য নবপরিবর্ত্তনে এ অঞ্চল একবার উঠ্‌ছে একবার পড়্‌ছে, অথচ লোকে দেখ্‌ছে—আকাশ কেবল শূন্য—শূন্য—শূন্য বই আর কিছুই নয়, এমন অসীম পূর্ণতা কি আর কোথাও সম্ভবে? এই অসীম অনন্ত আকাশের নামই আবার অম্বর, অসম্বরম্ব-রূপিণী দিগম্বরী মা আমার এই অম্বরে গা-ঢাকা দিয়েছেন, পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী যাকে সাধ ক'রে নিজের আবরণ ক'রেছেন, সে যদি শূন্য হয় তবে আর পূর্ণ কার নাম? (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) তা ত হ'ল—বলি! আবরণ ব'লেই কি এমন ক'রে গা-ঢাকা দিতে হয় যে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল আকাশ পাতাল কোথাও আর খুঁজে সন্ধান পাবার উপায় নাই! তুমি গা-ঢাকাই দাও আর যাই কর, ও অসম্বর স্বপ্রকাশ স্বরূপ তোমার অম্বরে কি ঢাকে মা? আমার কিন্তু দেখে বোধ হয়—খেলার ঘোরে উন্মাদিনী বালিকা যেমন আপন ভাবে আপনি আত্মহারা হ'য়ে বসন ভূষণ দূরে ফেলে খেল্‌তে খেল্‌তে এক দিগন্ত হ'তে অন্য দিগন্তে ছুটে পালায়, তেম্‌নি—কি জানি কি খেলার ঘোরে আপন ভাবে আপনি বিভোর হ'য়ে মা! তুই তোর এ দিগম্বর ছুঁড়ে ফেলে উন্মাদিনী উলঙ্গিনী সেজে যেন কোন্ নিভৃত দিগন্তে গিয়ে কোথায় আবার কি খেলা খেল্‌ছিস্, তাই তোর অভাবে তোর বসন এ পূর্ণ আকাশও আজ্ শূন্য হয়ে পড়ে আছে, অম্বরের অঞ্চলে এই স্তরে স্তরে তাই না কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রকৃতির সোহাগের হিল্লোলে ও অভিমানে ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে! হাঁ মা! তুই কি ভারতের গগনাঙ্গনে এসে এ বসন কখনও আর পর্‌বি না? দিগম্বরীর দিগন্ত অঞ্চল ধ'রে ভারত-সন্তান আর কি মা ব'লে মা! তোর কোলে কেউ কখন ঝেঁপে

উঠ্‌বে না? কি জানি মা! কারে নিয়ে তুই কখন্ কি খেলা খেল্‌বি! যার সঙ্গে খেলা তোর—তারই সঙ্গে মেলা তোর, আজ কিন্তু গঙ্গেশকে নিয়ে তোমার সেই খেলার দিন মা! আজ ত—ভবভাবিনীর খেলা যার—ভবের খেলা ঘুচ্‌ল তার—এই ত সেই মাকরী অমাবস্যার মহানিশা, গঙ্গেশের জন্মান্তরে—সেই ত সে দিন—এই রাত্রির জন্যই তোমার প্রতিশ্রুতি!! ভালই হ'ল—এবার ত সে——কোলে উঠিয়ে দেবার ভার আছে আমার উপর——উদ্যোগ অধিবাস যা ক'র্‌তে হবে, তাও ত আজ আমাকেই কর্‌তে হবে। আ মরি মরি——যেমন ভাবৃছিলাম—আকাশ পাতাল কোথাও খুঁজে—মা! তোমার আর সন্ধান পাবার উপায় নাই—তেম্‌নি আজ বিনা সন্ধানে যোগি-যোগীন্দ্রের হৃদয়নিধি আপনি এসে এ ধরাধামে ধরা দিবেন!!! আনন্দময়ী মায়ের দর্শন আজ ত আমি পাবই পাব!! গঙ্গেশ রে বাপ্! তুই ত আজ ধন্য ধন্য, তোর কল্যাণে আমিও ধন্য! দেখি এখন—তোর সেই কৈবল্যের কবাট খুলতে আর কতক্ষণ অপেক্ষা আছে।—(স্বর-পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক নেপথ্যের অভিমুখে উচ্চৈঃস্বরে)—হাঁরে—গঙ্গেশ এয়েছিল, তোরা কেউ দেখেছিস্?

(নেপথ্যে)—(উচ্চৈঃস্বরে) ওঁ বাঁবাঁ? এঁয়েছিঁল—এঁয়েছিঁল। আঁমরা দেঁখেছি দেঁখেছি।

ভৈরব। এয়েছিল ত কোথা গেল?

(নেপথ্যে)—এঁল—বঁস্‌ল—গঁপ্প কঁ'র্‌ল,—তাঁমাক খেঁল,—চঁলে গেঁল।

ভৈরব। কার্ সঙ্গে গল্প ক'র্‌ল রে?

(নেপথ্যে)—আঁজ্ঞা! নিজেঁ নিজেঁই—

ভৈরব। দূর হ আভাগের বেটারা!—

(নেপথ্যে)—হাঁ বাঁবাঁ! তোঁমারই—

ভৈরব। বেটাদের কেবল ঐ বেলায় বিদ্যা।

(নেপথ্যে)—কোঁন বেঁলায় নয় বাঁবাঁ?

ভৈরব। থাম্! থাম্! এখন, বলি—তামাক খেয়ে গেল?—না! ক'ল্কের আগুন নিয়ে গেল?

(নেপথ্যে)—হ্যাঁ! বাঁবাঁ! তাঁই—তাঁই—

ভৈরব। তাই—তাই—কিরে?

(নেপথ্যে)—ঐঁ শেঁষবাঁরে যাঁ বঁলে, তাঁই—

ভৈরব। কল্কের আগুন নিয়ে গেল?

(নেপথ্যে)—হ্যাঁ গোঁ! হ্যাঁ!—হ্যাঁ গোঁ! হ্যাঁ!—হ্যাঁ গোঁ হ্যাঁ!!

ভৈরব। হাঁরে! তোরা ত কেউ তাকে ভয় দেখাস্ নাই?

(নেপথ্যে)—থাঁক্‌লে তঁ?

ভৈরব। হাঁরে! থাক্‌লে ত, কি রে?

(নেপথ্যে)—আঁরে বাঁবাঁ! তাঁর ভঁয় থাঁক্‌লে তঁ তাঁরে ভঁয় দেঁখাব? সেঁ বেঁটার ছেঁলে আঁমাদেঁর বঁলে—চঁথাচঁথী, পাঁথাপাঁথী——এঁকবার বঁলে—আকাঁশের জাঁনোয়ার, এঁকবার বঁলে—খাঁচায় পুঁর্‌ব, ভঁয় দেঁখাব ছেঁড়ে সেঁ বেঁটার ভঁয়ে আঁমরাই দঁশহাঁত তঁফাৎ দিঁয়ে হেঁটেছি। ঐঁ দেঁখ বাঁবাঁ!—আঁবার বেঁটা ঐঁ আঁস্‌ছে!

ভৈরব। (তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া) বাবাজির বুঝি বিদ্যা ফুরিয়েছে?—কল্কের আগুন নিভে গিয়েছে? তাই গঙ্গেশ আগুন নিতে আবার আস্‌ছে। এবার আর আগুন নিভ্‌বেনা। একবার ত আমাকে পরীক্ষা ক'র্‌তেই হবে। দেখি এই চিতার পাশে থেকে, ব্যাপারটা কি হয়?— (চিতার পার্শ্বে উপবেশন)।

(গঙ্গেশের প্রবেশ)

গঙ্গেশ। (ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধস্বরে) খা! ভেড়েরা তামাক্ খা! (আছাড় দিয়া কল্‌কে ফেলিয়া দিয়া) যেমন ভেড়েদের বদ ফরমা'স,—তেম্‌নি ভেড়ের চিতার আগুন! নিভ্‌বি নিভ্‌বি, বেটার আগুন এই খানেই নেভ্! তা না—সেই নেভাই নিভ্‌ল—আমাকে আধক্রোশের পাল্লা হাঁটিয়ে তবে নিভ্‌ল! দেখি আবার সে—ভেড়েদের ক'ল্‌কে গেল

কোথায় ? (ক’ল্‌কে খুঁজিয়া তুলিয়া ক’ল্‌কের তামাক পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া) যেমন ভেড়ের ক’ল্‌কে তার তেম্‌নি ভেড়ের তামাক ! দেখ দেখি—ভেড়ের তামাক আবার আমি এখন এই চিতার ছাইগাদার মধ্যে থেকে কি ক’রে ছাই খুঁজে বের্ করি ? (সম্মুখে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) ঐ বেশ্ হ’য়েছে! কোন্ ভেড়েরা যেন মরা পোড়াতে এয়েছিল, এক তাল তামাক ফেলে চ’লে গিয়েছে। ভালই হ’য়েছে—এই ভেড়েদের তামাক নিয়ে, ঐ ভেড়েদের খাওয়াই, (তাল ভাঙ্গিয়া তামাক উঠাইয়া ক’ল্‌কেয়্ সাজিয়া) আরে ম’লো! আমিও ত কম বোকা নই ? আবার সেই আপদ্—পথে গিয়ে বেটার আগুন অমনি ক’রেই নিভে যাবে, কি আপদেই প’ড়্‌লাম আজ! আগুন নিয়ে যাইই কি ক’রে ? যাঃ—ভেড়েরা! এবার আর ক’ল্‌কে ফ’ল্‌কেয় নয়, ঐ চিতার একখানা কুঁদো কাঠ কাঁধে ক’রে রওনা দেই! যা থাকে কপালে—ভেড়েদের মুখে গিয়ে ঠেসে ধর্‌ব—খা ভেড়েরা! তামাক খা! (সবেগে চিতার নিকটে গিয়া কাঠ ধরিয়া টান—)।

(চিতার পার্শ্ব হইতে গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার করিয়া ভৈরবের উত্থান)

ভৈরব। কে—রে !—

গঙ্গেশ। (ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া) কি—রে !—

ভৈরব। দাঁড়া—ঐ খানে—

গঙ্গেশ। তুই আয়্ না !—

ভৈরব। (সক্রোধে) আমি আস্‌ব ?—(ত্রিশূল উদ্যত—করিয়া ভয়-প্রদর্শন পূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া গঙ্গেশের সম্মুখে আগমন)।

গঙ্গেশ। (ভ্রুকুটী-ভঙ্গী করিয়া) আরে বেটা! আমাকে ভয় দেখাস্ ? বেটার হাতে ত্রিশূল, আমার হাতে কিছু নাই—না ? এই আয়্ তোকে দেখাচ্ছি! (জ্বলন্ত-চিতাকাষ্ঠ উত্তোলন করিয়া ভৈরবের প্রতি আঘাতের উদ্যম)।

(ভৈরবকর্ত্তৃক বামহস্তে গঙ্গেশের হস্তধারণ ও গঙ্গেশের হস্ত হইতে চিতাকাষ্ঠ পতন)

ভৈরব। (বীভৎস স্বরে)—কেমন ?—

গঙ্গেশ। (ক্ষুব্ধ হইয়া) তুই বেটা আমাকে ধ'র্‌লি কেন ?

ভৈরব। কার্ আদেশে তুই চিতায় হাত দিলি ? জানিস্ ত এ শশ্মানের নাম ভৈরবঘাট ; আমি সেই—শ্মশানের রাজা ভৈরব। হতভাগা ছেলে! এখনি আমি তোকে আছ্‌ড়িয়ে মার্‌ব! বল্! তুই—কার আদেশে চিতায় হাত দিলি ?

গঙ্গেশ। তুমি বল—কার্ আদেশে আমার হাত ধ'র্‌লে ?

ভৈরব। আমি তোর হাত ধ'রেছি মার আদেশে।

গঙ্গেশ। আমিও চিতার কাঠ তুলেছি আমার আদেশে।

ভৈরব। তোমার আদেশেই তুমি কাঠ তুলেছ ? খুব আদেশ বটে !!

গঙ্গেশ। আমার আদেশ নয় ত কার আদেশ ? আমি গঙ্গেশ, কোন্ বেটার আদেশের ধার ধারি ? তুমি যে আমার হাত ধ'র্‌লে তোমার মার আদেশে, বল দেখি তোমার সে মা টা কে ?

ভৈরব। ওঃ !—বেটার কি অহঙ্কার রে !—আমার মা কে ?—

গঙ্গেশ। অহঙ্কার আবার কি ? বল না—তোমার মার নাম কি ?

ভৈরব।—শুন্‌বি ?—আমার মার নাম—শ্যামা।

গঙ্গেশ। ও—রে বেটা ! সে যে আমারই সে—মা। আমার মা ব'লে গিয়েছে —সে মা আমার মা, বেটা তার নাম রেখেছে শ্যামা। ছাড়্ বেটা ! আমার হাত ছাড়্ ! আমার মা হুকুম দিয়েছে আমাকে মার্‌তে ? না !

ভৈরব। গঙ্গেশ ! এখনও বল্‌ছি—সাবধান হ ! এখনও বল্‌ছি—আমাকে দেখে ভয় কর্ ! এখনও বল্‌ছি—যদি নিস্তার পেতে চাস্ এইবার আমার শরণাগত হ !

গঙ্গেশ। তোকেও বল্‌ছি—তুই সাবধান হ ! আমাকে দেখে ভয় কর্, আর শেষকালে সেই যে কি বল্‌লি তাও হ !

ভৈরব। এই—হই (ত্রিশূল মাটীতে পুঁতিয়া দুই হস্তে গঙ্গেশের দুই গ্রীবা ধরিয়া ভ্রুকুটী ভঙ্গী পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া) বুঝেছি— যা না হ'লে, তা—তোর্ হ'চ্ছে না !

গঙ্গেশ। (ভৈরবের মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া

হঠাৎ সভয়ে চক্ষুঃ-নিমীলন ও দুই হস্তে দুই চক্ষুঃ আচ্ছাদন সর্ব্বাঙ্গে থর থর কম্প, ভীত স্বরে) মাগো মা!—মলেম গো!—মলেম!! মলেম!! (পতন ও মূর্চ্ছা)

ভৈরব। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) এই ত দীনদয়াময়ি! এই ত তোমার দয়ার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'ল! এ কিঙ্করের প্রতি যা আদেশ তোমার, কিঙ্কর ত তা ক'র্‌ছে মা, এখন আর যা বাকি আছে, সিদ্ধেশ্বরি নিজে এসে তা সিদ্ধ কর!—(গঙ্গেশের প্রতি) আমরি মরি! গঙ্গেশ রে! আজ এই এক জন্মে তোর্ জন্মান্তর, এক দেহে তোর্ দেহান্তর! এ শ্মশানে সকলেই ত এম্‌নি ক'রে এসে ম'রে পড়ে, কিন্তু তোর্ মত এমন ম'রে বেঁচে ওঠে কয়জন? আহা! বাছার আমার ত বিভীষিকার মূর্চ্ছা নয়, যেন অভিমানের গভীর নিদ্রা!—

গঙ্গেশ রে!——

মা-হারা ত এ সংসারে অনেকেই হয় রে।
কিন্তু,—হারা-মা আজ এমন ক'রে কারে ধরা দেয় রে!!
মায়ের মুখে মায়ের কথা অনেকেই ত শোনে রে।
কিন্তু,—এমন ক'রে মনে প্রাণে ক-জনে দিন গণে রে!!
তোর্,—ঘুচ্‌ল এ দিন—এল সে দিন দীনতারিণী মার কোলে—
চল্‌লি রে বাপ্! ঘুচ্‌লরে তাপ্, দিন যামিনী "মা" বলে।
আয় রে বাছা! আয়রে আমার আয় রে গঙ্গেশ! আয় রে আয়!
আয় রে তোরে কোলে ক'রে ধন্য করি আজ আমায়।
এই লোভেই বাপ্! কৈলাস ছেড়ে শ্মশানভূমে করি বাস।
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে উঠিয়ে দিতে প্রাণে আশ।
সবাই আমায় ভিক্ষুক জানে, আমি ভিক্ষুক এই ভিক্ষায়।
আমার ভিক্ষার শেষ দক্ষিণা দক্ষিণা-চরণ-দীক্ষায়।
তোর্ কি রে বাপ্! ভয় আছে আর, যার জননী অভয়া।

তোর—ভয় ঘুচাতে ভবদারা পেতেছেন এই ভয়ের মায়া।
আজ হ'তে বাপ্! অভয় হ'লি, আর পাবি না কোন ভয়।
অন্যে পরে কা কথা? আজ্ মৃত্যুঞ্জয়কে করলি জয়!!

গঙ্গেশ রে! আজ ভৈরব দেখে ভয় পেয়েছিস্, তাই কি মায়ের উপর অভিমান ক'রে মাটীতে এ গড়াগড়ি? মায়েরই বা দোষ কি বাপ্!—ভৈরবেরই বা দোষ কি? তুই যে এই ভয় পাবার জন্য দিন রাত্রি কেঁদেছিস্! তাই না মায়ের আদেশে তোকে আজ ভয় দেখাতে আমি এসেছি! এ ভয় না পেলে যে তোর্ ভবের ভয় ঘোচে না! তোর ভয় না ঘুচ্‌লেও যে, কোলের ছেলে কোলে না পেয়ে শিবসীমন্তিনী শান্ত হন না!—তাই না বাপ্! আজ আমার এ ঘোর নিষ্ঠুরতার অভিনয়! নইলে এমন পাষাণ প্রাণ এ সংসারে কার আছে যে, এমন ভুবনবিজয়ী সৎসাহসী শিশুর বীর—বিক্রম দেখে বিমুগ্ধ না হয়? আয় রে বাপ্! আর অভি-মানে কায নাই। আমার অভিনয় আমি শেষ করি!—মা আমাকে তোমার ভয় দেখাতেও যেমন পাঠিয়েছেন, ভয় ঘুচাতেও তেম্‌নি পাঠিয়েছেন। (গঙ্গেশের দুই পাশে দুই হাত দিয়া উঠাইতে উঠাইতে)—ওঠ বাপ্! ওঠ! আয় রে বাপ্! আজ কোলে আয়!—গঙ্গেশ রে! এই সকল ভয় ঘুচল বাপ্! আর ভয় নাই!—ভয় নাই!! এইবার একবার চেয়ে দেখ—কে আমি তোমায় কোলে ক'রেছি!—(ক্রোড়ে ধারণ)

গঙ্গেশ। (ভৈরবের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ে ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না)

ভৈরব। হাঁরে গঙ্গেশ! আবার কাঁদিস্? এই চেয়ে দেখ্—কে আমি!

গঙ্গেশ। (মাথা উঠাইয়া সভয়ে ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে সানন্দে) একি? তোমাকে যে আমার সেই সন্ন্যাসী দাদার মত দেখাচ্ছে, সত্য কি তুমি আমার সেই সন্ন্যাসী দাদা? হাঁ সন্ন্যাসী দাদা! তুমি আমাকে এমন ক'রে ভয় দেখালে?

আমাকে যখন তুমি মামাবাড়ী নিয়ে এস, সেই সময়ে পথের মধ্যে আমি তোমাকে ব'লেছিলাম—আমার আর কারেও দেখে ভয় করে না, কেবল তোমাকে দেখে ভয় করে; তখন তুমি হেঁসে ব'ল্লে—"ভয় ক'রেই এই, এর পর ভয় না ক'র্‌লে তুমি যে আমার কি ক'র্‌তে, তা ত কিছু ভেবেই পাই না!" সত্য সত্যই সন্ন্যাসী দাদা! তখনও আমার তোমাকে দেখে ভয় ক'র্‌ত; তবে তা জেনে শুনেও তুমি আমাকে এমন ক'রে ভয় দেখালে কেন? অই—ত আমি এখনও ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি না—তুমি সত্য সত্যই আমার সেই সন্ন্যাসী-দাদা?—না—আর কেউ? তোমার পায়ে ধরি, সত্য ক'রে বল তুমি কে?

ভৈরব। গঙ্গেশ! তখন আমি তোমার সন্ন্যাসীদাদা ছিলাম, এখন আমি তোমার গুরুদেব। শুনেছ ত—এ শ্মশানের নাম ভৈবরঘাট; এ শশ্মানের রক্ষার ভার আমার উপরে, আবার এই শ্মশানের অধিকার যতদূর তার—সমস্ত লোকের সাধন-সিদ্ধির কর্ত্তৃত্বের ভারও আমার উপরে। তোমার মায়ের জন্মান্তর—সাধনার বল যা ছিল, সেই বলে তিনি তোমার মত সন্তান গর্ব্ভে ধ'রেছিলেন, সেই বলেই তোমার মায়ের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে ছদ্মবেশে সন্ন্যাসি-মূর্ত্তিতে আমি তাঁকে দর্শন দিয়েছিলাম, আমার এ প্রত্যক্ষ-রূপ দর্শনের উপযুক্ত সিদ্ধি সাধনার বল তাঁর ছিল না। যা হোক্, সেই প্রসঙ্গে তুমি তোমার সন্ন্যাসীদাদাকে পেয়েছিলে। সে সন্ন্যাসী-দাদা আর কেউ নয় আমিই; এই ভৈরবঘাটে—আমারই নাম বিজয়-ভৈরব।

গঙ্গেশ। (হঠাৎ—কিয়া সবিস্ময়ে সভয়ে ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া) আবার তুমি এ কি হ'লে? আবার যে সেই—দেখে ভয় হ'চ্ছে—আবার যে আমার বুকের ভিতর ধড়্‌ফড়্ ক'র্‌ছে—গা কাঁপ্‌ছে! সন্ন্যাসীদাদা! তুমি যে হও, সে হও—ভৈরব হও—মহাদেব হও—(কৃতাঞ্জলিপুটে) দোহাই তোমার পায়ে ধরি—আমাকে আর এমন ক'রে ভয় দেখিও না! ওগো মা! মা গো!—ম'লেম!—

ম'লেম!—(ভৈরবের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া অতি বেগে হস্তপদাদি কম্পন)

ভৈরব। (সহাস্যে) বুঝেছি বাপ্! একেবারে ভয়ের শেষ না হ'লে আর তোমার এ ভয় ঘুচ্‌ছে না! গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!—ভয় নাই!—ভয় নাই!—(কোল হইতে মাটীতে নামাইয়া নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া) কেমন? এখন ভয় গিয়েছে ত?—

গঙ্গেশ। (ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া) না—আমার এখনও ভয় কর্‌ছে। (দুই হস্তে দুই চক্ষুঃ আচ্ছাদন)

ভৈরব। হাঁরে গঙ্গেশ! তোর যাতে আর ভয় না হয়, তার জন্য তোকে আমি যদি কিছু দেই, তা হ'লে তুই তা নিবি কি?—

গঙ্গেশ। (চোক বুজিয়াই) নেব! কৈ?—দাও না!—

ভৈরব। তুই ভয়ে মুখ তুলে আমার দিকে চাইবিই না, তা, দেব কি ক'রে?

গঙ্গেশ। (হাত পাতিয়া) এই ত হাত পেতেছি, দাও না!—

ভৈরব। (সহাস্যে) হাঁরে! কি ক'রব? তা যে একবারে হাতে দেওয়া যায় না!

গঙ্গেশ। না হয় তুমি বারে বারেই দাও না, আমি নিচ্ছি।

ভৈরব। ওরে! বারে বারেও না, একবারেও না; দেওয়া একবারেই যায়, কিন্তু হাতে দেওয়া যায় না।

গঙ্গেশ। সে আবার কি?

ভৈরব। কি, তা তোকে ব'ল্‌ছি, তুই আমার একটা কথা শোন্।

গঙ্গেশ। কি কথা?

ভৈরব। কথা আর কিছুই নয়, তুই গঙ্গার জলে নেমে একটা ডুব দিয়ে স্নান ক'রে আয়!

গঙ্গেশ। (ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া) ঘাড়ে টিপে মার্‌বে না ত?

ভৈরব। (সহাস্যে) আ রে পাগল! ভয় নাই—ভয় নাই!

গঙ্গেশ। ভয় থাক্ আর না থাক্, আমি তা কিছুতেই পারব না! আমি যেমন জলে নেমে ডুবটি দেব, আর অমনি তুমি আমার ঘাড়্টি মট্‌কাবে!

ভৈরব। না, ঘাড়্ মট্‌কাব না, যা তুই স্নান ক'রে আয়।

গঙ্গেশ। না, আমি তা কিছুতেই যা'ব না।

ভৈরব। তুই জলে নেমে স্নান ক'র্‌বি না?

গঙ্গেশ। না, আমি তা কিছুতেই ক'র্‌ব না!

ভৈরব। (সহাস্যে) তা ক'র্‌বে কেন? যার মায়ের এত সোহাগ, সে ছেলে কি আর জলে নেমে স্নান করে? বুঝেছি—ও কর্ম্ম আমার হাতেই হবে!

গঙ্গেশ। (সভয়ে) কি কর্ম্ম?

ভৈরব। আরে! ভয় নাই—ভয় নাই! আমি মার্‌ব না, তুই জলে নাম্!

গঙ্গেশ। মার্‌বে না, তবে তোমার হাতে হওয়াটা কি? দোহাই! তোমার পায়ে ধরি, আমি জলে নাম্‌তে পার্‌ব না।

ভৈরব। আচ্ছা, না পার্‌লি তুই এই খানেই দাঁড়া, এই দেখ্ আমার হাতে হওয়াটা কি? (গঙ্গাজলে অবতরণ ও অঞ্জলিপুটে জল লইয়া গঙ্গেশের মস্তকে অভিষেক) কেমন বাবা! এখনও ভয় করে?

গঙ্গেশ। (স্তম্ভিত—ভাবে স্থির—দৃষ্টিতে ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান)

ভৈরব। (গভীর স্বরে) গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!——

গঙ্গেশ। (পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর)

ভৈরব। গঙ্গেশ!—

গঙ্গেশ। (কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্-গদ-কণ্ঠে) কি বাবা!—

ভৈরব। আয়, দেখি বাপ্!—আয় আয়্!

(ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কৃতাঞ্জলিপুটে—)

জয় দীনদয়াময়ি !

শরণাগতবৎসলে——সর্ব্বমঙ্গলে !

জয় যোগীন্দ্রদুর্লভে—সন্তান-সুলভে মা !

জয় মা ! কেবল তোমার মা-নামেরই জয়।

(কিয়ৎকাল ধ্যানাবস্থিত হইয়া গঙ্গেশের দক্ষিণকর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার মহামন্ত্র-দান—মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত এবং নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত হস্তস্পর্শ করিয়া)

গঙ্গেশ !—

গঙ্গেশ। (কৃতাঞ্জলিপুটে)—

কৃতার্থঃ কৃতার্থঃ কৃতার্থোঽস্মি শম্ভো।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো দীনবন্ধো !!
বিমুক্তোঽপি মুক্তঃ পুনশ্চাস্মি মুক্তঃ।
পরং ব্রহ্মতত্ত্বং মহামন্ত্রমুক্তঃ ॥

গতং মে ভয়ং সঙ্গতঞ্চাভয়ং মে।
জিতং সর্ব্বমেতন্নাজিতং কিঞ্চিদস্তি ॥
মিতং সর্ব্বমেতন্নামিতং কিঞ্চিদস্তি।
হিতং সর্ব্বমেতন্নাহিতং কিঞ্চিদস্তি ॥

পদাম্ভোজপ্রান্তে মতি দীয়তাং মে।
পদাম্ভোজপ্রান্তে গতি দীয়তাং মে ॥
পদাম্ভোজপ্রান্তে রতি দীয়তাং মে।
পদাম্ভোজপ্রান্তে নতি দীয়তাং মে ॥

দাসোঽস্মি ভৃত্যোঽস্মি চ কিঙ্করোঽস্মি
তবৈব পাদাম্বুজ-সেবকোঽস্মি।

ন চাস্মি কস্যাপি ন মেঽস্তি কশ্চিৎ
পুত্রোঽস্মি তে ত্বঞ্চ পিতাসি সচ্চিৎ।

জয় গুরো শ্রীগুরো শম্ভো করুণামৃতবারিধে।
চরণাম্ভোজকিঞ্জল্কে স্থানং মে দীয়তাং প্রভো!!

(চরণতলে দণ্ডবৎ পতন)

ভৈরব। (সস্নেহে দুই হাত ধরিয়া গঙ্গেশকে উঠাইতে উঠাইতে)
উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সত্যং তাতোঽস্মি তে সুত।
পশ্য রেঽদ্য মদঙ্কস্থো জগদম্বা-পদাম্বুজং॥—
(গঙ্গেশকে বামক্রোড়ে করিয়া দক্ষিণহস্তে চিতাগ্নি-মণ্ডলে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া)
গঙ্গেশ!—দেখ্ দেখি বাপ্! ঐ কে—রে!—

গঙ্গেশ। (সচকিতে সোল্লাসে)—

"শবশিব-হৃদয়সরোজ-নিহিত-দক্ষিণচরণা।
জয়তি কাপি মে মধুর-মধুর-হসিতাননা দিগ্বসনা লোলরসনা॥

(ভৈরবের কোল হইতে দুই হাত বাড়াইয়া, মা!—মা!—মা!—
বলিয়া ঝাঁপিয়া অগ্নিমণ্ডলে পড়িবার চেষ্টা)।

(অগ্নিমণ্ডল ভেদ করিয়া গঙ্গেশকে কোলে করিবার জন্য
প্রসারিত-ভুজলতা মা মুক্তকেশীর আবির্ভাব)—

মা। আয়্! আয়্! আয়্ বাছা আমার! অনেকক্ষণ কোলে করি নাই!!

ভৈরব। (সহাস্যে মায়ের প্রতি) তোমার ত মা! ক্ষণই বটে, জীবের কিন্তু যুগযুগান্ত! (গঙ্গেশের প্রতি) গঙ্গেশ! বাপ্ বল্ দেখি—এখন আমার কোলেই থাক্‌বি?—না—ওঁর কোলেই যাবি?

গঙ্গেশ। গুরুদেব! তোমার থাক্‌ব চরণতলে, কোলে উঠ্‌ব মার। (মায়ের

প্রতি) "মা! মা! মা!" (ঝাঁপিয়া মায়ের কোলে উঠিতে চেষ্টা, উভয় বাহু প্রসারণে জগদম্বা কর্ত্তৃক ক্রোড়ে ধারণ)

মা। (সস্নেহে গঙ্গেশের শিরোঘ্রাণ, মুখ চুম্বন ও চিবুক ধারণ করিয়া) বাছা আমার! কেমন ছিলি?

গঙ্গেশ। (অভিমানে মুখ ভার করিয়া) মা তুই যেমন রেখেছিলি! হাঁ মা! তুই মা থাক্‌তে আমি মা-হারা ছেলে মা! এক তোকে হারিয়েই আমি সব হারিয়েছিলাম মা!

মা। কেমন বাবা! এবার বুঝে এলে ত?—মা না থাক্‌লে কি হয়?

গঙ্গেশ। "মা না থাক্‌লে কি হয়" তা ত আমি বুঝ্‌লাম মা! কিন্তু ছেলে না থাক্‌লে কি হয়, তুমি কি তা বুঝ্‌লে মা?

মা। (সহাস্যে) সে বুদ্ধিটা আমার চিরকালই হ'ল না বাবা! কে যে আমার নিকটে আছে, আর কে যে আমার দূরে আছে, এ কাল সে কালের মধ্যে কোন কালে তা আমি বুঝে উঠ্‌তেই পার্‌লাম না।

গঙ্গেশ। ওমা! যার দূর থাকে না, নিকট থাকে না, এমন মার ছেলেও কখন না থাকাই ভাল!

মা। গঙ্গেশ! তা যদি মনে ক'র্‌তে পে'রে থাক, তবে ত তা তা—ই।

গঙ্গেশ। তা যদি মা! তা—ই হয়, তবে ত তোমারও কেউ ছেলে নয় মা, তুমিও কারু মা নও মা! তবে আবার মা! মিথ্যা—মিথ্যি "কেমন ছিলি" ব'লে এত সোহাগ দেখাচ্ছ কেন? (মায়ের বক্ষঃস্থলে মুখ রাখিয়া অভিমানে রোদন)।

মা। আমি, কিছুই না হই, তবু "মা" হই, কাঁদিস্ না রে বাপ্! কিছুতেই গলি না আমি বিনা তোদের দুখের তাপ!

গঙ্গেশ। (দুই হাতে মায়ের কপোল-প্রান্ত হইতে মুক্তকেশ সরাইয়া মুখমণ্ডল তুলিয়া) হাঁ মা! বল্ দেখি—আমার কি একটু অপরাধ পেয়ে এমন ক'রে পায়ে ঠেলে দূরে ফেলে দিলি? আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলিস্—তোর দূরও নাই, নিকটও

নাই! সত্য ক'রে বল্ দেখি মা!—এমন অপরাধ কি ক'রেছিলাম ?

মা। এক অপরাধ এই ত ছিল, ভেবেছিলে—এই না?
বিদ্যা বুদ্ধি নইলে ভবে আমারে কেউ পায় না!

গঙ্গেশ। তাই না হয় মা! তাই হ'ল; তাই 'ব'লে মা! এমন ক'রে মা—হারা ক'রে এত দুঃখ যাতনা দিয়ে এমন ক'রে কাঁদালি কেন মা? দুঃখেও আমার দুঃখ ছিল না মা!, মা! "আমার মা নাই" কেবল এই দুঃখেই বুক ফেটে গিয়েছে মা!

মা। (গঙ্গেশের মুখ ধরিয়া) আমি কি ক'র্ব বাবা! তুমি যে অপূর্ণ সাধনায় সিদ্ধি না পেয়ে রে'গে ব'লেছিলে—"চাই না আমি অমন্ মা, আমি এ সংসারে একাই থাক্‌ব!" তাই না আমাকে দূরে থাক্‌তে হ'য়েছিল! যতক্ষণ তোমার সে সাধ না মিটেছে, ততক্ষণ আমি তোমার কাছে আসি কি ক'রে?

গঙ্গেশ। আচ্ছা মা! তবু ত আমার মা ছিল?

মা। সাধন কি আর একেবারে মিথ্যা হয় বাপ্! ফল প্রতিফল দুই ই—ত তোমার ফলেছে! মায়ের ছেলেও হ'লে, মা-হারাও হ'লে!—মাকে হারালেও, আবার আজ এই——মাকে পেলেও!! এখন বুঝ্‌লে—সিদ্ধি সাধনা সত্য কি না?

ভৈরব। তুমি এম্‌নি ক'রেই বুঝিও মা!

গঙ্গেশ। সত্যই মা! ফল প্রতিফল দুই—ই ফলেছে,—আজ আমার আর চাইবার পাইবার কিছু নাই!

মা। সে কি গঙ্গেশ? আজ যে তোকে না চাইলেই হ'বে না বাপ্!

গঙ্গেশ। কেন মা? কি চাইব?

মা। (অধোবদনে) বাপ্‌রে! আজ আমার মুখ অবনত ক'র্‌লি! আমাকে যে পেয়েছে বাপ্! তার যে কিছু পেতে বাকি নাই, তা ত আমি জানি, কিন্তু বাবা! মা হ'য়ে যখন আসি আমি, তখনই ছেলের হাতে কিছু না দিয়ে থাক্‌তে পারি না বাপ্! যে শাস্ত্রের সাধনায় তুমি আজ সিদ্ধ, আমিও যে সেই শাস্ত্র—

অনুসারেই ফল দিতে বাধ্য। তাই তুমি কিছু না চাইলেও আমাকে যে দিতেই হবে বাপ্!—

গঙ্গেশ। হাঁ মা! তাইতে কি ডা'ন দিকের নীচের হাতখানি তুই দিন রাত্রি অমন্ ক'রে ঝুলিয়ে রাখিস্? হাঁ মা! ঐ হাতখানি না তোর্ বরের হাত বলে? (মায়ের মুখখানি ধরিয়া) হ্যাঁ মা! প্রতিদিন তুই কত জনকে বর দিস্ মা!

মা। যখন যাবে বাবা! কোলে ব'সে ব'সে দে'খো!—

গঙ্গেশ। আচ্ছা, তা দেখ্‌ব! এখন আমাকে কি দিবি!—তা দে—

মা। এই যে বল্‌লি—কিছু চাইবি না!

গঙ্গেশ। আমি কি কিছু চাচ্ছি মা! তুইই যে বল্লি—তোকে দিতেই হবে।

মা। তবে বল্—কি চা'স্?

গঙ্গেশ। সে কি মা? আমি ব'ল্‌ব কি ক'রে? তোর্ আঁচলে কি বাঁধা আছে, তা তুইই জানিস্!

মা। তবে আমিই বলি—শোন্ রে গঙ্গেশ! তোর্ মামাবাড়ীর দেশের লোক—সবাই তোকে মূর্খ জানে, এ দুঃখ আমার সয় না বাপ্!

গঙ্গেশ। (অভিমান-স্বরে) তবে বল—মামার ঘরের যে কখানা পুঁথি আছে, তাতেই আমার বিদ্যা হো'ক্!

মা। (গঙ্গেশের মুখ তুলিয়া) কেন বাবা! অভিমান করিস্? আমি ত তোকে তা বলি নাই! তোর মামার ঘরে কেন বাবা!— আমার এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ঘরে যত বিদ্যার পুঁথি আছে, আজ্ হ'তে তুমি তার সর্ব্ববিদ্যায় সিদ্ধবিদ্য হ'লে!—

বাবা! আমি যার মা মহাবিদ্যা তার্ কি বিদ্যার অভাব রে!
জীবের—অবিদ্যাভেদ যায় রে দূরে আমার বিদ্যার প্রভাবে!!

বিদ্যা আমি—আমি বিদ্যা—বিদ্যা মন্ত্র যন্ত্র।
মন্ত্র—যন্ত্র—বিদ্যা সূত্রে গাঁথা আমার তন্ত্র॥

ধর বাবা! এই বিদ্যার ভাণ্ডার আজ হ'তে তোমার হাতে দিলাম!!

ভৈরব। সেই দেওয়াই দেও মা! কিন্তু টোলের কিল না খেলে আর্ না!!

মা। ভৈরব! তুমিই না! সে টোলের অধ্যাপক?

ভৈরব। তোমার ছেলেগুলি যে কেমন, তা ত আর দেখ্‌বে না?

মা। সেটা নিজে নিজে দেখ্‌লেই পার!

ভৈরব। তাই ত! এখন ত দয়াটা বড় বেড়েছে! কোলে ক'রে ঘরে এনে দিলে তখন সোহাগ ক'র্‌তে অনেক মা ই পারেন্!

মা। তোমারও ত ভ্রুকুটীভঙ্গী বই আর কিছু নয়?

ভৈরব। (কৃতাঞ্জলিপুটে) সেও—ঐ দয়াময়ীরই আজ্ঞার ফল!!

গঙ্গেশ। হ্যাঁ মা! তোরা দুজনে ঝগ্‌ড়া আরম্ভ ক'র্‌লি?

মা। দেখ না বাবা! উনি তোমাকে নিতে চান্!

গঙ্গেশ। বাঃ! উনি নেবেন্ না? আন্‌লেন্ উনি, রাখ্‌লেন্ উনি, দিলেন্ উনি, উনি নেবেন্ না? তুমি ত মা! হাতে পেলে কোলে ক'র্‌বে? তোমার চেয়ে বাবার ভরসা অনেক বেশী!!

ভৈরব। (স্বগত) হাঁ! তুমি কোলে ব'সে ব'সে খুব বাহবা দাও! (প্রকাশ্যে) গঙ্গেশ! নেমে আয়্ ত!

গঙ্গেশ। (মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) ও মা! তোমার পায়ে পড়ি! বাবাকে দেখে ভয় করে!

মা। আবারও ভয়?

গঙ্গেশ। না—মা!—তা না, বাবার ভয় নয়, যাবার ভয়—আমি তোর্ কোল থেকে নাম্‌ব না!

মা। না বাবা! তোমাকে যেতেই হবে, উনি ডাক্‌লে আমি তোমাকে রাখ্‌তে পারি না।—

"অভীষ্টদেবে রুষ্টে চ রক্ষণে সক্ষমো গুরুঃ।
ন সমর্থা গুরৌ রুষ্টে রক্ষণে সর্ব্বদেবতাঃ॥

ভৈরব। ওরে পাগ্‌লা! কোলে থাক্‌লেই, দেখা যায় না ওঁরে।
দেখ্‌বি যদি, আয়্! তবে আয়্! স্বরূপ দেখাই তোরে॥

গঙ্গেশ। দেখ্ মা! তোর্ দুখানি পায়ে ধরি, তুই একটু এখানে দাঁড়া, আমি একবার দৌড়ে গিয়ে বাবার ওখান থেকে তোকে দেখে আসি—কেমন দেখায়!!

(বলপূর্ব্বক কোল হইতে নামিয়া ভৈরবের নিকটে গমন)

মা। ওরে গঙ্গেশ! শোন্—শোন্! ওখানে গেলে শীঘ্র আস্‌তে পার্‌বি না।

গঙ্গেশ। আভাগের বেটি! এলাম কোন্‌খান দিয়ে?

মা। আচ্ছা—তবে দেখ্!—

গঙ্গেশ। (যাইতে যাইতে মায়ের দিকে তর্জ্জনী হেলাইয়া) দেখ মা! তুমি ঠিক্ দাঁড়িয়ে থেকো!

মা। আমি তোকে না দেখ্‌লেই বে-ঠিক্ হ'য়ে যাব।

গঙ্গেশ। না—মা!—না, মাটি লক্ষীটি! এই আমি এলাম ব'লে! (দৌড়িয়া গিয়া ভৈরবের করাঙ্গুলী গ্রহণ)

ভৈরব। (তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া) দেখ্‌দেখি বাপ্!—স্বরূপ কেমন?—

গান। (১৬)

ঐ সে মহেশ-মনোমোহিনী;—
কিবা, প্রেমে টলমল, মদে ঢল ঢল,
অলস বিহ্বল ত্রিভঙ্গিনী॥

সজল জলদ শ্যামাঙ্গ সুষমা, নিরুপায়ে মায়ের রূপের উপমা;
স্মরহরে স্মর-সমর-বিষমা,
সম-রসে সম-সমর-রঙ্গিণী॥

চরণলম্বিত বিগলিত বেণী, বিধুমুখে সুধামাধুরী-দামিনী;
কিবা ভাবাবেশে, আসে হেসে হেসে,
স্খলিত চরণে গজেন্দ্রগামিনী॥

সমুন্নত ধরাধর পয়োধর, গঙ্গেশ রে! তোর্ স্তন্যভারে আজ কাতর;
সে ভার্ কেবা ধরে, ধর রে অধরে,
(আজ) তোর্ তরে অধরা ধরাধর-নন্দিনী॥

দেখ্‌রে গঙ্গেশ! তোর্ কি সৌভাগ্য ভবে,
বিরিঞ্চি কেশবের ভাগ্যে না সম্ভবে;
ভবে যা সম্ভবে, ভবে তা সম্ভবে,
(মা যে) কি শিবে কি শবে ভুবভয়-ভঞ্জিনী॥

গঙ্গেশ। (নাচিয়া নাচিয়া করতালী দিতে দিতে)

গান। (১৭)

সজল-জলদ-দম তনু-রুচি-নীলিম
লম্বিত-কুন্তল-জালে।
রক্ত কমল-দল চঞ্চল কোমল
ঘূর্ণিত-নেত্র-বিশালে॥

বিকসিত সুদশন কুন্দ-বিশেষণ
বিধুকর-নির্গলিদাস্যে!
ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত— মাসব-সিঞ্চিত
মট্টরবাঞ্চিতহাস্যে॥

রসনা-লোলিত শোণিত চর্চ্চিত
মধুরাধর-মধুধারে।
লহ লহ খেলিত জৃম্ভণ-মীলিত
দিতিসুত-দর-খরধারে!
রণমদ-মর্দ্দিত— দিতিকুল-কর্দ্দম
নর্ত্তন-রণসুখ-পারে॥

শরযুগ-বেধিত শব শিশু-কুণ্ডল
মন্দান্দোলিত-গণ্ডে।

স্মিতমদ-বিহ্বল ত্রিনয়ন ঢল ঢল
ঘন-মনসিজ-রণচণ্ডে !
শবশিব-হৃদি নিজ— ভৈরব-সঙ্গর-
বিজয়-বিপুল বল-দণ্ডে ॥

ত্রিভুবন-তারণ কারণ-বরতনু
লীলালম্বন-কেতো।
হস্ত-চতুষ্টয় দক্ষ বরাভয়-
ভক্তবরাভয় হেতো !
বামাধঃকর শোভিত নরশির
দিতিকুলবারিধি-সেতো ॥

জ্বলদসি-রঞ্জিত বাম-করাম্বুজ
ষট্পদ-দানব-লক্ষ্যে।
ছলরণ-মন্ত্রিত দিতিকুল-সন্ততি-
মৃতি জন্ম ভয়কৃতরক্ষে !
পীন-পয়োধর যুগ্ম-ধরাধর-
শঙ্কিতকম্পিত বক্ষে ॥

ত্রিবলী-বলয়িত চলদলি-পুঞ্জিত
নাভি সরোবর গর্ভে।
কাঞ্চীকৃত-নর- করধর-সুন্দর
সূক্ষ্ম-কটীতট-গর্ব্বে।
হর-পরিরম্ভিণি নিবিড়-নিতম্বিনি
গর্ব্বিত-ভূতল-খর্ব্বে ॥

সুর-করিবর-কর জঘনজ-পরিকর
নরশির-মাল্য-বিভূষে।

গগন-পবন-ঘন— বসন-লসিত-তনু
ভুবনাঞ্চল-ভব-বাসে!
রক্তোৎপল-দল রঞ্জিত-পদতল
শঙ্করবক্ষ-বিলাসে ॥

ভক্তহৃদয়-ভয় গাঢ়-তিমিরচয়
দরণ-কিরণ-কুলকেন্দ্রে।
শব-শিব-বাহন শ্রীপদ ভূষণ
শিব-শির-ভূষণ-চন্দ্রে।
শ্রীমদ্-ভৈরব হৃদি-নিজ-বৈভব
চরণ-শরণ-শিব-চন্দ্রে ॥

ভীম-তরঙ্গিত সংসৃতি-সাগর
নিস্তর-দুস্তর-পারে।
দীন-দয়াময়ি করুণাংকুরু ময়ি
তদপিচগদিতুমপারে।
শ্রীধর-বাঞ্ছিত শঙ্কর-কাঙ্ক্ষিত
পাদযুগাম্বুজ-তারে—
তারে!— তারে!!— তারে!!!

গঙ্গেশ। জয় মা! জয় মা! জয় মা!!—(ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া চরণতলে পতন ও মোহ)

মা। ভৈরব! এই ত সুযোগ, আমি এই সময় অন্তর্হিত হই!

ভৈরব। (কৃতাঞ্জলিপুটে সকাতরে) ও মা! তা হ'লে আমি একে বাঁচাতে পার্‌ব না! উঠে যদি দেখে তুমি নাই, তা হ'লে সে

বজ্রাঘাত এ শিশুর প্রাণে সইবে না মা! এখনও ত ওর্ কাল পূর্ণ হয় নাই, সবে এই মাত্র শিশু; এ দেহ পরিহার কর্‌লে এখনি যে মা! তোমার কোলে উঠে কৈবল্যধামে যাত্রা ক'র্‌বে! ভুক্তি মুক্তি কিছুই ত তুমি অকালে দাও না? মহাকালসম্মোহিনি! তাই একটু অপেক্ষা কর মা!—আমি গঙ্গেশকে ডেকে তুলে শুনি—ওর্ আর কি বাকী আছে।

মা। (সহাস্যে) তোমরা দুজনেই দেখি এক দলের! ও উঠ্‌লে কি আর আমি ওকে ছাড়াতে পার্‌ব?

ভৈরব। কেন?

মা। কেন?—তা কি আর বুঝ্‌ছ না? ছাড়াতেও পার্‌ব না, ছাড়্‌তেও পার্‌ব না!

ভৈরব। তবে, তাই কেন বল না! গঙ্গেশ ত এখন ছেড়েছে, তবুও তুমি অন্তর্হিত হ'তে পার্‌ছ না কেন?

মা। ভৈরব! অন্তর্হিত হব কোথায়? আমি যে ওর্ অন্তর্নিহিত!!

ভৈরব। আরও আম্‌রাই দুজনে এক দলে?

মা। কি কর্‌বে? গুরু হ'য়েছ, আমার চেয়েও যে তোমার দায় বেশী!

ভৈরব। কার্ দায়ে যে এ দায়, তা আর কি ব'লব? নিজে নিজেই জীব হ'য়ে, নিজেই তারে সংসারে এনে, ছেলের মা হ'য়ে ছেলে কাঁদান, আর কাঁদিয়ে সে আমোদ দেখা,—আবার তারই মধ্যে গুরু হ'য়ে নিজেকে নিজে মধ্যস্থ রাখা, এ সোহাগ তোমাকে ক'র্‌তেই বা বলে কে?—আর এমন ক'রে কোলের ছেলে আছ্‌ড়ে ফেলে, আবার—"আহা!" ব'লে কোলে তুলে এ দায়ই বা দেখাতে বলে কে? আমি গুরু হ'য়েছি তাই কেবল দেখ্‌তে পাও মা! তুমি যে গুরু ক'রে পাঠিয়েছ কারে, তা ত একবারও ভাব না?—ঐ দুঃখেই না পাগল হ'লেম!!

মা। নেও! নেও! বুঝেছি—বুঝেছি। আর গঙ্গেশের গলা ধ'রে কেঁদে কায নাই! যেমন শিষ্য তেম্‌নি গুরু—

ভৈরব।—তেম্‌নি কালী—কল্পতরু!!

মা! যেমন বীজ, তেম্‌নি তরু! এই জন্যই ত একবার ব'লেছিলে—"অদেয়া পরমা বিদ্যা কলৌ পূর্ণফলপ্রদা" দে'বার সময় ত আর তা মনে থাকে না? নিজের:যে আবার বিদ্যা কত?

ভৈরব। (মাথা ঝাঁকাইয়া) তাই ত! এ দিকে যে আবার—

"মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু কলৌ সিদ্ধিরনুত্তমা।"

আমার ত কেবল বিদ্যা, নিজে যে মহাবিদ্যা—সে কথা বোঝেই বা কে? আর শোনেই বা কে? শুধুই কি কেবল তাই? তারপর আবার শপথের পর শপথ ক'রে—

"ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং শিরোরত্নপদাম্বুজা।
কলৌ কালী কলৌ কালী নান্যো দেবঃ কলৌ যুগে॥"

মা। না দিলেই ত পার্‌তে?

ভৈরব। এ দিকে যে—ভাণ্ডার খালি, তা বোঝে কে? (হাতে তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে) যার ভাণ্ডার খালি হয়—তারই ভাণ্ডার কালীময়!!

মা। তাই হ'ক, তোমার হাতে কর্ত্তৃত্ব, তা বই আর হবে কি? তা তুমি ব'সে ব'সে উপস্বত্ব ভোগ কর! আমাকে এখন ছেড়ে দেবে কি না, তা বল? দেখ—রাত্রি ঐ শেষ হ'য়ে এল।

ভৈরব। তা ত হবেই মা! তুমি যে রাত্রি জেগে থাক, সে রাত্রি এম্‌নি ক'রে ছোটই হয়! আর তুমি যে রাত্রে কেবল 'ঘুমাও, সে রাত্রি আর কিছুতেই পোহায় না! (গঙ্গেশের হাত ধরিয়া) গঙ্গেশ রে! ওঠ্‌! ওঠ্‌! তোর্ রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে!

মা। এই নেও! আবার আমাকে বাধালে!

ভৈরব। ছেলে গুলো ঘুমিয়ে থাক্‌লে থাক ভাল—না?

মা। (অতি ব্যস্ত হইয়া) ভৈরব! কর কি? ভুলাও! ভুলাও!—শীঘ্র ভুলাও! ও অমন ছেলেটি হ'য়ে থাক্‌লে, আমি কিছুতেই ওকে ছাড়িয়ে যেতে পার্‌ব না। তুমি ওর জীবত্বের অভিমান শীঘ্র দেও!—শীঘ্র আত্মশক্তি সম্বরণ কর!

ভৈরব। সে শক্তিও ত তুমিই মা! তুমি আপ্‌নি এসে ধরা প’ড়েছ, আমি তার কি কর্‌ব মা? তবুও তোমার আজ্ঞা—এই নেও, ছেলেকে প্রবীণ প্রাচীন প্রাজ্ঞ ক’রে দিলাম! কি যে মায়ার খেলা তোমার, তা তুমিই জান।

গঙ্গেশ। (উৰ্দ্ধ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে) মা! আজ আমার এ কি সৌভাগ্য! ব্রহ্মময় গুরু আমার, ব্রহ্মময়ী মা আমার, গুরুব্রহ্ম—যুগলমূর্ত্তি মহা—শ্মশানের মধ্যস্থলে! এর্ নাম যদি শ্মশান হয়, তবে কৈবল্যধাম কারে বলে মা? হ্যাঁ মা! তা বুঝি নয়?—শ্মশানে তোকে যখন তখন পাওয়া যায় না, কৈবল্যধামে তুই নিয়তই থাকিস্! এই জন্যই শ্মশান পৃথিবীতে থাকে, হ্যাঁ মা!—না?।

ভৈরব। (স্বগত) হাঁ! এই বার বেস্ জ্ঞানী বিজ্ঞ ভক্তের মত কথাবার্ত্তা হচ্ছে, আর সে কোলের ছেলেটি নাই।

মা। (সহাস্যে ভৈরবকে দেখাইয়া) তোমার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর!

ভৈরব। (গঙ্গেশের প্রতি) বুঝ্‌লে!—ওঁর সে কথা বল্‌তে লজ্জা করে! কৈবল্য ধাম ওঁর্ নিত্য বাসস্থান, আর শ্মশান ওঁর প্রমোদ উদ্যান! বুঝ্‌লে কি না?—এটা ওঁর্ বাগান-বাড়ী!!

গঙ্গেশ। (কৌতূহলে ও ব্যগ্রতায়) কেন বাবা! বাগান-বাড়ী কেন?

ভৈরব। বুঝ্‌লে না?—এখানে এসে যে ওঁকে ফল বিলাতে হয়! ঐ শুন্‌লে না! "যেমন বীজ তার তেম্‌নি তরু"!

গঙ্গেশ। তুমি কিসের বীজ পুঁতেছ বাবা!

ভৈরব। এখন যে তার গাছ হ’য়েছে, ফুল ফুটেছে, বীজ যে আর বীজ নাই, তা দেখাব কি ক’রে?

গঙ্গেশ। আচ্ছা বাবা! কত দিনে এ বীজে গাছ হয়?

ভৈরব। বাবা! শ্মশানের মাটী ত সব জায়গায় সমান নয়? যে গুলো গঙ্গার ধারে ধারে পড়ে, সে গুলো শীঘ্র শীঘ্র রস পায়, শীঘ্র শীঘ্র গাছ হয়; আর যে গুলো চিতার উপরে ছাই ভস্মের গাদার মধ্যে ছুটে পড়ে, সে গুলোর শত জন্মেও কিছু হয় না।

গঙ্গেশ। তোমার হাত ত খুব ঠিক্ বাবা!

ভৈরব। ওরে!—আমি কি ক'র্‌ব রে! ঝড় বাতাসে যে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে; এই দেখ্‌না—তুই ই কোথায় গিয়ে প'ড়েছিলি!

গঙ্গেশ। হাঁ বাবা! ভাল কথা মনে হ'ল; আমার তুমি কি বীজ পুঁতেছিলে?

ভৈরব। তা ত ব'ল্‌লাম রে!—তোর্‌ বীজের গাছে ফুল পর্য্যন্ত ফুটে উঠেছে, এখন ফল ফল্‌লেই দেখ্‌তে পাবি—কিসের বীজ!

গঙ্গেশ। কি ফল ফ'ল্‌বে বাবা?

ভৈরব। আমি কোন্‌ ফলের নাম ক'র্‌ব গঙ্গেশ? এযে একাধারেই—কল্প-তরু—কল্পলতা, এমন ফল জগতে নাই, যা এতে না ফলে!!

গঙ্গেশ। হাঁ বাবা! তবে যে মা ব'ল্লে—যেমন বীজ তার তেম্‌নি তরু!!

ভৈরব। খুব শীঘ্র ফুল ফুটেছে, তাইতে মা ও কথা ব'লেছেন।

গঙ্গেশ। তবে বাবা! আমার বীজ তুমি জলের ধারে ফেলে দিয়েছিলে! আমিও ত তাই বলি—নইলে কি আর এত হাবুডুবু খাই? তা হোক্‌ বাবা, তুমিত বীজেরও নাম ক'র্‌তে পার্‌লে না, ফলেরও নাম ক'র্‌তে পার্‌লে না! ও-যে কি গাছ, কি লতা, আমি ত তার কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

ভৈরব। ওরে!—বুঝ্‌তে পারা যায় না ব'লেই ত ওঁর নাম কল্পতরু—কল্পলতা। ওঁর্‌ ফল দেখে, গাছ কি লতা তাই ই বুঝ্‌বার উপায় নাই—তা তুই কি'সের গাছ—কিসের লতা বুঝ্‌বি কি ক'রে?

গঙ্গেশ। বুঝিয়ে দেও না!

ভৈরব। আরে ছাই! আমিই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না—তা তোরে বুঝাব কি ক'রে?

মা। কেমন! গুরু হওয়ার ফল দেখ!

ভৈরব। ও মা! এ ফলও ঐ কল্পতরুরই! (গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) গঙ্গেশ! আমি ত বাবা! পার্‌লাম্‌ না, তোমার মাকে একবার জিজ্ঞাসা কর!—

গঙ্গেশ। হাঁ মা!—তুই কিসের লতা—কিসের গাছ মা?

মা। (সহাস্যে দুই হাত দেখাইয়া) ও বাবা! আমি নিজেও তা বুঝি না!

ভৈরব। (সহাস্যে) গঙ্গেশ! এইবার বুঝ্‌লে ত?

গঙ্গেশ। হাঁ! তা বুঝেছি! গুরু আর দেবতা, দুইয়েরই ত স্বরূপ এক! তা যাই হোক্ বাবা! ফল দেখে যার গাছ ঠিক করা যায় না, অমন ফল আমি চাই না। আমার ফুল ফুটেছে সেই ভাল! মায়ের বাগানের ফুল তুলে মায়ের গলায় মালা গেঁথে দে'ব, ফল নিয়ে আমি কি ক'র্‌ব বাবা?

মা। (সহাস্যে) বাপ্‌রে!—ফুলেই যে রস পায়—

ফলে কি সে ফিরে চায়?

(ভৈরবের প্রতি) গুরুদেব! বুঝ্‌ব আজ কেমন গুরু!

ভৈরব। আমিও আজ বুঝে নে'ব—তুমি কেমন কল্পতরু!!

মা। আমি ত গাছে ধ'রে ব'সে আছি, তুমি যে হাতে ক'রে পেড়ে দেবে!

ভৈরব। হাতে যা পাব, তাই ত পাড়্‌ব?

গঙ্গেশ। কেন মা! গাছ থেকে পেকে পড়ে না?

ভৈরব। তোর্ ত তাই প'ড়েছে দেখ্‌ছি!

(সস্নেহে মায়ের চতুর্ভুজ দেখাইয়া)

বাবা! কল্পতরু কল্পলতা যা ইচ্ছা তাই বল্,

ঐ দেখ্,—চতুঃশাখা-চতুর্ভুজে চতুর্ব্বর্গ ফল।

গঙ্গেশ। (মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া) চতুর্ব্বর্গ কি মা?

মা। জিজ্ঞাসা কর—গুরুদেবকে।

গঙ্গেশ। (ভৈরবের হাত ধরিয়া) কি বাবা! চতুর্ব্বর্গ কারে বলে বাবা!

ভৈরব। গঙ্গেশ! ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই জীবের চতুর্ব্বর্গ—(একে একে মায়ের হাত দেখাইয়া) এই দেখ্ বাবা!—মায়ের ডা'ন দিকের এই নীচের হাত, এই হাত মায়ের বরের হাত। ধর্ম্মের সিদ্ধি মায়ের বর, এই হাতেই তা ঘটে বাপ্! এ হাতে মা যে বর দেন, তার উপরে আর কার্‌ও হাত নাই!

গঙ্গেশ। কার্‌ও হাত নাই?

মা। না—বাবা! গুরুদেবের হাত আছে।

ভৈরব। (দক্ষিণের ঊর্দ্ধ কর দেখাইয়া) ঐ দেখ্ বাবা!—সে হাতও ঐ ওঁরই হাত! হাতের উপরে হাত কেবল এ সংসারে এক মাত্র ওঁরই আছে! শিষ্য যখন বড় ভয় পায়, গুরু তখন অভয় দেন, ওঁর হাতের উপরেও তখন সে হাত ওঠে—সে কেবল বাবা! উপরের ঐ হাতের জোরে! তাই জীবের যা কিছু অর্থ পুরুষার্থ পরমার্থ তার সিদ্ধি কেবল মায়ের ঊর্দ্ধ হস্তে। আর দেখ্ বাবা! বাঁ-দিকের উপরের হাতে ঐ যে খড়্গ, ঐ হাতেই মায়ের প্রলয় কাণ্ড! মায়ের খেলার ভাণ্ড—এ ব্রহ্মাণ্ড ঐ হাতেই খণ্ড খণ্ড হয়! যার যেমন কাম, তার তেম্‌নি সিদ্ধি। একই কাম অসুরের নিকটে কুবৃত্তি দুর্ব্বৃত্তি, আবার দেবতার নিকটে স্বপদপ্রবৃত্তি; তাই মা আমার, ঐ এক খড়্গোই কামের দুই বৃত্তিরই ব্যবস্থা ক'রেছেন! কুবৃত্তি কামের ফলে দৈত্যকুলে মহাপ্রলয়, আবার সুবৃত্তি কামের ফলেই দেবকুলে অভ্যুদয়। যত ভয়—যত বিভীষিকা মায়ের ঐ হাতেই সব পালায়! কারু ঐ হাতেই ভয় বাড়ে, কারু ঐ হাতেই ভয় ছাড়ে! দেখ্‌লে বাবা!—যেমন আজ তোমার ঘ'ট্‌ল!!—ভয়ের কামনা, অভয়ের কামনা, দুইই একেবারে সিদ্ধ হ'ল।

গঙ্গেশ। বাবা! ভয়ের কামনা, অভয়ের কামনা, এ বই কি আর কামনা নাই?

ভৈরব। আর কি কামনা থাক্‌বে বাপ্!

গঙ্গেশ। কেন বাবা! অভয়ার কামনা?

ভৈরব। (সহাস্যে) সে কামনা যার ফলে বাপ্! তার ফল ও হাতে নয়।

গঙ্গেশ। কোন্ হাতে বাবা?

ভৈরব। মায়ের বাঁ-দিকের ঐ নীচের হাতে ঐ সে ফল ঝুল্‌ছে দেখ!—

গঙ্গেশ। ঐ টাই কি সেই—শেষ ফল?

ভৈরব। ঐ টাই শেষ ফল!

গঙ্গেশ। আচ্ছা ফল বাবা! ওটা ফল?—না, প্রতিফল?

ভৈরব। লোকে ওটাকে প্রতিফল ব'লেই বোঝে; কিন্তু বাবা! ঐটাই জেনো—চরম ফল! প্রতিফল হ'লেও কিন্তু ওটাতে মায়ের প্রীতিই ফল; মায়ের প্রতি প্রীতি হ'লে জীবেরও ঐ শেষ ফল!!

গঙ্গেশ। তা বাবা! মা অমন ক'রে হাতে ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন?

ভৈরব। দেখ্‌লে আর কেউ—ও ফল চাবে না ব'লে!

গঙ্গেশ। দেখেও যদি কেউ চায়?

ভৈরব। যে চায়, সে পায়; যে পায়, সে আর পায় নয়, অম্‌নি গিয়ে হাতে ওঠে—তাইত বাবা! হাতে ধ'রে অমন ক'রে সোহাগ করা!—এই জন্তই ত ব'ল্‌ছি—মায়ের প্রীতিই ওর চরম ফল, ঐ ফলেই জীবের মোক্ষ ফলে!!

গঙ্গেশ। ও বাবা! মোক্ষ ফলে! মোক্ষদা ফলে না?
অমন মোক্ষে ফল নাই আমার মোক্ষদাকে ভুলে;
ওর প্রতি ফলে প্রতিফল তাই ফল ছেড়ে রই ফুলে।
তা যার্ ফলে তার ফলুক্ বাবা! আমি ত ওর্ একটাও চাই না!
(মায়ের দিকে চাহিয়া)।
আমি ত তা আগেই ব'লেছি মা!
ফলে আমার কাজ নাই মা! ফুলেই আমি ভুলে র'ই!
স্থান দে ঐ চরণকমলে; মধুপানে মত্ত হই!!
(চরণতলে পতন)

মা। (ভৈরবের প্রতি) এই দেখ্‌লে?—তখনই আমি ব'লেছিলাম!

ভৈরব। আমিও ত তা বুঝেছিলাম! তা—শ্রীমুখের আজ্ঞা কি কখনও মিথ্যা হয়?

মা। এখন তুমি আজ্ঞা দিলেই যে আমি পালাই!

ভৈরব। আজ্ঞা—পেলেই আজ্ঞা দেই!

মা। আজ্ঞা দেব কি? ওযে, আবার পায়ে গড়িয়ে পড়্‌ল!

ভৈরব। (সহাস্যে) ঐ বেলা আর ছাড়াতে পার না? না!

মা। তা কি আর নিজের বুকে হাত দিয়ে বোঝ না?

ভৈরব। না—আমার আর তাতে ক্ষতি বই বৃদ্ধি নাই! গঙ্গেশকে শীঘ্র শীঘ্র ডেকে তুলে বাড়ী পাঠাই!

মা। (সহাস্যে) এইবার বুঝি—নিজের ভাণ্ডারে হাত প'ড়েছে?

ভৈরব। না—মা!—না, সত্য ব'লছি—ও বেটাকে আমি পায়ের তলায় প'ড়ে থাকৃতে দিচ্ছি না! ও-টা আমি কারু একেবারেই সইতে পারি না!

মা। তবে এখনও দেখ!—আপন ভাল চাও যদি, তবে শীঘ্র গঙ্গেশকে ডেকে তোল!

ভৈরব। এই ডাকি। গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ! (গায়ে ঝাঁকি)

গঙ্গেশ। (উঠিয়া মায়ের চরণতলে উপবেশন)

ভৈরব। হাঁরে গঙ্গেশ! ফল চাস্‌নে ত তুই কি খেয়ে বাঁচ্‌বি?

গঙ্গেশ। (ভৈরবের প্রতি মুখ ফিরাইয়া) আমার যে ফল আছে বাবা! তা তুমিও কখন পাও নাই! (ঝাঁপিয়া মায়ের কোলে উঠিয়া দুই হাতে মায়ের দুই স্তন ধরিয়া) এই দেখ—আমার দুই ফল!—চার্ ফলের আমি ধার্ ধারি না! (অতি ব্যগ্রভাবে স্তন্যপান)।

মা। (গঙ্গেশকে জড়াইয়া ধরিয়া) বাপ্‌রে! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, আমার এই ফলের প্রসাদপ্রার্থী, কিন্তু প্রাপ্তি কার্‌ও ঘটে কি না। তুই আজ মানবকুলে জীব হ'য়েও সেই শিব-সৌভাগ্য অতিক্রম ক'র্‌লি!— ধন্য বাবা! তোর্ সাধনার বল! ধন্যরে তোর্ গুরুবল!!

ভৈরব। (উচ্চস্বরে) আর—ধন্য দীনদয়াময়ি!—ধন্য তোমার করুণার বল!

গঙ্গেশ। মা! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যে, স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর; আর আমি যে মা! তোর্ অনাথ অসহায় পথের কাঙ্গাল মা-হারা ছেলে!!

মা। (স্বহস্তে গঙ্গেশের মুখ তুলিয়া) বাবা! আমার এ সোহাগ পেতে হ'লে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও এম্‌নি ক'রে, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে পথের কাঙ্গাল সাজ্‌তে হয়; নইলে কি আর বাবা! আমার সাধক দীনহীন হ'য়ে পথে পথে কেঁদে বেড়ায়? একবার নয়—দুবার নয়, তুইও বাবা! শত শত বার সেই পথের কাঙ্গাল হ'য়ে

দিনরাত্রি পথে পথে—"মা!—মা!—" ব'লে কেঁদে বেড়িয়েছিস্, সেই ফলেই ত এ দুই ফল আজ তোর্ ভাগ্যে ঘ'টল!! এখন আর কি চা'স্ বল্ বাবা! আমায় শীঘ্র শীঘ্র যেতে হবে; ঐ দেখ্—রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এল! এর্ পর তুই আর আমাকে দেখ্তে পাবি না, যা চা'স্ বাবা! এই বেলা তা ব'লে নে!!

গঙ্গেশ। কেন মা!—দিনের আলোতে সব দেখা যায়, আর তোকেই কেন দেখা যায় না?

মা। বাবা! যে আলোতে সব দেখা যায়, সে আলোতে আমাকে দেখা যায় না;—যে আলোতে আমাকে দেখা যায়, সে আলোতেও সব দেখা যায় না! সে আলোতে আমিই কেবল একমাত্র আমি থাকি, আর—"তুই ব'ল্তে" কিছু থাকে না, সবই আমাতে ডুবে যায়!!

গঙ্গেশ। ওমা! এই জন্যেই বুঝি—অমাবস্যার মহানিশায় সকল লোক ঘুমিয়ে গেলে তুই তখন একা আসিস্?—হাঁ মা! তখন বুঝি তোর্ ঘুম ভাঙ্গে?—তাই তখন তুই জেগে উঠিস্!

মা। হ্যাঁ বাবা!—হ্যাঁ! তাই ঠিক্! হাঁরে গঙ্গেশ! আর কি চা'স্ বল্ বাবা! আমি এই এখনই পালাব।

গঙ্গেশ। (অভিমান দৃষ্টিতে) হ্যাঁ মা! তুমি পালিয়ে যাবে? আমি তোমার পায়ে প'ড়ে মাথা কুট্‌ব!

ভৈরব। গঙ্গেশ! ঠিক্! ঠিক্! ঠিক্! ঐ—মন্ত্র! (সবিস্ময়ে স্বগত) হায়! হায়! হায়! আমি ক'র্‌লেম কি?—একেই রক্ষা নাই, তায় আবার ধরিয়ে দিলাম!

মা। ঐ জন্যেই ত ব'লেছিলাম—দে'বার সময়ে ত আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না?

ভৈরব। তুমি যে সব ভুলিয়ে দেও, তা ত আর বোঝ না?

মা। না—না! এইবার মনে ক'রে দিচ্ছি! ওর্ আর যা বাঁকি আছে, তা শীঘ্র শীঘ্র সেরে দেও! আমি এখনই চ'লে যাব।

গঙ্গেশ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি তা—হ'লে বাবার পায়ে প'ড়ে কাঁদ্‌ব!

মা। (শশব্যস্তে ও সভয়ে গঙ্গেশের হাত ধরিয়া) না বাবা! তুই রক্ষা কর্! এও বরং ভাল ছিল, তা হ'লে আর আমার অব্যাহতি নাই! নিজের যা ইচ্ছা ক'র্‌তে পারি, কিন্তু গুরুকে দেখে ভয়ে মরি!! না বাবা গঙ্গেশ! কি চা'স্ বল্!—আর কি কিছু চাওয়ার আছে?

গঙ্গেশ। তোমারও কি আর কিছু দেওয়ার আছে মা!

মা। না বাবা! জীব ত কোন্ দূরের কথা, শিবের সৌভাগ্যের উপরে উঠেছ! আর ত কিছু দেবার নাই! এখন বাবা! বাড়ী যাও!—আমি আমার স্থানে যাই।

গঙ্গেশ। ও মা! সে যে এখান হ'তে অনেক দূর! আমি একা যাব কি ক'রে?

মা। (সহাস্যে) বাবা! আস্‌বার সময় একা এয়েছিলে কি ক'রে?

গঙ্গেশ। মা! তখন যে আমি মা-হারা ছেলে ছিলাম, এখন যে আমি মায়ের ছেলে হ'য়েছি! যখন আমার সে মা ছিল, তখন ত মা! মা আমাকে কখন একা যেতে দেয় নাই! তুই মা! আজ কোন্ প্রাণ ধ'রে এ প্রান্তরে আমায় একা ফেলে চ'লে যাবি? হ্যাঁ মা!—তুই কেমন মা?—মা!—

মা। ভয় কি বাবা! গুরুদেব তোমার সঙ্গে গিয়ে রেখে আস্‌বেন।

ভৈরব। গঙ্গেশ! আর কেন আমি সঙ্গে যাব? আমার যতদূর পৌঁছিয়ে দেবার, তা ত আমি দিয়েছি, এখন ওঁর যেখানে ইচ্ছা কোলের ছেলে কোলে ক'রে আপন ইচ্ছায় চ'লে যান!

মা। হাঁরে গঙ্গেশ! তোর্ গুরুদেব যে কি বলেন? ওঁর সঙ্গে যাবি?—না—আমার সঙ্গে যাবি?

গঙ্গেশ। মা! উনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, আমি তোমার কোলে চ'ড়ে যাব।

ভৈরব। এঃ—বেটা যেন রাজকুমার!!

গঙ্গেশ। ও বাবা! ছি!—ও কি ব'ল্‌লে? তুমি আমায় রাজরাজেশ্বরীর কুমার না ব'লে, রাজকুমার কেন ব'ল্লে?

ভৈরব। আমি আর একবার ব'লে কি ক'র্ব গঙ্গেশ! সে কথা তোর পক্ষে লক্ষবার!!!

মা। (ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া) চল—ভৈরব! যেতে হবে, আমার ছেলের আব্দার!!

ভৈরব। ছেলেরও আব্দার, মায়েরও সোহাগ!

মা। তোমারই বা কম কি? চল!—চল!—গুরুদেব হ'য়েছ, আগে আগে পথ দেখাও!

ভৈরব। হাঁ মা! তা ঠিক্! এ কলিযুগের গুরু-দক্ষিণা এইরূপই ঘ'টে থাকে! এস মা!—এস! ছেলের মামা-বাড়ী তোমায় দেখিয়ে নিয়ে আসি! (ভৈরবের গমন)।

মা। চল গঙ্গেশ!—চল!—(গঙ্গেশকে কোলে তুলিয়া ভৈরবের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

প্রান্তর পথে অগ্রবর্ত্তী ভৈরব—

পশ্চাতে গঙ্গেশকে কোলে করিয়া মা।

ভৈরব। (যাইতে যাইতে) হাঁরে গঙ্গেশ! আজ বড় সোহাগটা বেড়েছে! নাম্‌তে আর ইচ্ছা হ'চ্ছে না—না?

গঙ্গেশ। তা বাবা! উঠ্‌লে তোমারও নাম্‌তে ইচ্ছা হ'ত না। একবার একবার নাম্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে কেবল মায়ের চরণতল চেয়ে!

ভৈরব। না বাবা! রক্ষা কর! তোমার নেমে কায নাই! তুমি কোলের ধন কোলেই থাক?

গঙ্গেশ। তবে আমি এই নাম্‌লেম!

ভৈরব। ওরে! নারে না, এখনও অনেকদূর আছে, হেঁটে যেতে পার্‌বি না।

মা। ভৈরব! তোমার সোহাগও ত কম নয়?

ভৈরব। কি ক'র্‌ব মা! নিজে হাতে তুলে দিয়েছি, এখন নামাই কি ক'রে? (গঙ্গেশের প্রতি) হাঁ গঙ্গেশ! আমার কোলে আস্‌বি রে!—

গঙ্গেশ। কেন? চরণে কি আর স্থান নাই?

ভৈরব। আমার কাছে এলেই বেটার যত ভাবের স্ফূর্ত্তি ওঠে।

গঙ্গেশ। কি ক'র্‌ব বাবা! ত্রিশূল দেখে যে ভয় করে!

ভৈরব। খাঁড়া-ধরা হাতখানা ঐ মাথার উপর দুল্‌ছে, তা দেখে তোর্ ভয় হয় না, ভয় হয়—কেবল আমার ত্রিশূল দেখে!

গঙ্গেশ। ও বাবা! খাঁড়া যে আমার মায়ের হাতে।

ভৈরব। আচ্ছা! আচ্ছা! তা বুঝেছি! খুব মা পেয়েছিস্!

গঙ্গেশ। তুমি যেমন দিয়েছ!

ভৈরব। সে বেলায় মায়ে পোয়ে দুজনেরই এক সুর!

মা। তুমি যে নিজে সুরেশ্বর।

ভৈরব। সে কথা থাক্ মা! আর কথা কইবার সময় নাই, সম্মুখে ঐ গঙ্গেশের মামার বাড়ী, রাত্রিও প্রায় শেষ হ'য়ে এল!

গঙ্গেশ। ছি বাবা! আগে জান্‌লে তোমাকে আমি আগে যেতে দিতাম না, এর্ মধ্যেই তোমার এত পথ সব ফুরিয়ে গেল?

ভৈরব। গঙ্গেশ রে! কোলে চ'ড়ে থাকলে অমনিই বোধ হয়!

গঙ্গেশ। তা বাবা! যদি তোমার এত পরিশ্রমই হ'য়ে থাকে, তবে একটু ব'সই না কেন?

ভৈরব। হ্যাঁ! তা হ'লেই চূড়ান্তটা হয়! প্রাতঃকালে তোমার মামা মামীর সঙ্গে দেখা ক'রে একবেলা থেকে খেয়ে দেয়ে গেলেই ভাল হয়—না?

গঙ্গেশ। না বাবা!—না, যা খাবার তা আমিই খেয়েছি, প্রাণ থাক্‌তে আমি কখন সে বাড়ীতে তোমাদের খেতে ব'ল্‌তে পার্‌ব না!

মা। (গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) বাবা! আর কেন তবে? এই ত মামার বাড়ীতে এলে, এখন আমাকে বিদায় দাও!

গঙ্গেশ। (কাঁদিতে কাঁদিতে কোল হইতে ঝাঁপিয়া মাটীতে পড়িয়া মায়ের চরণ ধরিয়া) মা! আমাকে একা রেখে চ'লে যাবি? আজ মা! আবার আমি মা-হারা হব? মা! সঙ্গে যদি নিয়ে না যাবি, তবে আজ কেন দেখা দিলি? মা! দুঃখে ত আমার দুঃখ ছিল না! দুঃখ ত মা! তারই হয়, সুখের মুখ যে দেখে। আমি অগ্নির কীট অগ্নিতেই ছিলাম, আজ কেন মা! জলে ফেল্‌লি? ফেল্‌লি জলে, না হয় জলেই ডুবিয়ে রাখ্, তা না, আবার আছাড় দিয়ে তপ্তবালির উপরে ফেলে আজ এখন মা! কোথা পালাস্? এতদিন অগ্নির তাপ সুখে সহ্য ক'রেছি, আজ যে মা! আর রৌদ্রতপ্ত বালির তাপও সহ্য হবে না! শ্রীচরণ-কমল-দলের সুশীতল ছায়া ছেড়ে আজ যে মা! আমার বুক ফেটে যাবে! মাগো! এই কি মা!

তোর্ ভালবাসা? এই কি মা! তোর্ কোলে ক'রে সোহাগ করা? এই কি মা! তোর্ মা-হারা সন্তানের প্রতি দয়া মা? হাঁ মা! আমি কি এম্‌নি হতভাগা যে, যে মা আমার মা হয়, সেই মাই এম্‌নি ক'রে পালায়? হাঁ মা! এতদিন আমার এ মা—সে মা ছিল, আজ যে আমার তাও গেল! আজ যে তুই বই আর আমার মা নাই মা! তুই ফেলে গেলে আজ আমি দাঁড়াই কোথায়?—ডাকি কারে? মা! আমার আর কেউ নাই মা!!

মা। (দুই হাতে গঙ্গেশকে তুলিয়া স্বহস্তে গঙ্গেশের অশ্রুমোচন করিতে করিতে) কাঁদিস্ না বাপ্! যার কেউ নাই, তার আমি আছি; যার কেউ আছে, তার আমি নাই; এই বুঝে "কেউ নাই" ব'লে যদি দুঃখ ক'র্‌তে হয় ত দুঃখ কর্, যদি আহ্লাদ ক'র্‌তে হয় ত আহ্লাদ কর্!

গঙ্গেশ। (মায়ের দুটি হাত ধরিয়া) কেউ নাই যার, তুমি আছ তার, এর্ চেয়ে আর আহ্লাদের কথা কি মা! কিন্তু যার্ কেউ নাই আর তুমিও নাই, তার দুঃখ কত বড় মা?

মা। কেন বাবা! আমি ত আছি!

গঙ্গেশ। তা ত মা! এতকালও ছিলে, পরেও থাক্‌বে। আমি যদি দেখ্‌তেই না পেলাম,—মা ব'লে ডাক্‌তেই না পেলাম, তবে তোমার থাকা, আর না থাকা, আমার পক্ষে ত দুইই সমান?

মা। কেন বাবা! তুমি মা ব'লে ডাক্‌লেই আমি এসে দেখা দে'ব!

গঙ্গেশ। মা! তুমি চ'লে গেলে, তোমাকে দেখ্‌তে না পেলেই আমার তখন রাগ হবে, আমি তখন ডাক্‌ব কি ক'রে?

মা। আচ্ছা, বাবা! তুই ডাক্‌তে না পারিস্, গুরুদেবকে গিয়ে বলিস্!

ভৈরব। হাঁ! এ সরকারী মুটে ত ভৈরবঘাটেই ব'সে আছে, যাবার সময় খুব ক'রে শিখিয়ে দিয়ে যাও! ও-বেটাদের দীক্ষা দিয়ে গুরুর অব্যাহতি নাই, সাধনায় অব্যাহতি নাই, সিদ্ধির পরেও

অব্যাহতি নাই! গুরুগিরি না—ঝকমারি! এমন হুকুমজারিও ক'রেছ মা! কবে কোন্‌টা কোথায় ম'ল—কোথায় প'ল—ডা'নে ব'ল্‌তে বাঁয়ে গেল, বাঁয়ে ব'ল্‌তে ডা'নে এল, কখন কোন্‌টার কি ঘট্‌ল, একেই ত এই ভাব্‌নাতেই দিনরাত্রি ঘুম নাই, তার পর আবার হুকুম—"যখন না প্যারিস্‌ গুরুকে ডাকিস্‌!" সে সব হবে না রে গঙ্গেশ! যা ক'র্‌তে হয়, এই বেলা ক'রে নে!

মা। ভালা ভৈরব! ভালা ভালা!

ভৈরব। তোমার ভালা! ভালা! বই কি? আমার যে প্রাণ ঝালা-পালা তা বোঝে কে?—দিনরাত্রি পালা পালা ডাক ছাড়্‌ছি, তবুও ত অব্যাহতি নাই!

মা। (সহাস্যে) এমন শিষ্য আর দুটি একটি যুট্‌লে তোমাকে দেখ্‌ছি ভৈরবঘাট ছাড়াবে!

ভৈরব। কি জানি মা! গুরুদক্ষিণা কত দূরে গড়াবে, তা তুমিই জান! কত লোকে গুরু হ'য়ে কত দক্ষিণা পায়, আর আমি কেবল একাল সেকাল দক্ষিণাই দিতে আছি!

গঙ্গেশ। বাবা! দক্ষিণা বুঝি তুমিই নেবে? আমাদের তবে রইল কি? দক্ষিণা ত তোমারই হাতে, তুমি আর তা নেবে কি?

ভৈরব। আমি না হয় না—ই নিলাম, তোরা নিলেও যে নিস্তার পাই! তাও ত বেটারা! নিতে পারিস্‌ না!

গঙ্গেশ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) যতটুকু দিয়েছ বাবা! তার উপরে ত আর অধিকার নাই।

ভৈরব। ওরে! না—রে না, যতটুকু দিয়েছি গঙ্গেশ! তার উপরেও অধিক—আর নাই!

মা। গঙ্গেশ! বাপ্‌! এখন কথা রাখ! রাত্রি শেষ হ'য়েছে, ঐ দেখ—পূর্ব্বদিক্‌ আলো হ'য়ে উঠ্‌ছে!

গঙ্গেশ। (মায়ের দুখানি হাত ধরিয়া) মা! আমার যে, সকল দিক্‌ আঁধার হ'য়ে আস্‌ছে! মা! ভুবনান্ধকারহরা চন্দ্রচূড়-হৃদয়চন্দ্রমা মা তুমি,

হৃদয়ান্ধকার বহিরন্ধকার আজ আমার সকল অন্ধকার ঘুচে গিয়েছে, মা! তুমি অন্তর্হিত হ'তে না হ'তে সে অন্ধকারে আবার আমাকে এখনই বুঝি ঘিরে ধরে মা!

মা। ভয় নাই বাবা! বাহিরে আমি না থাক্‌লেও হৃদয়ে তোমার স্থির রইলাম, যখন আমাকে ধ্যান ক'র্‌বে, তখনই বাপ্‌! দেখ্‌তে পাবে।

গঙ্গেশ। (মায়ের দুটি হাত ধরিয়া) সত্য ব'ল্‌ছিস্‌ মা!

ভৈরব। হাঁরে পাগ্‌লা! করিস্‌ কি?—সত্যসনাতনীকে সত্য ক'রাস্‌?

গঙ্গেশ। এই না বাবা! তুমিই ব'ল্লে—"সে সব কিছু হবে না, যা ক'র্‌তে হয় তা এই বেলা ক'রে নে!"

ভৈরব। তাই বুঝি—ঐ সত্য ক'রাচ্ছ মাকে?

গঙ্গেশ। আচ্ছা; তবে থাক্‌; না, মা! তা তোমার ব'লে কাজ নাই, আমি একবার চোক্‌ বুজে দেখি—সত্য সত্যই তোমাকে পাওয়া যায় কি না? (চক্ষুর্মুদ্রণ ও ধ্যান)

ভৈরব। (সহাস্যে) এইত শীঘ্র শীঘ্র যাওয়ার ব্যবস্থাটা হ'ল দেখ্‌ছি!

মা। (সহাস্যে) তুমিই ত এ গোলটা বাধালে! আমি না হয় একবার সত্য ক'রেই ব'ল্‌তাম!

ভৈরব। একবার কেন? তোমার ত মা! সহস্রবার সত্য ক'র্‌তেও আপত্তি হয় না! সত্য যখন উল্‌টিয়ে যায়, তখন কিন্তু মিথ্যাবাদী হ'তে হয়—কথায় কথায় আমাকে!!

মা। (সহাস্যে) তা—মধ্যস্থ থাকার ফলই এই!

ভৈরব। মধ্যস্থ না থেকে কি ক'র্‌ব? তোমার আদিও নাই, অন্তও নাই, অনাদি অনন্ত স্বরূপ, থাকার মধ্যে আছে কেবল এক মধ্য; যে এ সংসারে থাক্‌বে, সেই মধ্যস্থ থাক্‌তে বাধ্য!! থাক্‌, এখন সে কথা থাক্‌, গঙ্গেশকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দাও মা!

মা। সত্য সত্যই ব'লেছ ভৈরব! বিদায় ত নয়, এ এক বিলক্ষণ দায়! দেখি—একবার ডেকে দেখি!—গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!—

ভৈরব। (স্বগত) হুঁ! ওর দায় প'ড়েছে কথা কইতে!

মা। ভৈরব! ব্যাপার ত ক্রমেই কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল, অন্তরে ও যে ভাবে আমায় টান্‌ছে, এই দেখ আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে। তুমি শীঘ্র ওর্ ধ্যান ভেঙ্গে দেও। আর বিলম্ব ক'রো না।

ভৈরব। তুমি কেন ওর্ অন্তরের রূপ সম্বরণ কর না মা!

মা। হায়! হায়! সে যে কি দায়, তা যে মায়ের প্রাণ বই আর কেউ বোঝে না রে। আমি কেমন ক'রে কাঁদিয়ে বাছাকে মূর্চ্ছিত ক'রে ফেল্‌ব? দেখি—আমিও অন্তরের রূপ সম্বরণ করি, তুমিও শীঘ্র ডেকে তোল। তোমার মূর্ত্তি সম্মুখে দেখ্‌লে আমার অভাবেও ও বিচলিত হবে না। (একটু দূরে অবস্থিতি)

ভৈরব! গঙ্গেশ!—গঙ্গেশ!—

গঙ্গেশ। (সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সচকিতে চাহিয়া) কৈ? বাবা! আমার মা কোথায়?

ভৈরব। কেন বাবা! অন্তরে কি দেখ্‌তে পাও নাই?

গঙ্গেশ। দেখ্‌ছিলাম ত বাবা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে মা যে আমার বিদ্যুতের মত ছুটে পালাল!

ভৈরব। (মায়ের দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখ দেখি—সেই তিনিই কি নয়?

গঙ্গেশ। (ছুটে গিয়া মায়ের হাত ধরিয়া) হ্যাঁ মা! পালাচ্ছিলে?

মা। (গঙ্গেশের মুখ ধরিয়া) না বাবা!—না! তোমায় না ব'লে পালাতাম না! কেমন?—তুমি চোক বুঁজে ত আমায় দেখ্‌তে পেলে?

গঙ্গেশ। হাঁ মা! তা ত পেয়েছি, তা তুমি অমন ক'রে ছুটে পালালে কেন মা?

মা। কি ক'র্‌ব বাবা! নইলে যে তুমি চোক মেলে আর আমার দিকেও ফিরে চাও না!

গঙ্গেশ। তখন ত এমন ক'রে পালাবি না মা?

মা। না বাবা! তুমি যতক্ষণ ছেড়ে না'দে'বে ততক্ষণ আর পালাতে পার্ব না। আর কতক্ষণেরই বা ছাড়াছাড়ি বাবা! আমি শীঘ্রই তোমায় নিয়ে যাব! আরও আমার অনেক ছেলে আস্‌ছে, গঙ্গেশ! তুমি কয়েক দিন পৃথিবীতে থেকে তাদিগকে আমার পথ দেখিয়ে দিয়ে এস! এইত হ'ল বাবা! ছেড়ে দেও, এখন আমি আসি।—

ভৈরব। হাঁরে গঙ্গেশ! এত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লি, তোর্ সে মার কথা ত একবারও জিজ্ঞাসা কর্‌লি না?

মা। (তীব্র দৃষ্টিতে ভৈরবের দিকে চাহিয়া) এই নাও! আবার আরম্ভ কর্‌লে!

ভৈরব। তুমিই বা কোন্ উপসংহার ক'র্‌লে মা!

মা। যা যা ক'র্‌তে হবে, তুমিই একেবারে সব ব'লে দাও না!

গঙ্গেশ। ও বাবা! আর কি আমার সে মা আছে? আজ যে সে মায় শ্যামায় এক হ'য়েছে, আমার এ মার মাঝে (তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া) সে মা ঐ যে থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে!

ভৈরব। (গঙ্গেশের প্রতি জনান্তিকে) তোর ঐ মায়ের মাঝে আরও অনেক মা আছে রে গঙ্গেশ! দেখ্‌তে চাস্ ত এই সময় যায়! (ইঙ্গিতে দুই হস্তে দশ অঙ্গুলী প্রদর্শন)

গঙ্গেশ। (মায়ের দুটি হাত ধরিয়া) ও মা! বাবা ব'ল্‌ছে—তোমার মধ্যে আরও নাকি অনেক মা আছে?—

ভৈরব। আঃ—আভাগের বেটা!

মা। (সহাস্যে) কেন? তুই কি সে সব দেখ্‌তে চা'স্?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ মা! দেখা না—একবার!

মা। (সহাস্যে ভৈরবের প্রতি চাহিয়া) গুরু যদি কারু হয়, তবে যেন এম্‌নিই হয়! হাঁ ভৈরব! এটা যে ক্রমদীক্ষা, এ ত তোমার কায, আমি কেন?

ভৈরব। দীক্ষা যদি দীক্ষা হয়, তবে মা! দীক্ষার 'পর আর দীক্ষা নাই! ক্রমদীক্ষা নয় মা!—ওটা কেবল ক্রমভিক্ষা। আমি ত মা! নিজে

ভিক্ষুক, অন্নপূর্ণা নিজে না এলে সে ভিক্ষা দেয় কে? তাই মা! ও আমার কায নয়, তোমারই কায।

মা। (গঙ্গেশের প্রতি) কোন্ কোন্ মা দেখ্‌বে বাবা!

গঙ্গেশ। মা! তোমার বাবার যজ্ঞে যেতে আমার বাবাকে যে সব মা দেখিয়েছিলে, সেই গুলি একবার দেখাও না মা!

মা। গঙ্গেশ! এই তবে দেখ্—আমার ব্রহ্মবিভূতি-বিদ্যা-রূপ!

(ঊর্দ্ধে অষ্টদিকে তারা প্রভৃতি অষ্ট মহাবিদ্যার এবং শূন্য কক্ষে কমলাত্মিকার আবির্ভাব)

মা। (ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া)

গঙ্গেশ!

ঐ দেখ—ঐ অগ্নিকোণে ঐ আমার সেই তারামূর্ত্তি।
ঐ দেখ দক্ষিণে আমার ষোড়শী-স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি॥

নৈঋর্ত কোণে চেয়ে দেখ—এই আমি ভুবনেশ্বরী।
পশ্চিমে ঐ দেখ—আমি ভৈরবী ভবসুন্দরী॥

বায়ুকোণে এই আমি ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী।
ভয় নাই বাপ্! সে ছিন্নমস্তক আমিই দেখ হাতে ধরি॥

উত্তরে ঐ ধূমাবতী বিধবারূপ-ধারিণী।
ঈশানে বগলা আমি শত্রুকুল-সংস্তম্ভিনী॥

পূর্ব্বদিকে মাতঙ্গী ঐ আমারই নবমী কলা।
শূন্যকক্ষে দশমীরূপ ঐ দেখ ব'সে কমলা॥

আর এই,—সর্ব্বরূপের আদ্যা আমি সেই অনাদ্যা মহাবিদ্যা।
বহু জন্মের আরাধ্যা তোর হ'য়েছি সাধনে সাধ্যা॥

অন্যে পরে কা কথা আর? সদাশিবের দুরারাধ্যা।
তবু বাপ্! মা-নামের পাশে তুই আমায় করেছিস্ বাধ্যা॥

আজ—এই আমি তোর সেই মা শ্যামা ব'সেছি তোয়্ কোলে ক'রে।

ভৈরব। (তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া গঙ্গেশের প্রতি)

ত্রিনয়নের নয়নের ধন দেখ্‌রে বাপ্! আজ নয়ন ভ'রে।

গঙ্গেশ। ঊর্দ্ধে (দশদিগন্তে চাহিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে)

আমরি! মরি! মাগো আমার! যেদিকে চাই সেই দিকেই মা!
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নানারূপে আমারই মা॥

এই—দেখ্‌ছি দেখ্‌ছি শ্যামাঙ্গিনী, হ'চ্ছ! আবার হেমাঙ্গিনী।
এই দেখ্‌ছি মা রক্তবস্ত্রা, অম্‌নি দেখি উলাঙ্গিনী॥

এই যে মা! তোর্ বেণীবন্ধ, আবার দেখি মুক্তকেশে।
এই দেখি ভ্রুকুটীভঙ্গী, আবার দেখি আস্‌ছ! হেসে॥

এই দেখি মা! তীক্ষ্ণ অসি শোভিছে বাম করোপরে।
এই দেখি মা! জপের মালা ঘুর্‌ছে ঐ দক্ষিণ করে॥

এই দেখি মা। সিংহাসনে, আবার দেখি পদ্মাসনে।
আবার দেখি ঘোর শ্মশানে নাচ্‌ছ! শব-শিবাসনে॥

এই দেখি কিশোরী মাগো! হ'চ্ছ! আবার ষোড়শী।
অম্‌নি ভীমা ধূমাবতী, অম্‌নি রমা রূপসী॥

এই দেখি মা! দৈত্যের জিহ্বা ধ'রেছ ঐ বাম করে।
আবার দেখি দক্ষিণ হস্তে অভয় দিচ্ছ! অমরে॥

এই দেখি মেতেছ মাগো! শত্রুর সনে সমরে।
আবার দেখি পুত্রস্নেহে ঝ'র্‌ছে দুধ্ ঐ পয়োধরে॥

এই দেখি মা ত্রিনয়নে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জ্বলে।
আবার দেখি সেই নয়নে করুণা কটাক্ষ গলে॥

এই দেখি রাজরাজেশ্বরী ঐশ্বর্য্যের তোর্ নাই মা! সীমা।
তোর্—আসন তলে স্থান পেয়ে শিব ব্রহ্মা বিষ্ণুর হয় গরিমা॥

আবার দেখি সেই মা তুমি ঘোর শ্মশানে একাকিনী।
কোন্ ছেলের কোথায় কি হ'ল, ধাচ্ছ! যেন উন্মাদিনী॥

এমন মা নইলে কি মাগো! গঙ্গেশ তোকে মা বলে?
স্থধু কেবল্ গঙ্গেশ নয় মা! গঙ্গাধর ঐ পদতলে॥

আবার,—শ্রীচরণ-নখরে মাগো! কত চন্দ্র বিরাজ করে।
একবার,—চরণ তুলে দেখ্ মা! পদে কত শিব চন্দ্র ধরে!!

(মায়ের বিভূতি-রূপ সম্বরণ)

গঙ্গেশ। (মায়ের নিকটে আসিয়া)—

এই না আবার সেই আমার মা, এই না আমার শ্যামা মা!
(মায়ের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁমা!—
এই কি সব ফুরিয়ে গেল? আর কি তোমার রূপ নাই মা?

ভৈরব। হাঁরে অবোধ! বলিস্ কি রে?—

মা। গঙ্গেশ!—

রূপ গুণের অতীতা আমি, তবু রূপ মোর্ ভুবন-ময়।
যার যেরূপ সাধনা, আমার তার্ কাছে সেই রূপের উদয়॥

তবুও বাপ্! তোর্ বিশেষ ক'রে দিচ্ছি আবার আজ এই ব'লে।
যত দেখ্‌বি মায়ের স্বরূপ স্বর্গ পাতাল ভূমণ্ডলে॥

এ মা, সে মা, যত দেখিস্, সকল মা ই সেই আমি মা।
যাকে দেখ্‌বি ভাবিস্ আমায়, জানিস্ আমি ই হই রে সে মা॥

গঙ্গেশ! বাপ্! তবে এখন আমি আসি! যাও!—তুমি তোমার মামী-মার কাছে যাও!—দে'খো বাবা! সে মাও আমি

(মায়ের অন্তর্দ্ধান) (মায়ের লক্ষ্যে ভৈরবের প্রণাম)

গঙ্গেশ। হায়! মা আম্মর কোথা গেলি! মাগো!—আমার আর মা নাই!!
(পতন ও মূর্চ্ছা)

ভৈরব। (দ্রুতপদে গঙ্গেশের নিকটে গিয়া মস্তকে চরণ স্পর্শ)

গঙ্গেশ। (জাগিয়া উঠিয়া) তাইত বলি—আর কেন মায়ের কথা মনে পড়ে না?—আর কেন মায়ের কথা প্রাণে জাগে না? বাবা! মার জন্যে আমি একটুও কাঁদ্‌ব না, তুমি আমার কাছে থাক!

ভৈরব। (স্বগত) এই নাও! বেটা এইবার সেরেছে! বেটা ত পালিয়ে বাঁচ্‌ল, আমি এখন কি করি? ওর্‌ মামার কাছে ধ'রে না নিয়ে যায়, তা হ'লে যে রক্ষা পাই! (প্রকাশ্যে) গঙ্গেশ! আমি যেথানেই কেন না থাকি বাপ্‌! জেনো—তোমার কাছেই আছি। গঙ্গেশ! আর কি তোমার বাঁকি রইল বাপ্‌! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ভাগ্যে কথন যা ঘটে না, আজ বাবা! তোমার ভাগ্যে তাই ঘট্‌ল, এর্‌ উপরে আর কি বল? যত যত জন্মান্তরে তোমার যত সাধনা সঞ্চয় হ'য়েছে, তার প্রতি বারের সকল গুরুই জেনো গঙ্গেশ! আমারই মূর্ত্তি! এ কাল সে কাল চিরকাল বাপ্‌! আমি মহাকাল তোমাকে কোলে ক'রেই ব'সে আছি। এইবার যাঁর ছেলে তাঁর কোলে দিয়ে আমি অবসর পেলাম!—তোমার কল্যাণে মাকে দেখে আমিও বাপ্‌ আজ ধন্য হ'লেম!! যাও—গঙ্গেশ! বাড়ীতে যাও!—আমিও এখন চ'ল্‌লাম—

গঙ্গেশ!

ইহলোকে পরলোকে বাপ্‌! তোমার আর কোন ভয় নাই!
এই—ত্রিশূল ধ'রে তোমার তরে সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ব সদাই॥

আমি বাপ্‌! বিজয়-ভৈরব, আমার বিজয় তোমায় দিয়ে—
বাজাব মার বিজয় ডঙ্কা এ ত্রিসংসার পূরিয়ে॥

আস্‌বে যে দিন, শেষের সে দিন, দীনদয়াময়ী নেবেন কোলে।
আমিও সে দিন আস্‌ব রে বাপ্‌! "জয় মা!" ব'লে যেয়ো চ'লে!!

গঙ্গেশ! বাপ্‌! তবে আমি আসি এখন!

গঙ্গেশ। (কৃতাঞ্জলিপুটে)

কর-চরণকৃতং বাক্-কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধং।
বিদিতমবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে দেবদেব প্রসীদ॥

(ভূতলে সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম, ভৈরবের অন্তর্দ্ধান, প্রণামান্তে উঠিয়া দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে)

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরু রেব পরং পূজ্যো নাস্তি পূজ্যো গুরোঃ পরঃ॥
অভীষ্ট-দেবে রুষ্টে চ রক্ষণে সক্ষমো গুরুঃ।
ন সমর্থা গুরৌ রুষ্টে রক্ষণে সর্ব্বদেবতাঃ॥

(গান ১৮)।

জয় জয় জয়, জয় বিজয়-ভৈরব ভব শম্ভো!
জয় শম্ভো শিব শঙ্কর, শিব শম্ভো শিব শম্ভো!!
জয় বিশ্বেশ্বর নিঃস্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বর শম্ভো!
জয় গঙ্গাধর শঙ্কাহর গৌরীবর শম্ভো!!
জয় খণ্ডিতবিধু-মণ্ডিতজট দিক্‌পটধর শম্ভো!
জয় তাণ্ডবনট-পণ্ডিত ভটদণ্ডিত-যম শম্ভো!!
জয় সর্ব্বাগম-নিগমযন্ত্র-মন্ত্রাকর শম্ভো!
জয় দক্ষান্ধক-কামান্তক লোকান্তক শম্ভো!!
জয় সর্ব্ববিজয় সর্ব্বাজয় মৃত্যুঞ্জয় শম্ভো!
জয় জয়, শিবচন্দ্র-পরম-মন্ত্রদ-গুরু-শম্ভো!!

(গীতান্তে)—যাই! গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করি গিয়ে!—যাই! মায়েব নাম গাই গিয়ে! আমি নাকি মা হারা ছেলে, আমার মা

আছে কি না, যাই একবার দেখাই গিয়ে!—না, তা হ'লে আর আমোদ কি হ'ল? আমাকে খুব সাবধান হ'য়ে থাক্‌তে হবে, কোন বেটা যাতে কিছু না টের পায়, তাই ক'র্‌তে হবে! আমি যেমন গঙ্গেশ ছিলাম, ঠিক্ তেম্‌নিই হ'তে হবে। যাই দেখি আগে, ওরাই কি করে? যাই—মায়ের নাটক ত শেষ হ'ল, এখন একবার মর্‌য়ার নাটক দেখি গিয়ে! যাচ্ছি ত, মামীমার হাতে; মামীমার পাতে আজ যদি দুটো প্রসাদ পাই, তবেই না বুঝি—সিদ্ধি আর সাধনা—এই ত এ সংসারের শেষ সিদ্ধান্ত!! তা হোক্ মামাও আমার সিদ্ধান্ত, আমিও আজ সিদ্ধান্ত! দেখি—মামীমা এখন কি সিদ্ধান্ত করেন! আমার মা হন কি না?

(গান ১৯)।

আমি যদি ছেলে হই, কে, মা না হ'য়ে থাক্‌তে পারে।
ঘরে ঘরে আমারই মা, নাচ্‌ছে সেজে বারে বারে॥

কি দিদীমা কি পিসীমা, কি মাসীমা কি মামীমা,
কি খুড়ীমা কি জ্যেঠীমা
ঐ বেটীই মা ত্রিসংসারে॥

দিদীমা হয় মা-বাবার মা, খুড়ী জ্যেঠী ভাই গুলোর মা,
ভগিনীও হয় ভাগিনের মা,
(ও সব আমার) মায়েরই নাম ঘুরে ফিরে॥

খুড়ী জেঠী পিসী মাসী, সকল মা ই যার এলোকেশী,
তার্ মা নাই শুনে পায় হাসি,
মার এ মায়া বলি কারে॥

নবম দৃশ্য।

ভবদেব সিদ্ধান্তের বাটী।

গৃহমধ্যে কুশাসনে ভবদেব সিদ্ধান্ত আসীন।

ভবদেব। (অনেকক্ষণ চিন্তার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) হা জগদম্বে! আজ আমার এ কোন্ পাপে কি ঘটালে মা! পুরুষানুক্রমে ত মা! আমার এ টোল আছে, কখনও ত মা! এমন বিপদ ঘটে নাই!! দুই দুইটা ব্রাহ্মণ সন্তানের অকস্মাৎ এমন অপঘাত দণ্ড কখন ত মা! শুনিও নাই—দেখিও নাই! এ ব্যাপার দৈবই হোক্, আর ভৌতিকই হোক্ সে সকল একটা উপলক্ষ্য বই ত নয়! মূলে সকল ফলাফলেরই ত বিধাত্রী তুমি! আহা! বাছা দুটোর আর বাঁচ্‌বার আশা নাই! ছাত্রের মধ্যে ঐ দুইটিই আমার, শাস্ত্রে ভাল ছিল। আহা! হরিদাস, নারায়ণ, বঙ্কিম, এদের আঘাতই বা কি গুরুতর! বাছাদের আমার উঠে ব'স্‌বার সাধ্য নাই, মেরুদণ্ড গুলো যেন একেবারে চূর্ণ হ'য়ে ভেঙ্গে গিয়েছে! ঘরভেঙ্গে প'ড়েও ত এ দশা ঘটে নাই! ঘরের চাল এক একখানা বিশ পঁচিশ হাত দূরে গিয়ে প'ড়েছে, এ অবস্থায় ঘর চাপাই বা প'ড়বে কি ক'রে? সে চালগুলো বেড়াগুলোরই কি একটা বাঁশ, একটা খুঁটী, একটা খড় আস্ত আছে? ছোঁড়াগুলো সব ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে প'ড়েছিল, তবুও পথের মধ্যে ধ'রে এমনি ক'রে আছ্‌ড়িয়েছে যে, কোনটার হাড়গোড় আর কিছু নাই! হায়! হায়! হতভাগা ছোঁড়াটা গঙ্গেশ; না আছে বাপ্, না আছে মা, ভালই হোক মন্দই হ'ক যাই হোক্ ছিল একটা ভূতের মত এইখানে প'ড়ে, সেটার ত কোন সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না! উড়িয়েই নিয়ে গেল,—কি ছুঁড়েই কোথাও ফেলে দিল? কি যে ক'রল,—কি যে হ'ল, ভেবে ত কোন দিশা পাচ্ছি না, মুক্তকেশী ছুঁড়ীটাত "ভাই

ভাই” ক’রে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, সেটাকেও কিছুতে থামাতে পার্‌ছি না। হা জগদীশ্বরি! ক’র্‌লে কি মা?—(কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পরে)—গঙ্গেশটা ত কা’ল্ টোলের ঘরেই ছিল, তার কথা ওদের যাকে জিজ্ঞাসা ক’র্‌ছি, সেই ব’ল্‌ছে—গঙ্গেশ কা’ল্ টোলে যায় নাই; কিন্তু গঙ্গেশের কথা ব’ল্‌তেই ওদের মুখ কেন অমন ক’রে শুকিয়ে আস্‌ছে, তাও ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! হা ধর্ম্ম! আজ এ কি পাপে কি ঘট্‌ল! আমি এমন কি পাপ ক’রেছিলাম—যার প্রতিফল এই হ’ল! আহা গঙ্গেশ!—বাছা আমার রে! এক দিনও তোকে ভাল মুখে কথা বলি নাই!—একদিনও তোকে আদর যত্ন সোহাগ করি নাই! তার—উপরে ছাত্রগুলোর গা’ল্ মন্দ—মার্ ধর্‌ই বা কত খেয়েছিস্! ভেবেছিলাম—আমার পুত্র সন্তান নাই, তো হ’তে আমার নাম রক্ষা হবে, তুই শাস্ত্রে পণ্ডিত হবি, তো—হ’তে আমার পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা হবে! আহা বাছা আমার রে! জন্মের মত কোথা গেলি? আর তোকে দেখ্‌তে পাব না! (কিছুক্ষণ পরে)—হায়! হায়! তবুও কি মন মানে? থেকে থেকে গঙ্গেশের কথাই মনে উঠ্‌ছে। বাছার আমার আজ না জানি—কোথায় এতক্ষণ কি দশাই ঘটেছে! আমি যদি দিন রাত্রি অমন অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা তাড়না না ক’রে কাছে রাখ্‌তাম্, অন্ততঃ এ বাড়ীতেও থাক্‌তে দিতাম, তা হ’লে বুঝি বাছার আমার আর আজ এ দশা ঘট্‌ত না! হায়! হায়! সেই পাপেই কি এ সব হ’ল? অনাথ অসহায় শরণাগত পিতৃ-মাতৃ-হীন বালক, গোষ্ঠীশুদ্ধ একত্র হ’য়ে কত অত্যাচারই না তার্ উপরে ক’রেছি!—এ অনুতাপও যাবার নয়! না—তা তার ভালোর জন্যই ক’রেছি, তবে তাতে আমার মন্দ হবে কেন? “ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ” কি জানি আজ্ কিসে কি হ’ল! যা হবার তা ত হ’য়েছে, এখন একটা সন্ধানই বা পাই কি ক’রে? মুক্ত-কেশী ত পথে পথে কেঁদেই বেড়াচ্ছে, সেও ত কোন সন্ধান

[illegible] মা! আচ্ছা—মুক্তকেশী যে, ব'ল্‌ছিল—যখন ঐ রকম হুড়ুম্‌ [illegible] হয়, তখন সে একবার ছাদে—উঠেছিল; ব'ল্‌ছিল—[illegible] টোলের ঘরের উপরে দেখ্‌লে—একটা পা টোলের ঘরে, [illegible]কটা পা মণ্ডপ ঘরে, দুই ঘরে দুই পা দিয়ে আকাশ যুড়ে [illegible] আছে—কি যেন একটা ভয়ঙ্করমূর্ত্তি! সে কথাটা কি? [illegible]ার কথায় বিশ্বাসও করা যায় না? ভয় পেয়েই হয় ত কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে কি দেখে ব'সেছে, সে যাই হোক্ যখন মুক্তকেশী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে এসে আছ্‌ড়িয়ে পড়্‌ল, তখনও যদি উঠে দেখ্‌তাম্—কি, তা হ'লেও হয় ত অনেকটা বুঝ্‌তে পার্‌তাম! (কপালে ঘা দিয়া) হায়! হায়! বুঝে ত আমি সবই ক'র্‌তাম!—হয় ত নিজের প্রাণটি পর্য্যন্ত হাবাতাম! কিছুই কিছু নয় মা! যা ঘট্‌বার তাই অদৃষ্টে ঘটে, কাব্‌ সাধ্য তার্‌ খণ্ডন করে।

নেপথ্যে (উচ্চৈঃস্বরে)—বাবা!—ও বাবা!—গঙ্গেশকে এই পেয়েছি! মণ্ডপঘরের কোণে এসে চুপ্‌ ক'রে ব'সে কি ভাব্‌ছে; আর কান্‌ছে!

ভবদেব। (নেপথ্যাভিমুখে)—হাঁরে মুক্তকেশী! সে কি রে!—গঙ্গেশ মণ্ডপে ব'সে আছে আর তোরা কেউ দেখিস্‌ নাই?

(মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। না বাবা! আমি কোথাও না পেয়ে মণ্ডপে এসে মায়ের আসনে মাথা কুট্‌ছিলাম, গঙ্গেশ অম্‌নি পশ্চিমের কোণ থেকে "হুঁঃ! হুঁঃ!" ক'রে উঠ্‌ল; তাকিয়ে দেখি—গঙ্গেশ। বাবা! তুমি শীগ্‌গির এস, হয়ত আবার তোমার ভয়ে এখনি উঠে পালাবে।

ভবদেব। (উঠিতে উঠিতে) দুর্গে! বাঁচালে মা! এমন সঙ্কটও মানুষের হয়? চল্‌ ত মুক্তকেশী! দেখি কোথায়?

মুক্তকেশী। এই এস বাবা!

(মুক্তকেশীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভবদেবের প্রস্থান)

(শশব্যস্তে অপর্ণা ও বরদার প্রবেশ)

বরদা। (সবিস্ময়ে) কৈ মা! বাবা ত এখানে নাই, মুক্তকেশীও এখানে নাই, তবে বুঝি মণ্ডপে গিয়েছে! এস!—আমরাও যাই! (অগ্রসর হইতে হইতেই) না—মা! আর যেতে হবে না! (নেপথ্যাভিমুখে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখ—গঙ্গেশের হাত ধ'রে নিয়ে বাবা এইখানেই আস্‌ছেন।

(ভবদেব, গঙ্গেশ ও মুক্তকেশীর প্রবেশ)

ভবদেব। (আসনে বসিয়া গঙ্গেশকে নিকটে বসাইয়া) হাঁরে গঙ্গেশ! বল্ দেখি—কা'ল্ রাত্রে তুই কোথায় ছিলি?

গঙ্গেশ। রা'ত্ দুপুর পর্য্যন্ত মামা! আমি টোলেই ছিলাম।

ভবদেব। তার পর?

গঙ্গেশ। (অধোবদনে নিরুত্তর)

ভবদেব। কি রে! কি?—কথা ব'ল্‌ছিস্ না যে?

গঙ্গেশ। না—মামা! তোমাদের তা শুনে কায নাই।

ভবদেব। আরে! বল্ না—কি হ'য়েছে?

গঙ্গেশ। না—মামা তোমার পায়ে ধরি, তা তুমি শুন না।

ভবদেব। বল্‌নাই কেন, কি হ'য়েছে? আমি শুন্‌লে দোষ কি? ভয় নাই! আমি কিছু ব'ল্‌ব না, তুই সত্য কথাই বল্!

গঙ্গেশ। সে কথা তোমার শুনে কায কি মামা?

ভবদেব। আছে আমার কায, তুই বল্ না!

গঙ্গেশ। নিতান্তই শুন্‌বে মামা! তবে শোন!—রাত্ দুপুরের পর ভূতনাথদাদা আর কাশীনাথদাদা আমাকে তামাক খাওয়ার আগুন এনে দিতে ব'ল্‌লে; আমি তখন ক'ল্‌কে হাতে ক'রে পাড়ার ভিতর, গাঁয়ের ভিতর আগুন খুঁজ্‌তে বে'রুলাম!

ভবদেব। কেন? ঘরে আগুন ছিল না?

গঙ্গেশ। না মামা! মাল্‌সার আগুন তখন নিভে গিয়েছিল।

ভবদেব। মাল্‌সার আগুনই যেন নিভে গিয়েছিল, প্রদীপ ত ছিল?

গঙ্গেশ। না, মামা! তাও ছিল না, হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস এসে প্রদীপটাও নিভিয়ে দিয়েছিল।

ভবদেব। দম্‌কা বাতাস কখন এল রে! আমিও ত রা'ত্‌ দুপুর পর্য্যন্ত ঘরে ব'সে পুঁথি লিখ্‌ছিলাম, দম্‌কা বাতাস এলে কি আর আমি জান্‌তে পার্‌তাম না?

গঙ্গেশ। কি জানি মামা!—প'ড়ো দাদারাই ব'ল্লে—দম্‌কা বাতাস; আমার ত বোধ হ'ল না যে, সে বাতাস বাইরে থেকে এসেছে। হঠাৎ প্রদীপটা 'দপ্‌' ক'রে নিভে গেল, যেন কেউ হাতের থাবা দিয়ে নিভিয়ে দিল।

ভবদেব। তুই নিজে দেখেছিলি?

গঙ্গেশ। হাঁ মামা! আমি নিজেই ব'সে ব'সে দেখ্‌ছিলাম।

ভবদেব। আচ্ছা, তার পর?

গঙ্গেশ। তার পর মামা! আমি যখন গাঁ ঘুরে এলাম, পাড়া ঘুরে এলাম, কোথাও একটু আগুন পেলাম না, কত ডাকেও কেউ একটা কথা কইল না, তখন আর কি ক'র্‌ব? ফিরে এসে আবার প'ড়ো-দাদাদের ব'ল্‌লাম। ভূতনাথদাদা আমায় ব'ল্লে—যা,—শীগ্‌গির যা—যেখান থেকে পারিস্‌ আগুন নিয়ে আয়! আমি তখন আর কি ক'র্‌ব? কোথাও কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে মাঠে নাম্‌লাম। সেখান থেকে দেখ্‌লাম—গ্রামের মধ্যে এদিকে ওদিকে কোথাও আর আগুন নাই, কেবল ভৈরবঘাটে একটা চিতা জ্ব'ল্‌ছে, প'ড়ো-দাদাদের কাছে এসে আবার সে কথাও ব'ল্‌লাম, ভূতনাথদাদা আমাকে ব'ল্লে—যা!—তবে সেইখান থেকেই আগুন নিয়ে আয়! তাই শুনে বঙ্কিমদাদা আমায় একবার বারণ ক'র্‌ল; না গেলে মা'র ধো'র ক'র্‌ব ব'লে ভূতনাথদাদা তোমার নাম ক'রে কত ভয় দেখাতে লাগ্‌ল। তাই শুনে আমি ক'ল্‌কে হাতে ক'রে শ্মশানে গেলাম। সেখান থেকে ঘুরে আস্‌তেই আমার রা'ত পুইয়ে গেল, তাই আমি ভয়ে ভয়ে মণ্ডপে এসে চুপ্‌ ক'রে ব'সে

কান্‌ছিলাম। এখন ছোট্‌দিদী গিয়ে মার আসনে মাথা কুট্‌তে লাগ্‌ল, তাইতে আমি "হুঁ—হুঁ" ক'রে বারণ ক'র্‌ছিলাম।

ভবদেব। কি অত্যাচার! কি দৌরাত্ম্য! (অপর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া) একে কা'ল্‌ অমাবস্থার মহানিশা মঙ্গলবার, তার উপরে ভৈরব-ঘাটের শ্মশান;—তায় আবার সেই জলন্তচিতা থেকে আগুন্‌ আন্‌তে হবে এই ছেলেকে! বেটারা সব কি পাষণ্ড! কি নরাধম! কি নরপিশাচ! এ বেটারা মানুষ?—না অসুর?—না—রাক্ষস? আমি আমার ছাত্র ব'লে ভাব্‌তাম্‌—বেটাদের কোন দোষ নাই, দোষ যত সব গঙ্গেশের; এখন ত দেখ্‌ছি—ঐ বেটারাই আমার সকল আপদের মূল!—ওদের পাপেই আজ এ সর্ব্বনাশ ঘ'টেছে! বেটারা নিজেও ম'র্‌ল, আমাকেও মার্‌ল!!

মুক্তকেশী। বাবা! ব'ল্লে ত তুমি কথা শোন না? আবার উল্‌টে আমার উপরে রাগ কর। তোমার ও ছাত্রগুলি ত নয়, এক একটি ব্রহ্মদৈত্য, আর এক একটি ব্রহ্মরাক্ষস!!

ভবদেব। যা হবার তা হ'য়েছে মা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত খুব হ'য়েছে! আজকার এই একবেলা বেটাদের এক এক মুটো ভাত দেও, তারপর এখনি আমি এক এক খানা গোরুর গাড়ী ক'রে সব বেটাকে দূর ক'রে দিচ্ছি! বেটাদের ম'র্‌তে হয়, আপন আপন বাড়ীতে গিয়ে মরুক্‌! এখানে মর্‌লে ওদের ছোঁবে কে?—ফেল্‌বে কে?—বেটারা ঘোর নারকী—মহাপাতকী!

অপর্ণা। (মুখ ঝাঁট্‌কা দিয়া) এই এক দণ্ডের মধ্যেই ঘোর নারকী—মহাপাতকী সব হ'য়ে উঠ্‌ল! একটু থেকে একটু হ'লেই দুর্ব্বাসার মত নাকের আগায় রাগ লেগেই আছে! আহা! বাছাদের আমার এই দুঃসময়ে তুমি তাড়িয়ে দেবে? ওরা গেলে আমার সংসার চ'ল্‌বে কিসে?

ভবদেব। (রুক্ষস্বরে) তোমার সংসার নিয়ে তুমি থাক! এমন সব ছাত্র আমি মায়ের মণ্ডপে বলি দেই!

অপর্ণা। তা দেবে বই কি? গঙ্গেশ তোমার বেঁচে থাক্! অমন্ ভাল মানুষটি ত আর হবে না!

বরদা। সে কি মা! তুমি বল কি? এখনও গঙ্গেশের দোষ দেও? পোড়াকপাল করি, ছারকপাল করি, অমন সব ছাত্রের জেওন্ত মুখে আগুন্ জ্বেলে দিতে হয়। ড্যাকরারা—ঘাটে-পড়ারা, মানুষের ছা—না ভূতের ছা? বামুনের ছেলে যে সব এমন অসুর, এমন রাক্ষস হয়, এও ত কখন শুনি নাই! ঘাটেপড়াদের যা হ'য়েছে—তা খুব হ'য়েছে! এখন মা করুন্ - ড্যাকরারা একেবারে গোল্লায় যাক্, তা হ'লেই আপদ চুকে যায়!

মুক্তকেশী। আচ্ছা—মা! গঙ্গেশেরই যেন মা নাই, বাপ নাই, ওই যেন অমন নষ্ট দুষ্ট; বল দেখি মা!—তোমার পেটে যদি ছেলে থাকৃত, আর সে যদি অমন হ'ত, তবে কি তুমি ঐ সকল রাক্ষসের হাতে তাকে এম্নি ক'রে ধ'রে দিতে পার্তে? ধর্ম্মের দিকে তাকিয়ে কথা ব'লো মা!!

অপর্ণা। আ মর্! পোড়ার মুখীরে, কথায় কথায় আমাকে ধর্ম্ম দেখাতে আসেন! খাচ্ছিস্ পর্‌ছিস্ কাদের দিকে, তার একটা হিসাব পা'স্?

বরদা। অমন্ খাওয়ার চেয়ে ছাই খাওয়া ভাল!

অপর্ণা। আচ্ছা, এখন হ'তে তবে তাই খা'স্!

মুক্তকেশী। তা খেতে হয় খাব, তবুও তোমার ও-সব ছাত্রের মুখে আগুন দিতে যাব না!

ভবদেব। (বরদা ও মুক্তকেশীর প্রতি) চুপ্ কর্ মা! তোরা আর ও-পাগলের সঙ্গে এমন্ ক'রে বকাবকি করিস্ কেন? এখন ঐ চণ্ডাল ক-টাকে ডেকে এনে এক এক মুটো যা দিবি, তা দিয়ে দূর্ ক'রে দে!

মুক্তকেশী। (বরদার প্রতি) দিদি! তুমি ততক্ষণ জায়গা কর, আমি ও-ঘাটেপড়াদের ডেকে আনি। (প্রস্থান)

বরদা। (স্থান করিয়া প্রত্যেকের জলপাত্র দিয়া ভবদেবের প্রতি) বাবা! তোমার আর গঙ্গেশের খাবার জায়গাও এই খানেই ক'রব?

ভবদেব। (বিরক্তি স্বরে) কর!—আর যাব কোন্ চুলোয়?

বরদা। (কুশাসন পাতিয়া ভবদেবের ও তাঁহার নিকটে গঙ্গেশের আহারের স্থান করিয়া অপর্ণার প্রতি)—
মা! যাও—তুমি ভাত নিয়ে এস!

(সক্রোধে অপর্ণার প্রস্থান ও কিছুক্ষণ পরে বারে বারে ভাতের থালা লইয়া ক্রমে—ভবদেব ও গঙ্গেশের সম্মুখে এবং নারায়ণ, হরিদাস ও বঙ্কিমের আহার-স্থানে স্থাপন)।

নেপথ্যে—ও দিদি!—ড্যাক্‌রাদের একটাকেও ধ'রে তুল্‌বার উপায় নাই! এ সব মাদুরে তুলে মরা-ফেলা ক'রে নিয়ে যেতে হবে। আমি একা টান্‌তে পা'রব না, দিদি!—তুমি শীগ্‌গির এস!—

ভবদেব। কি আপদ্! নির্ব্বংশের বেটারা ম'রেও মরে না! যা—বরদা!—যা—দুই বোনে ধ'রে টেনে নিয়ে আয়! আমি আর ও বেটাদের ছোঁব না!

বরদা। কি বালাই রে! বালাই! তবে যাই— [প্রস্থান।]

(কিছুক্ষণ পরে বরদা ও মুক্তকেশী কর্ত্তৃক হুড়্ হুড়্ শব্দে মাদুর ধরিয়া টানিতে টানিতে বঙ্কিম, হরিদাস ও নারায়ণকে আনয়ন)।

বরদা। (অপর্ণার প্রতি নেপথ্যাভিমুখে) নেও মা! যা দেবে, এদের শীগ্‌গির শীগ্‌গির দুটো দুটো দিয়ে যাও! ভূতনেথে আর কাশীনেথে দুই ড্যাক্‌রা পশ্চিমের বারান্দায় খাবি খাচ্ছে, এখন যদি মরে, তবে আর কারুও খাওয়া হবে না!

অপর্ণা। (অন্ন হস্তে প্রবেশ করিয়া) তা হ'লেই তোরা দু-বোনে বাঁচিস্!

মুক্তকেশী। আমরা দু-বোনে কেন? এক তুমি ছাড়া আর সকলেই বাঁচে!

(অপর্ণার নীরবে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন)

বঙ্কিম। (পাশ ফিরিতে গিয়া) ও বাবা গো!—ম'লেম্!—ম'লেম্!—

নারায়ণ। সেরেছে রে বাবা!—সেরেছে!

হরিদাস। কি অর্‌বারে মর্‌বারে আস্‌চিলাম রে বাবা! মুই না ওড্‌বারে পার্‌মু! অ ছড়্-দিদি! কি দেখ্‌বারে লাগ্‌চিস্? মোরা ত মর্‌বারে লাগ্‌চি।

মুক্ত। (স্বগত) লাগ!—এখন যত শীগ্‌গির পার!

বরদা। তা ত বুঝ্‌লাম, তোম্‌রা এখন দয়া ক'রে উঠে উঠে পাতের গোড়ায় ব'সে খেয়ে কৃতার্থ ক'র্‌তে পার্‌বে কি না?

হরিদাস। হঃ—বর্‌দিদি! কেম্বাই ওড্‌বারে পার্‌মু? তুমি নি মোগর্‌গো আতে দর্‌বা?

বরদা। (স্বগত) আমি আর হাতে ধ'রে কি ক'র্‌ব? যিনি ঘাড়ে ধ'র্‌বার তিনিই ধ'রেছেন।

ভবদেব। তোরা ধ'রে ধ'রে উঠিয়ে বসিয়ে দে!

(বরদা ও মুক্তকেশী কর্ত্তৃক তিনজনকে ধরিয়া উঠাইয়া বসান এবং তিন জনেরই গঙ্গেশের প্রতি সভয় দৃষ্টিক্ষেপ।)

(ভবদেব আসনে উপবেশন পূর্ব্বক) গঙ্গেশ!—ব'স্ রে!

(গঙ্গেশের উপবেশন, সকলের ভোজন আরম্ভ এবং পঞ্চদেবতাকে অন্ন না দিয়া, গণ্ডূষ গ্রহণ না করিয়াই গঙ্গেশের ভোজনারম্ভ)

ভবদেব। (গঙ্গেশের প্রতি) হা হতভাগা! গলায় পৈতে দিয়ে বেড়াতে পার, ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পঁক্তিতে খেতে ব'স্‌তে পার, পঞ্চদেবতাকে অন্ন দিতে গণ্ডূষ নিতে পার না? এই সকল কুপোষ্য পোষণ ক'রে ক'রেই আমি রসাতলে গেলাম—এমন সকল চণ্ডালের সঙ্গে এক ঘরে বাস ক'রে, এক পঁক্তিতে আহার ক'রে আর আমি উৎসন্ন যাব না? দূর হ হতভাগা! আজ্ থেকে তুইও দূর হ'য়ে যা! তোকে যত ভালবাস্‌ব ভাবি, তুই ততই এম্‌নি এম্‌নি এক একটা ক'রে বসিস্ যে—যাতে আর তোর মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না! (অপর্ণার প্রস্থান)।

বরদা। মাছ নিয়ে এস মা!

(একটু পরে থালায় করিয়া মাছ লইয়া অপর্ণার প্রবেশ, ক্রমে ভবদেব, নারায়ণ, হরিদাস ও বঙ্কিমের পাতে সকল

মাছ পরিবেশন করিয়া পরিশেষে বিরক্তির সহিত মাছের কাঁটাগুলি লইয়া গঙ্গেশের থালায় নিক্ষেপ) .

গঙ্গেশ। (হাসিতে হাসিতে অপর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া) মামীমা! আমি ত গঙ্গা নই,—গঙ্গেশ; তোমার এ পিতৃ-অস্থি গুলি আমায় না দিয়ে গঙ্গায় দিলেই ত পার্‌তে!

ভবদেব। (সক্রোধে গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) দূর্ হ গরু!

গঙ্গেশ। (হুঙ্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে লাফ্ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভবদেবের সম্মুখে হাত নাড়িয়া মাথা ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে)

কিং গবি গোত্বমুতাগবি গোত্বং?
চেদ্ গবি গোত্বমনর্থক মুক্তং।
অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টং,
ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বং॥

ভবদেব। (ভাত ছাড়িয়া হাত তুলিয়া সবিস্ময়ে গঙ্গেশের মুখের দিকে চাহিয়া) কি বল্‌লি রে গঙ্গেশ? কি? কি? কি? আবার বল্‌ত!

গঙ্গেশ। (পুনঃ শ্লোক পাঠ)

ভবদেব। (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সানন্দে সবিস্ময়ে সকৌতুকে) হাঁরে! কি ব'ল্‌লি, বুঝিয়ে দিতে পারিস্? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!

গঙ্গেশ। বুঝেছ কি না, তাও বুঝেছি; তবু বলি,—বলি—মামা! আমাকে গরু ব'ল্‌লে কেন? তুমি ত নৈয়ায়িক, গোত্ব কাকে বলে তা ত নিজেও বোঝ! বলি গোর ধর্ম্ম গোত্ব, সে কি গো-তেই থাকে?—না, আর কিছুতেও থাকে? গোতে যদি গোত্ব থাকে, তা'হ'লে আমি ত মামা! গরু নই, আমি তোমার ভাগিনে; আমাকে অনর্থক কেন গরু ব'ল্‌লে? আর যদি গরু না হ'লেও তাতে গোত্ব থাকে এমনই হয়, তবে ত মামা! আমিও যেমন গরু, তুমিও তাই।

(সকলের সবিস্ময়ে পরস্পর মুখাবলোকন)

ভবদেব। (তাড়াতাড়ি ভাত ছাড়িয়া হাত ধুইয়া উঠিয়া গঙ্গেশের হাত ধরিয়া ভয়-ভক্তি গদ্‌গদ স্বরে) ওরে গঙ্গেশ! সব বুঝেছি, বল্ রে বল্ বাপ্! কোথায় কি পেলি?—কোথায় তোর্ কি ঘট্‌ল?

গঙ্গেশ। (ভবদেবের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরুত্তর)

ভবদেব। (দুই হাতে গঙ্গেশের দুই হাত ধরিয়া কাতর স্বরে) যা ক'রেছি ক্ষমা কর্! বাপ্! বল্ গঙ্গেশ! কোথায় কি পেলি? আমার মাথা খা, বল্ বল্!!

গঙ্গেশ। (নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন)

মুক্তকেশী। (তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া) ও বাবা! দেখ—দেখ! গঙ্গেশ কান্‌ছে।

ভবদেব। ওরে গঙ্গেশ!—বল্ রে বল্! আর বিলম্ব করিস্ না বাপ্! এক নিমেষ আমার এক যুগ বোধ হ'চ্ছে! আমার প্রাণ থেকে ডেকে ব'ল্‌ছে—কা'ল্‌কার এ অমাবস্যার মহানিশা কেবল তোর জন্যই এসেছিল, নিশ্চয় কা'ল্ ভৈরবঘাটে ভৈরবের কৃপায় তোর্ এ সিদ্ধি ঘ'টেছে বাপ্! জন্মজন্মান্তরের কোন্ সিদ্ধ পুরুষ তুই শাপভ্রষ্ট হ'য়ে কেবল আমায় কৃতার্থ ক'র্‌তে এয়েছিস্! আমি জান্‌তাম্ —তুই আমাদেরই মহামায়ার ছেলে, এতদিনে বুঝ্‌লাম বাপ্! তুই যে—মহামায়ার ছেলে!! মহামায়ার দয়া ভিন্ন এ মহামায়া ভেদ করে কার্ সাধ্য? হাঁরে গঙ্গেশ! তুই যে মা-হারা ছেলে। এত দিনে কি মা পেলি রে বাপ্! বল্ গঙ্গেশ! বল্ বল্! এ সৌভাগ্যের সুখভোগে আর যে বিলম্ব সহ্য হয় না। এক দিনের জন্যও যদি তুই আমার নিকটে ঋণী হ'য়ে থাকিস্, তবে বাবা! সে ঋণ পরিশোধ এখনই কর্! গঙ্গেশ! দোহাই তোর্ মা মহামায়ার! কি হ'য়েছে—বল্! বল্!!—আমি তোর সাক্ষাতে এখনি মাথা ভেঙ্গে ম'র্‌ব বাপ্! যদি তুই তা না বলিস্!

মুক্তকেশী। (কাতর স্বরে) দেখ্, গঙ্গেশ! বাবা কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন,

বল্ না ভাইটি! আমাদের কাছে; তুই ত ভাই! আমার কথা শুনিস্!—(গঙ্গেশের হস্ত ধারণ)

গঙ্গেশ। (সানন্দে হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে সুর ধরিয়া)—

শবশিব—হৃদয়-সরোজ-নিহিত—দক্ষিণ-চরণা—
জয়তি কাপি সা মধুর-মধুর-হসিতাননা দিগ্বসনা লোলরসনা॥

ভবদেব। (গদ্‌গদ কণ্ঠে) আমরি মরি মাগো! গঙ্গেশের কণ্ঠে এ কি নৃত্যলীলা মা!!

গঙ্গেশ। (সুর ধরিয়া করতালী দিয়া নাচিতে নাচিতে)

গান। (২০)

জয় জয় জয় জয় বিজয়-ভৈরবী ভবদারা—
জয় তারা, জয় তারা, জয় তারা, জয় তারা।
জয় ভক্ত-ভুবন-জীবনধন—চরণাম্বুজ সারা॥

জয় স্নিগ্ধোজ্জ্বল-জলদদাম-গলিতকান্তি-ধারা।
জয় চরণাম্বুজ-চুম্বি-চতুর-কুন্তল-কুল-ভারা॥

জয় কণ্ঠাবধি-জঘন-মণ্ডি-মুণ্ডাবলি-হারা।
জয় বিম্বাধর-রঞ্জি-মধুর—রুধিরাসব-ধারা॥

জয় মাধ্বীভর—ঘূর্ণিত-ঘন-নয়নত্রয়—তারা।
জয় করুণাঘন-নয়নপাত—খণ্ডিত-যমকারা॥

জয় তারা-ধ্বনি-মাত্রাতর—দীনাশ্রিত-পারা।
জয় জয় শিবচন্দ্র-হৃদয়—নৃত্যচরণ-চারা॥

(গীতান্তে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া "জয় মা! জয় মা!" ধ্বনি করিতে করিতে তালে তালে উদ্‌ভ্রান্ত নৃত্য)

ভবদেব। (ছাত্রগণের প্রতি) ওরে গণ্ডমূর্খ পাষণ্ডের দল! একবার চেয়ে দেখ্—আমার গঙ্গেশের মূর্ত্তি! আমরি মরি! আজ আর আমার গঙ্গেশ, গঙ্গেশ নাই—যেন বালকরূপী গঙ্গাধর!!

মুক্তকেশী। (ভীত স্বরে) ও বাবা! গঙ্গেশ কেন অমন্ করে? গঙ্গেশের আজ এ কি হ'ল!!

ভবদেব। ও মা! গঙ্গেশের আজ যা হ'য়েছে, তা যে তোদের বাবাও বোঝে নাই!

গঙ্গেশ। (ছাত্রগণের প্রতি চাহিয়া) প'ড়ো দাদারা! তোমরাই আমার জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধু ছিলে। ভয় কি ভাই! ভৈরবদূত ভূতের হাতের কিল্ খেয়েছ, তোমাদের শরীর ত বজ্র হ'য়ে গিয়েছে; তাতে আর দুঃখ কর কেন? বাবার আমার নিগ্রহও অনুগ্রহ!—যে বৈদ্যনাথের দূত তোমাদের দেহ স্পর্শ ক'রেছেন, এইবার ভাই! ভব-রোগও সেরে যাবে! বীর বার এইবার উঠে একবার বল দেখি ভাই—জয় জয় জয় মায়ের জয়!!

(উল্লম্ফন দিয়া এক এক জনের বাহুধারণ)

(সকলের সভয়ে গঙ্গেশের মুখ নিরীক্ষণ ও বিনা কষ্টে গাত্রোত্থান এবং সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন)

গঙ্গেশ। বল ভাই!—জয় মায়ের জয়!!

সকলে। (সোল্লাসে) জয় মায়ের জয়!—জয় মায়ের জয়!!

ভবদেব। (সকলের দিকে চাহিয়া) আ মরি! মরি! কি দৈবশক্তি!!

অপর্ণা। (ব্যগ্রভাবে গঙ্গেশের দুই হাত ধরিয়া) বাবা আমার! ভূতনাথ কাশীনাথ ওদুটোকে বাঁচিয়ে দে বাবা!—আমার মাথা খা'স্!

গঙ্গেশ। তা বুঝেছি, বাবা আমার এই জন্যই ওদুটোকে এখনও রেখেছেন! (নাচিতে নাচিতে সবেগে প্রস্থান ও নেপথ্যে ধ্বনি)—ভূতনাথ দাদা! কাশীনাথ দাদা! ওঠ্ রে ভাই! ওঠ্ রে ওঠ্!—আহা! গায়ে বড় ব্যথা হ'য়েছে, মনে কিছু করিস্ নে দাদা! মা-বাবা ধ'রে মার্লে, আর রাখে কে ভাই! একবার প্রাণের কপাট খুলে

"জয় তারা" ব'লে ডাক্ দেখি দাদা! তোদের সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা এখনি ভাই! দূরে যাবে! এই আমি হাত ধ'রেছি—ওঠ্ দেখি দাদা!—

নেপথ্যে—(ভূতনাথ ও কাশীনাথের "জয় তারা—জয় তারা" ধ্বনি)।

(কাশীনাথ ও ভূতনাথকে সঙ্গে লইয়া নাচিতে নাচিতে গঙ্গেশের প্রবেশ)

বরদা। ও মা! কি হবে গো!—এ দুটো যে একেবারে ম'রে ছিল! হাঁ রে, গঙ্গেশ! তুই কোথা থেকে কি শিখে এলি?—

গঙ্গেশ। আমি ত শিখেছি দিদি! তোম্‌রাও একবার শিখে নেও!—

(অপর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া ভূতনাথ ও কাশীনাথের হাত ধরিয়া) মামী মা! এই নেও তোমার ভূতনাথ, এই নেও তোমার কাশীনাথ!—তারপর মামীমা! সকলকেই ত সারা'লেম, এখন তোমায় সারাই কি ক'রে?—

(কৃতাঞ্জলিপুটে) মাগো! এইবার তুমি মা হও মা! আমি দুষ্ট দুরাত্মা ছেলে, একবার দুষ্ট ছেলের দুষ্ট মা হ'য়ে দাঁড়াও মা! (অপর্ণার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে চক্ষুঃমুদ্রিত করিয়া ধ্যানাবস্থান)

(ঢুলিতে ঢুলিতে আপনা হইতে অপর্ণার অবগুণ্ঠনাপসরণ ও কেশমোচন এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে দেহান্দোলন)

বরদা ও মুক্তকেশী। (সভয়ে ভবদেবের প্রতি) ও বাবা! ঐ দেখ—মা যে কেমন করে!

ভবদেব। (হস্ত সঙ্কেতে উভয়কে বারণ করিয়া) দেখি—রাখ্!

গঙ্গেশ। (চক্ষুঃ মেলিয়া অপর্ণার দিকে চাহিয়া) এইবার—মা আমার!—জয় মা!—জয় মা!—জয় মা!! (নৃত্য)

অপর্ণা। (গম্ভীরস্বরে) গঙ্গেশ!—আজ্‌ই তোর মা হবার দিন! এই নে—মায়ের কোলে ওঠ্!—(উভয় বাহু প্রসারণ)

গঙ্গেশ। (দুইবাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঝাঁপিয়া অপর্ণার কোলে উত্থান এবং আবেগে অপর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া)—মা !—মা !—মা !

অপর্ণা। (দক্ষিণহস্তে গঙ্গেশের মুখ তুলিয়া) কত তাড়না ক'রেছি বাপ্!—কত দুঃখ দিয়েছি বাপ্! তা ব'লে কিছু মনে করিস্ না! আমার, ও—সবই কেবল তোকে পরীক্ষা করা!

ভবদেব। গঙ্গেশ রে! মহাবিদ্যার বিদ্যালয়ে এ পরীক্ষায় আজ্ তুই ই কেবল উত্তীর্ণ হ'লি।

গঙ্গেশ। মামীমা! আর ত মামী-মা ব'ল্‌তে পারিনা, আজ থেকে কেবল মা ব'ল্‌ব!—

অপর্ণা। গঙ্গেশ রে! আমিও আজ থেকে কেবল তোরই মা হব।

মুক্তকেশী। ওমা! আম্‌রা তবে কোথা যাব?

অপর্ণা। তোরাও গঙ্গেশের সঙ্গে সঙ্গে মা ব'লে ডাকিস্!—(গঙ্গেশের প্রতি) গঙ্গেশ রে! অনেক দিন তোরে কোলে ক'রে সাধ পূরে কিছু খাওয়াইনি রে! তোর্ সাধনা পূর্ণ হ'ল, আজ আমার সাধনা পূর্ণ কর্ বাপ্!—(বরদার প্রতি) বরদা! যা ত মা! রান্নাঘরে,—বাছার আমার কিছু খাওয়া হয়নি, যা থাকে ঘরে, শীগ্‌গির নিয়ে আয়্!—(বরদার প্রস্থান ও অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া প্রবেশ)

বরদা। এই নেও মা!

অপর্ণা। তুই ধ'রে থাক্, আমি গঙ্গেশকে খাওয়াই। (বরদার হস্তস্থিত পাত্র হইতে অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক গঙ্গেশের মুখে দিতে উদ্যম)

গঙ্গেশ। (হাসিয়া মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে) কর কি মা? মামা র'য়েছেন এখানে—এক সূর্য্যে দুইবার আহার!!

অপর্ণা। আমি ব'ল্‌ছি—তোকে খেতে হবে।

গঙ্গেশ। সেটা হ'চ্ছে না মা!

অপর্ণা। কেন? আমি দিচ্ছি, খাবি না?

গঙ্গেশ। দিচ্ছ কৈ মা!

অপর্ণা। (হস্ত প্রদর্শন করিয়া) কেন ? এই ত দিচ্ছি !

গঙ্গেশ। ও দেওয়া কি দেওয়া মা ? মা যাকে মা ! খেতে দেয়, তার কি আবার চিবিয়ে খেতে হয় ?

অপর্ণা। (সহাস্যে) সাধনায় সিদ্ধ হ'য়েও সাধ কি আর মিটুল না রে !

গঙ্গেশ। মা ! সাধ মিটুলনা, এই ত সিদ্ধি !

ভবদেব। আ মরি মরি ! কি অপূর্ণ পূর্ণ-সিদ্ধি ! !

গঙ্গেশ। বাবা ! মা যে আমার অন্নপূর্ণা, এ সাধনার সিদ্ধি কেবল তুমি বই আর কেউ বুঝ্‌বার নাই !

ভবদেব। বাপ্‌ রে !—আজ বুঝ্‌লাম, কিন্তু পাব কবে, তা তুই ই জানিস্‌।

গঙ্গেশ। বাবা ! কল্পলতার মূলে ব'সে "কি পাব" তাই ভাবৃছ কেবল,
কি চাবে তুমি চাও না ! তাই পাবার আছে অনেক ফল !!

মুক্তকেশী। গঙ্গেশ রে ! কি খাবি এখন ? বল্‌ না ভাইটি ! সেইটি বল্‌ !

গঙ্গেশ। (বরদার হস্তস্থিত পাত্র হইতে অন্ন লইয়া অপর্ণার মুখে দিয়া হাসিতে হাসিতে একে একে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া)

বরদা মা দিচ্ছেন আবার, খাচ্ছেন ঐ অপর্ণা মা !
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছেন আবার হাস্‌ছেন মুক্তকেশী মা ! !

অপর্ণা। এই নে বাপ্‌ ! তোর্‌ সাধের প্রসাদ !—(চর্ব্বিত প্রসাদ প্রদান)

গঙ্গেশ। (হাত পাতিয়া প্রসাদ লইয়া ভবদেবের মুখের দিকে চাহিয়া)-—

আমার পঞ্চ-দেবতা বাবা ! এই দেখে নেও এক দেবতা।
এই বেলা আজ ব'লে দেও ! ত, কোন্‌ দেবতায় দেব তা ॥

ভবদেব। বাপ্‌ রে ! তোর্‌ যে পঞ্চদেবতা ঘুচে গেছে, তা ত আমি তখনও জানি না !

গঙ্গেশ। (প্রসাদ মুখে দিয়া হাসিয়া হাসিয়া করতালি দিতে দিতে)—
সেই মা আমার এই মা আজ, এই মা আমার সেই মা।
কোন্‌ মা তুমি, সে সব কথায়, কায কি আমার ? ও মা ! মা !!
যে মা ইচ্ছা সে মা হও মা ! সকল মা ই আজ গঙ্গেশের মা ॥

মা তুমি মা ! ছেলেরও মা, বাবারও মা, আমারও মা।
কি দিদী-মা, কি মাসী-মা, কি মামী-মা সবই মা ॥

ঘরে মা অপর্ণা আমার অন্নপূর্ণা সংসারের মা।
এই মা ই আমার বাবার বুকে মুক্তকেশী হর-রমা ॥

দ্বিভুজা আর দশভুজা চতুর্ভুজা আমারই মা।
যে দিকে চাই, আমারই মা, আমারই মা—আমারই মা ॥

আমারই মা, আমারই মা, আ মরি মা, আ মরি মা!
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমারই মায়ের গরিমা ॥

তপনে মার প্রভাশক্তি, গগনে মায়ের মহিমা।
চন্দ্রমায় চন্দ্রিকা মা মোর, অণুতে মা অণিমা ॥

পবনে মা বেগশক্তি, দহনে মোর্ দাহিকা মা।
জলে মায়ের শীতলতা, মধুরে মার মধুরিমা ॥

ধরিত্রীর ধারণা শক্তি, জগদ্ধাত্রী আমারই মা।
বিধাতার বিধাত্রী শক্তি, বিষ্ণুর স্থিতি-শক্তি মা ॥

মহারুদ্রের মহারৌদ্রী মহাশক্তি সেই আমার মা।
ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী মা, বৈকুণ্ঠবাসিনী রমা ॥

কৈলাস-ধামে, বাবার বামে, আমার মা ই সেই গৌরী উমা।
াবার সেই—গোলোকধামে, শ্যামের বামে, রাসেশ্বরী আমারই মা ॥

কৈবল্যের সেই নিত্যলীলায় লীলাময়ী আমারই মা—
মহাকালের হৃৎকমলে তালে তালে নাচ্ছে শ্যামা ॥

শিবের বামে, জীবের বামে, আমারই সেই এক ই মা।
সর্ব্বত্র সম-দক্ষিণা, বামা হ'য়েও নন্ মা বামা ॥

শক্তি-স্বরূপিণী মা মোর জীবেরও মা শিবেরও মা।
কি জীব, কি শিব, দুইই হন শব, কোলে যদি না করেন মা ॥

জননে জননী মা মোর, ধারণে হন ধাত্রী মা।
কারণে মা ক্রিয়াশক্তি, কার্য্যে ফল-বিধাত্রী মা ॥

জীবনে জীবনী শক্তি, মৃত্যুরূপা মরণে মা।
সাধনায় সাধনা, মুক্তি-দানে মুক্ত-কেশী মা ॥

কোলের ছেলে, কোলে ক'রে, দোলে মা মোর, কি সুষমা!
আপন কোলে, আপ্‌নি দোলে, আনন্দ-হিল্লোলে মা ॥

আপন মুখে, আপন নাম ঐ, গেয়ে বেড়ায় আমারই মা।
মায়ের, কেবা আপন, কেবা হয় পর, আর কিছু নাই সবই যে মা!
কোন্ মা তুমি, কে মা তুমি, সে কথায় আর কায কি মা?
যে মা, সে মা, হও মা! তুমি, বল্‌তে দেও মা! "জয় মা শ্যামা॥"
গঙ্গেশের আজ, যে দিকে চাই, ব্রহ্মাণ্ড-ময় সব ই মা।
মা! তুমি আর মা হবে কি? মা ই ছিলে মা! মা ই আছ মা!!

ভবদেব। আমরি! মরি! কি তত্ত্ববোধ! তত্ত্বময়ী জেগেছেন যার—
(এইরূপেই তার—) শিবতত্ত্বে জীবতত্ত্বে আত্মতত্ত্বে একাকার ॥

ছাত্রগণ। পায়ে ধরি ভাই গঙ্গেশ! আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর্!
এখন,—কি ক'র্‌ব তাই, ব'লে দে, ভাই! আমরাও যে
তোর নই রে পর ॥

গঙ্গেশ। ভাইরে—আর কি কর বিদ্যার সাধন, মহাবিদ্যা মাকে ভুলে!
যাত্রা কর সেই পরীক্ষায়—তারা-নামের নিশান তুলে ॥
তারা বিদ্যা, তারা শিক্ষা, তারা বিশ্ব-বিদ্যালয়।
শাস্ত্র তারা, ছাত্র তারা, স্বয়ং গুরু তারা-ময় ॥

যত দেখ দর্শন শাস্ত্র, (ওর্) তারার দর্শন কিছুতেই নয়।
গুর্— সব অদর্শন, যদি আমার তারা মায়ের দর্শন না হয়॥
তারা-পদাম্বুজ-প্রান্তে যারা করে তারা-লয়।
এই তারাতেই তারা দে'খে, যায় রে তারা তাঁর্ আলয়॥
তারা—মায়ের মায়া ব'ল্‌ব কি ভাই! হ'লে পরে মহাপ্রলয়।
শব হয় এ সব, তবু সে সব—ভাইকে মা মোর কোলে লয়॥
তাই—এই সময় ভাই! সময় থাক্‌তে বল জয় জয় তারার জয়।
যে বলে সেই তারার জয় জয়, সেই করে সে তারার জয়॥
তাই—তারার জয়ে তারার জয় নাই, কেবল তারার ছেলের জয়।
অধিকন্তু, তারার জয়ে—তারা হয় রে মৃত্যুঞ্জয়!!

ভবদেব। গঙ্গেশ রে!—
আমার—কাল্ ত গেল, কাল্ ত এল, বল্ ত রে "জয় কালীর জয়"
আজ, সবাই মিলে, কালী ব'লে, ঘুচাই রে বাপ্! কালের ভয়॥
আমি—মনে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে সংসার বই আর ভাবি নাই;
পণ্ডা বিদ্যায় পণ্ডিত হ'য়ে মহা-বিদ্যায় ভুলেছি তাই।
হায় রে সংসার! তোমায় আমি সার ক'রে সেই সারাৎসারা—
তত্ত্বময়ী—তারা—ধনে, মত্ত হ'য়ে হলেম হারা।
আমি মাকে ভুলেছি তবু ভুলে যান নাই মা আমায়;
তাই ত—গঙ্গেশের এ সিদ্ধি কেবল আমায় উদ্ধার করার উপায়।
দীন-তারিণীর কৃপাদৃষ্টি দীনের ভাগ্যেই শোভা পায়;
দিন গেল মা!, দীন কর মা!, লুঠিয়ে পড়ি রাঙা পায়॥
(গঙ্গেশের প্রতি)—গঙ্গেশ রে—!
আমি—এমন দিন ত আর পাব না, তুই রে মায়ের বর-পুত্র।
কাট্‌ল রে তো হ'তে আমার শত জন্মের কর্ম্ম-সূত্র॥

(বাহু প্রসারণ করিয়া)—

আয়রে বাপ্ ! আয় ! কোলে করি, প্রাণ খুলে গা—
"জয় মায়ের জয়"।

গঙ্গেশ। (ঝাঁপ দিয়া ভবদেবের কোলে উঠিয়া করতালী দিয়া)—

জয় মায়ের জয়, জয় মায়ের জয়,
জয় মায়ের জয়, জয় মায়ের জয় ! ! !

সকলে (করতালী দিয়া নাচিতে নাচিতে ভবদেব ও গঙ্গেশকে প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্বরে)।

জয় মায়ের জয়, জয় মায়ের জয়,
জয় মায়ের জয়, জয় মায়ের জয় ! ! !

(গান ২১)।

বৃথা কেন আর ? সংসার সংসার,
তারা-পদ সার কর রে ;
তারা-চরণ-তরী ধর ধর রে—
গেয়ে— তারা-নামের সারি, দু-বাহু প্রসারি,
ভবার্ণবে তর তর রে।

ওরে— দারা পরিজন,— সহায় স্বজন,—
প্রয়োজন পরিহর রে—
কেবল, কর প্রিয়-জন তারা-ভক্ত জন,
বিনা সে জন, সব পর রে।

ওরে, মায়ার মায়া ভুলে, মায়ের মায়া-ফুলে
হার গেঁথে গলে পর রে—
তুলে, মায়ের নামে তান, গেয়ে মা-মা-গান,
জুড়াও প্রাণ, যাতনা হর রে—

মুখে 'তারা তারা' ব'লে, তারা-পদ-তলে
নয়ন-তারা স্থির কর রে।—
ত্রিনয়নের নয়ন-তারায়, . দ্বিনয়নের তারায়,
তারাকারা ধারা ধর রে।
ওরে, সবাই আছে আর, তারা নাই রে যার,
হয় সে অন্ধ নিরন্তর রে—
সে যে— থাক্‌তে নয়নতারা, দিনে দেখে তারা,
(তারায় বহে)—দুখের ধারা ঝর ঝর রে—
হ'লে— নয়ন-তারা-হারা চন্দ্র সূর্য্য তারা,
তারাও না হয় নয়ন-গোচর রে ;—
তেম্‌নি,— তারা হারাইলেই, তারা হারাইলে,
তখন, আঁধার এ চরাচর রে।
ওরে,— তারার তারা তারা, তারা-হারা তারা,
যারা—তারা-হারা তারা রাখে রে ;—
তারাই— ধ'রেছিল তারা, তারায় তারায় যারা,
তারা-রূপ-মাধুরী দেখে রে—
যাদের গুরুদত্ত তারা, তত্ত্বময়ী-তারা—
রূপ-সুধাতে মত্ত থাকে রে ;—
তারা হইয়ে উন্মত্ত, সদা করে নৃত্য ;
শিবচন্দ্র ! সে তাল ধর রে।

(গান গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান)।

দশম দৃশ্য ।

ভৈরবীর প্রবেশ ।

ভৈরবী। (সবিস্ময়ে)। এ কি স্বপ্ন না কুহক? মায়া না মোহ? নাটক না ইন্দ্রজাল? এতক্ষণ এ কি দেখ্‌লাম? কি শুন্‌লাম্? সত্যই কি ভারতভূমির কণ্ঠ-রত্ন বহুকালের সেই গঙ্গেশ আবার আজ ফিরে এল? না, তাও ত হ'বার নয়। গঙ্গেশ যেখানে গিয়েছে, সেখান থেকে ত কেউ কখন ফিরে আসে না! তবে এ কি অসম্ভব-সম্ভাবনা, অঘটন-সঙ্ঘটনা! অথবা এ মায়াময় সংসারে আর অসম্ভবই বা কি আছে? অঘটনই বা কি আছে?—মায়ের মায়া ত আমার চিরকালই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। তার কাছে আর অঘটন কি?—(কিয়ৎক্ষণ পরে)—অহো! কি ভ্রান্তি আমার! অঘটনই বা কারে বলি? এ যে আমার মায়ের মায়া! জীব হ'য়েও গঙ্গেশ সেই শিবারাধ্য পাদপদ্মের অধিকারী হ'ল, যাঁর মায়ায়; তাঁর মায়ায় আবার অঘটন-ঘটন কি?

মর্ত্ত্য-ভূমির মৃত্যু-দাস মানব হ'ল মৃত্যুঞ্জয়!
সেই গঙ্গেশের এ দৃশ্য আজ, এতে আর একটা কি বিস্ময়?

যার সাধনায় যে হয় সিদ্ধ, সেই ত পায় তার স্বরূপ,
সিদ্ধির ফলে সাধ্য সাধক—দুই ই তখন একরূপ।

দেহ আত্মা কি মনঃ প্রাণ—সকলই যার কেবল মা-ময়,
মা-নামের তরঙ্গ যার ত্রিভুবনে সদা বয়।

জীবনে, মরণে, কিম্বা জাগরণে, স্বপনে,
সমান-ভাবে প্রাণের স্রোত যার ছুটেছে মার চরণে।

মায়ের ধ্যানে, মায়ের জ্ঞানে, মায়ের নাম মহিমা গানে,
যার, মন মেতেছে, প্রাণ মেতেছে, মা-নামের মধুময় তানে

তার যে—মায়ের রূপে মত্ত নয়ন, নৃত্য করে রসনা,
কেবল, শবাসনা লোল-রসনা দিগ্‌বসনার ঘোষণা।

ও যার—ঊর্দ্ধ-তারার ঊর্দ্ধে কেবল ঊর্দ্ধতারা-তারারূপ,—
সে যে—অর্দ্ধ-তারায় দেখে অর্দ্ধ-তারা-অর্দ্ধ-হর-রূপ।

তার যে—অর্দ্ধ হ'লেও নয়ন-তারায় পূর্ণতারা-রূপের উদয়,
তারা—ঊর্দ্ধ হ'লেই অর্দ্ধ হ'য়ে পূর্ণ করেন তার সে হৃদয়।

নিম্নে অর্দ্ধ রেখে মায়ের ঊর্দ্ধ-অর্দ্ধে লয় প্রলয়,
সেই লয়ে যার লয় ঘ'টেছে, সেই জিনেছে সেই প্রলয়।

নিম্ন-অর্দ্ধে মায়ার প্রলয়, ঊর্দ্ধ-অর্দ্ধে মায়ের লয়,
তাই—ঊর্দ্ধ-তারায় দেখেন বাবা, ঊর্দ্ধে তারা-রূপের উদয়।

মায়ের ছেলে হয় রে যারা, ঊর্দ্ধ-তারা তাদেরই হয়,
আত্ম-রূপের অর্দ্ধ, তারা ঊর্দ্ধ-অর্দ্ধে করে লয়।

সেই ঊর্দ্ধে মিশেছে গঙ্গেশ, রুদ্ধ নাই আর কোন লোক,
তাই না সে কৈবল্যের শোভায় পূর্ণ আজ্ এ মর্ত্ত্যলোক।

যে শক্তিতে ধ্যান-ধারণায় মায়ের উদয় হয় সংসারে,
সেই শক্তিতেই মায়ের ছেলে, ভাব্‌লে দেখা দেয় তারে।

একই শক্তি, একই স্বরূপ,—আধা ছেলে, আধা মা,—
সেই শক্তির স্বরূপে ডুব্‌লেই জীবের হয় জীবত্ব-সীমা।

সেই জীবত্ব পরিহরি গঙ্গেশে আর গঙ্গাধরে,
ভেদ ঘুচেছে মুক্তকেশীর শ্রীচরণ হৃদয়ে ধ'রে।

মার চরণের সঙ্গে সঙ্গে তাই গঙ্গেশের এ আবির্ভাব,—
অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয়, ধ্যান-ধারণার এই স্বভাব।

ভৈরবঘাটে সিদ্ধ-পীঠে এই না! সিদ্ধির পরিচয়,—
এই গুণেই ত সিদ্ধ-পীঠে সাধ্‌লে শীঘ্র সিদ্ধি হয়।

হায় হায়! গঙ্গেশের সেই জন্মস্থান, সেই সিদ্ধপীঠ, সেই গঙ্গাতীর, সেই ভৈরবঘাট,—সেই সবই ত এখনও গঙ্গেশের সাধন-সিদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু হায়! এক গঙ্গেশের অভাবে আজ সবই যেন অন্ধকার! সেই শত শত চিতা আজও মহানিশার মহাশ্মশান উদ্দীপিত ক'রে জ্ব'লছে, আজও গঙ্গার উভয় তট এই আলোকে আলোকিত হ'চ্চে;—কিন্তু ভৈরব-ঘাট! তোমার প্রাণের অন্তস্তলে যে অঙ্গার-স্তূপ স্তরে স্তরে বদ্ধ হ'য়েছে, কার সাধ্য আর তার অপনোদন করে? ভৈরব-ঘাট! একা তুমি কেন?—আমি ত এই দিন-রাত্রি ভারতের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যে ঘাটে যাই, সেই ঘাটেই কেবল 'মরা মরা মরা' বই আর কথা নাই! ভারতের শ্মশানে আজ জীবিত আর কেউ আসে না! যদিও কখন কেউ আসে, জীবিত আর ফিরে যায় না। যে আসে, সে একেবারেই আসে, যে যায় সে একেবারেই যায়। হায়, হায়! গঙ্গাধরের প্রিয়শিষ্য সেই গঙ্গেশের লীলাভূমি ভৈরব-ঘাটের আজ এই দৃশ্য!

সেই ত তন্ত্র, সেই ত মন্ত্র, সেই ত গুরু, সেই ত মা,
সেই ত এই সাধনার সিদ্ধি, সেই ত মায়ের মহিমা।

সেই জপ তপ, শিক্ষা দীক্ষা, সেই শম দম, সেই নিয়ম,
সেই কুলাচার, সেই যোগাচার, সেই বীরাচার বীরবিক্রম।

সেই ত ভারত কর্ম্মক্ষেত্র, সেই ত সেই ব্রাহ্মণ আজ,
যেন, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শয়িত বীরেন্দ্র সাজ।

সবই গেছে, সবই আছে, কিন্তু সবই শবাকার,
হুঙ্কার টঙ্কার গেছে, আছে মাত্র হাহাকার।

মহামন্ত্র শরাসনে যুড়ি আত্ম-মনঃ—শর,
সন্ধান আকর্ণ-পূর্ণ;—শিক্ষাদাতা মহেশ্বর।

লক্ষ্য কেবল যোগী ঋষির অলক্ষ্য মার শ্রীচরণ,
অলক্ষ্যে সেই লক্ষ্য বেধি হ'ত যাদের মহারণ।

তন্ময়তা-সিদ্ধি কেবল হ'ত যায় কৈবল্য মরণ,
আর্য্যকুল-কুলাচারে শোভিত যে রণাঙ্গন।

সে রণে হয় অগ্রসর আজ, নাই রে সে বীর, নাই সহায়,
যার অভাবে বঙ্গভূমি! রঙ্গভূমি তুমি হায়!!

হায় রে!—

মায়াতীত নিত্যধাম চিন্ময় কৈবল্য-লোকে,
শিবলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ কি গোলোকে।

কিম্বা মায়ামরীচিকা এ ব্রহ্মাণ্ড-ভবনে,
সপ্ত-স্বর্গ সপ্ত-পাতাল চতুর্দ্দশ-ভুবনে।

সাগর সাগরান্তরে, দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে,
ধরাধর-শিরে কিংবা শ্মশানে, কি প্রান্তরে।

নদ-নদী-তটে, মঠে, বনে, কিম্বা ভবনে,
ধ্যানে জ্ঞানে যোগে যাগে পূজনে কি হবনে।

ত্রিদেব ত্রিমূর্ত্তি ধরি যে মূর্ত্তির সাধনে,
ত্রিশক্তি-সম্পন্ন বিশ্ব-সৃষ্টি-স্থিতি-নিধনে।

সুরাসুর সিদ্ধ সাধ্য গন্ধর্ব্ব কি বিদ্যাধর,
কিন্নর কি নর যক্ষ রক্ষঃ সর্ব্ব চরাচর;

যোগী জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত নিষ্কাম সাধক সাধিকা,
যে সাধনে সাধিছেন সর্ব্বার্থ-সাধিকা।

পর-ব্রহ্ম-দম্পতির সেই মন্ত্র-মূর্ত্তি যন্ত্র,
আর এখন জাগে না, যেন যন্ত্রী বিনা যন্ত্র।

সবাই বলে "জাগো তারা! জাগো কুল-কুণ্ডলিনি!"
যেন, জেগে আছে তারা সবাই,কেবল ঘুমাইছেন তিনি।

ব্রহ্মা হ'তে তৃণস্তম্ব যিনি বিশ্বব্যাপিনী,
ব্রহ্মাণ্ডময় সর্ব্বভূতে নিত্য জাগ্রৎ-স্বরূপিণী।

চিৎ-শক্তি-স্বরূপে যিনি পরমাত্ম-রূপিণী,
জীবে শিবে সঞ্জীবনী সমান অন্তর্যামিনী।

এক পলকের ভ্রূভঙ্গে যাঁর কোটীবিশ্ব ভস্মসাৎ হয়,
কোলের ছেলে কোলে তুলে করেন মা মোর মহাপ্রলয়।

সৃষ্টিকালে প্রসবিত্রী আদ্যাশক্তি মা আমার,
প্রসব করেন কত কোটী ব্রহ্মাণ্ড, নাই সংখ্যা তার।

স্থিতিকালে সেই মা আমার আবার জগদ্ধাত্রী হন,
স্তন্যদানে অন্নদানে রাখেন এই অগণ্য ভুবন।

সেই মা আমার ঘুমিয়ে আছেন, (আর) জেগে আছেন এঁরা সব,
যেন, চিন্ময়ী মা ম'রে গেছেন, জেগে উঠেছেন যত শব!!

তাই বলি—ঘুমান নাই চৈতন্যময়ী, ঘুমাইবার নন তিনি,
তাঁর ঘুমাবার অবসর নাই, ত্রিজগজ্জননী যিনি।

সৃষ্টিচক্রে পরতঃপর উন্নত এই জীবকুলে,
ডাকেন মা প্রসারি বাহু, নেবেন বলে কোলে তুলে।

মায়া-মোহে সমাচ্ছন্ন জীব নিদ্রিত তাঁকে ভুলে,
আবার,—আপন স্বপন মাকে দেখায়, শাখার ফল সব পাকায় মূলে।

জেগে আছেন জগন্ময়ী, তাঁয় জাগাবার নাই প্রয়োজন,
জেগেছ কি স্বপন দেখ্‌ছ—তাই দেখ্ রে, জগজ্জন!

মূলে ত মা আছেন জেগে, মূলে যে জাগে নাই কেহ,
জাগৃত যদি, থাক্‌ত না আর—'আমার দেহ, আমার গেহ'।

মা যাঁদের জেগেছিলেন—
হয় ত মন্ত্র সিদ্ধ হবে, না হয় হবে দেহ-পাত,
এই প্রতিজ্ঞা যাঁদের প্রাণে দিত সদা ঘাত প্রতিঘাত।

তাঁদেরই সব বংশধর সেই মন্ত্রে আজ দীক্ষা শিক্ষা,
কর্ম্ম-ফলে ধর্ম্ম ভুলে করিছে দাসত্ব-ভিক্ষা।

বিবেক-বৈরাগ্য-বলে গেছে রে সে বীরাচার,
ধর্ম্মে কর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে ঘিরেছে ঘোর পশ্বাচার।

তবুও—সাধক হ'তে সাধ করে সব, নাম শুনেছিস্! পঞ্চ মকার,
সাধনার সাধ,—নাই তোদের তাই, ভাবিস্ না সে পঞ্চ ম কার?

গুরু-দত্ত ব্রহ্ম-তত্ত্ব মনে প্রাণে পায় না স্থান,
সেই হ'য়েছে গুরু-ধাম তার, যার যেখানে কর্ম্ম-স্থান।

নাই সে সন্ধান, নাই সে চেষ্টা, নাই সে উদ্যম, অধ্যবসায়,
আপনি যদি আসেন গুরু, তবেই থাকে ব্যবসায়!

বলিহারি সাধক! তোমার বলিহারি সাধনা!
সংসারের সাধ ছেড়ে একবার সাধনারে সাধ না!

সত্য বটে শিবের আজ্ঞা—গৃহস্থ-আশ্রমেও সিদ্ধি,
কিন্তু, তাই ব'লে বলেন নাই তন্ত্র, ক'র্‌তে কেবল ধনবৃদ্ধি!

সংসার ছেড়ে বিশ্ব-ব্যাপী ব্রহ্ম-তত্ত্বের অভ্যুদয়,
সিদ্ধ হ'লে, তখন আবার সংসারই হয় ব্রহ্ম-ময়।

অত দূর-পথ ঘুরে আস্‌তে কলির জীবের সাধ্য নাই,
সংসার হ'তেই ব্রহ্ম-দৃষ্টি কর্‌তে তন্ত্র ব'লেন তাই।

সেই সংসারে সাধক যাঁরা, গৃহী হ'য়েও হন সন্ন্যাসী,
সেই বৈরাগ্য যাঁদের প্রাণে, গৃহেও তাঁরা শ্মশান-বাসী।

দেহ সকল—শব-কঙ্কাল, জীব সকল হয় শিবরূপ,—
ইন্দ্রিয় সব সিদ্ধ সাধ্য ; স্বয়ং মন ভৈরব স্বরূপ।

বালকের দল—বটুক-ভৈরব, বালিকা-দল যোগিনী,
জগন্মাতা কালিকা মোর—গৃহে গৃহে জননী।

এই সংসার-শ্মশানে মুক্ত সাধক বদ্ধ-পদ্মাসনে,
সিদ্ধ হ'য়ে, বদ্ধ মুক্ত—দুইকে রাখেন একাসনে।

হায় রে সে জ্ঞান, হায় রে সে ধ্যান, হায় রে সিদ্ধি সাধনা!
হায় রে সেই বিবেক-বৈরাগ্য, গুরু-বাক্য-ধারণা!

ভাব্‌তে গেলে, মনে হয় আজ, সেই কি ভারত এই কি হায়?
বশিষ্ঠ-ব্যাস-বিশ্বামিত্রের মন্ত্র সিদ্ধি এই ধরায়?

যার—সঘনে গগনাঙ্গনে উঠ্‌ত ধ্বনি 'জয়তারা',
সেই ভারত সেই তারা-হারা ;—তাই রে আজ এ তারা-হারা

তাঁরা ছিলেন তারা-কুমার, তাই উঠেছেন তারার কোলে,
এখন—তাঁদের কুল-কুমার যত, তারাই প'ড়ে ধরা-তলে।

গেছেন তাঁরা, আছেন তারা, তাই বলি রে তারা-কুমার।
তাঁদের—নয়ন-তারা ছিলেন তারা ; বল্ দেখি রে, তোরা কার?

একটি নয় রে, দুটি নয় রে, ব'ল্‌ব ক টি ? কোটী কোটী,
উঠেছে মার কটি-তটে, এখন তোরা আছিস ক টি ?

নির্ব্বাপিত প্রদীপে আজ—দুর্গন্ধ বর্ত্তিকা সার !
তাই—কুলোজ্জ্বল সেই কুল-যজ্ঞে অবশেষ সব কুলাঙ্গার !!

মহানিদ্রায় নিদ্রিত সব, তাই যেন এ মহাশ্মশান ;—
আর যোগে নাই, আর যাগে নাই,—তাই জাগে নাই আর্য্যস্থা

সে ত, ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছায়, যা হবার তা হ'য়ে গেছে।
এখন কেবল একটী মাত্র—শেষ কথা এই ব'ল্‌বার আছে ॥

তাই এখনও বলি এই শোন—

খণ্ডিতে এ ভব—ভোগ, ছাড় নাস্তিকতা-রোগ,
ধর মহামন্ত্র-যোগ, কর সিদ্ধি সাধনা।
ছাড়ি সংসার-পাপ-বাসনা, সার কর মা শবাসনা,
বিনা মায়ের উপাসনা, ঘুচিবে না বেদনা ॥

জ্ঞান বল! বিজ্ঞান বল ! ধ্যান বল ! গান বল !
ব্রহ্মময়ীর মন্ত্র-বল, বিনা কিছু হবে না।
বিনা মন্ত্রে বিনা তন্ত্রে, বিনা কুণ্ডলিনী-যন্ত্রে,
বীণা যেন বিনা তন্ত্রে, কোন রব র'বে না ॥

অত্রিনেত্র ত্রিলোচন, অচতুর্ম্মুখ চতুরানন,
অচতুর্ভুজ নারায়ণ, গুরু-ব্রহ্ম-ধারণা।
সত্য ! গুরু মর্ত্ত্য-মূর্ত্তি, তবু নিত্য-ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি,
কর তাঁর চরণে ভক্তি. ধর তাঁর করুণা ॥

বিনা গুরু কর্ণধার, ভবার্ণবে নাই উদ্ধার,
হোক্ না ভক্তি শতধার, যদি গুরুর দাস না—
বিনা গুরু-কৃপা-কটাক্ষ, হ'ন্ না কেন সহস্রাক্ষ ?
দেন না দেখা বিরূপাক্ষ—হৃৎকমল-আসনা ॥

গুরুর কৃপায় মায়ের কৃপা, যে বলে সে জে'নো ক্ষেপা,
সকল ক্ষেপার বাবার বাবা, ব'লেছেন, তাই শোন না—
জগদম্বার কৃপা হ'লে, তবে গুরুর দর্শন মিলে,
নইলে জীবের চেষ্টা ফলে, শিবের দর্শন জে'নো না ॥

সদ্‌গুরু-বল চাও রে যদি, ডাক মাকে নিরবধি,
তবে যদি কৃপানিধি, করেন কৃপা নইলে না।
তখন—গুরুর দেহে তারিতে জীব, কৈলাস হ'তে আসিবেন শিব,
তবে জীব তুই হবি রে শিব, ঘুচ্‌বে ভব-যাতনা ॥

তাই—মহা-নিদ্রা মনে করি, মোহ-নিদ্রা পরিহরি,
মহাবিদ্যা-মন্ত্র ধরি, মহা-যাত্রা হর না!
যদি মুক্তি চাও ভবে, নাই অন্য গতি তবে,
"জয় মা মুক্তকেশী" রবে, সে পদাশ্রয় কর না!

জাগ রে! জাগ রে! জাগ! "জয় জননি!" ব'লে ডাক,
এ কাল-রাত্রি জেগে থাক, "জয় কালীর জয়" বল না!
আর হবে না কালের ভয়, কালের কাল সেই মৃত্যুঞ্জয়,
স্বয়ং ব'ল্‌বেন দিয়ে অভয়, "অভয়-ধামে চল না!"

গান—(২২)

"জয় জয় কালী,"—ব'লে কর-তালী, দিয়ে চল কুল-কাননে।
কালী-নাম—মহামন্ত্র-স্মরণে—
যথা—কুল-কল্পতরু— মূলে-কুল-গুরু
কালী-কল্প-লতা-মিলনে।

জীবের— ধর্ম্ম অর্থ কাম— মোক্ষ-ফল-ধাম,
কালী-নাম-কুসুমে যে বনে—
ও যার— নিত্য-ব্রহ্মানন্দ— নিত্য-মকরন্দ—
পানে মত্ত সাধক সঘনে।

যে রস পানে জীব, জীবনে হয় শিব,
আর না যায় সে, জনন মরণে—
সেই— ধন্য নামের সুধা, হরে ভবের ক্ষুধা,
মুক্তি, মুক্তকেশীর চরণে।

ওরে— প্রাণের কপাট খুলে, দু-টী বাহু তুলে,
"জয় মা তারা" ব'লে বদনে—
মায়ের কোলের ছেলে সেজে— আয় রে! নেচে নেচে,
দেখ্‌বি যদি মাকে নয়নে।

ও সেই— ত্রিনয়নের ধনে, দে'খে দ্বি-নয়নে,
জীবের আশা মিটে কেমনে?
তাই— আয়্ মা! মনোবনে, মনোময় নয়নে,
দেখি শিবের—( ) মনের নিধি মনে মনে।

সম্পূর্ণ।

গঙ্গেশের গীতাবলীর স্বর ও তাল।

১	গান	গৌরী	একতালা।
২	„	বিভাস	যৎ
৩	„	পাহাড়ী	
৪	„	কীর্ত্তনের স্থর	যৎ
৫	„	পিলু সিন্ধু	কার্ফা
৬	„	কীর্ত্তনের স্থর	যৎ
৭	„	ভৈরবী	যৎ
৮	„	সিন্ধু	যৎ
৯	„	ভৈরবী	যৎ
১০	„	খাম্বাজ	যৎ
১১	„	রামকেলী	যৎ
১২	„	অহং	একতালা
১৩	„	আলেয়া	যৎ
১৪	„	পিলু	খেম্টা
১৫	„	কালেংড়া	কয়ালী
১৬	„	স্থরট মিশ্র	একতালা
১৭	„	কীর্ত্তনের স্থর	
১৮	„	ঐ	
১৯	„	রামপ্রসাদী	যৎ
২০	„	কীর্ত্তনের স্থর	
২১	„	ভৈরব	একতালা
২২	„	ঐ	